ওফাতে ঈসা (আঃ)

[হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সমাধি
খানইয়ার স্ট্রীট, শ্রীনগর, কাশ্মীর

মৌলবী মোহাম্মাদ

ওফাতে ঈসা আঃ

(হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যু)

মোহাম্মাদ

ন্যাশনাল আমীর

বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া
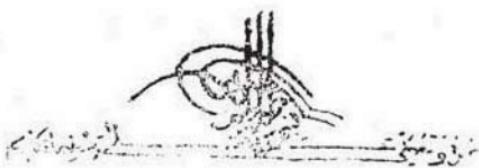
প্রকাশক :—
নাজির আহম্মদ ভূঁইয়া
সেক্রেটারী, প্রণয়ন ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়া
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১১

সংস্করণ :—
১ম সংস্করণ : ১১৪৮ ইং
২য় সংস্করণ : ১৯৬৬ ইং
৩য় সংস্করণ : ১৯৬৭ ইং
৪র্থ সংস্করণ : ১৯৭৮ ইং
৫ম সংস্করণ : ১৯৮৩ ইং
৬ষ্ঠ সংস্করণ : ১৯৮৭ ইং

মুদ্রাকর :—
সলিমাবাদ প্রেস
২১/১ কোর্ট হাউস স্ট্রীট
ঢাকা—১

ভূমিকা

যদিও আল্লাহতায়ালার বিধান অনুযায়ী এই পৃথিবীতেই একটি নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত মানুষের ভরণ পোষণ ও অবস্থান নির্দিষ্ট হয়েছে, তথাপি অধিকাংশ আলেম ও সাধারণ মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বের বনী ইসরাইলী নবী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম আঃ-কে আল্লাহতায়ালা স্বশরীরে জীবিত অবস্থায় আকাশে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন এবং আজো তিনি আকাশেই জীবিত রয়েছেন এবং শেষ যুগে তিনি আবার স্বশরীরে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসবেন। এটা কখনও একটা যুক্তিসঙ্গত বিশ্বাস হতে পারে না।

এতদ্ব্যতীত সকল গুণ ও বৈশিষ্টে মানবজাতির মধ্যে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ আঃ শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর পূর্বের কোন নবী আজো জীবিত রয়েছেন—এরূপ কল্পনা করা রসুলে আকরাম সাঃ আঃ-এর প্রতি এক অমার্জনীয় অবমাননা বৈ আর কি হোতে পারে? এ অপমান খোদার নিকটণ বে-সদৃশ। তাইতো তিনি পবিত্র কোরআনের সুরা আম্বিয়ার তৃতীয় রুকুতে বলেন :—

"এবং তোমার পুর্বে কোন বাশার অর্থাৎ মরণশীল মানবের জন্য অমর হওয়া নির্দিষ্ট করিনি, কি, তুমি [হযরত মোহাম্মদ সাঃ আঃ] মরে যাবে, তবুও তারা,—(তোমার পুর্বের কোন বাসার) থেকে যাবে ?"

তা' হলে প্রশ্ন উঠে হযরত ঈসা আঃ-এর স্বশরীরে জীবিত আকাশে চলে যাওয়ার ধারণা কোথা থেকে এলো ? এর উত্তর ইহাই যে, ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশে গমনে বিশ্বাসী বহু খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। হযরত ঈসা আঃ এর স্বশরীরে আকাশে যাওয়ার ভ্রান্ত খ্রীষ্টানী ধারণা ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ-কে তাঁর উম্মতে এক ঈসা আঃ নামধারী নবীর আগমনের ভবিষ্যৎ বানী করতে দেখে এবং তাঁর (অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ-এর) আগমনের প্রকৃত স্বরূপ তখন কেহ অবগত না থাকায় উক্ত খ্রীষ্টানী ধারণা ক্রমান্বয়ে ইসলামী ধারনার রূপ ধরে অনেকের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারাম মোহাম্মাদ সাহেব তাঁর রচিত "ওফাতে ঈসা আঃ" (ঈসা আঃ এর মৃত্যু) পুস্তকে কোরআন ও হাদিসের অকাট্য দলিল প্রমান দ্বারা এবং ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে সন্দেহাতীতভাবে হযরত ঈসা আঃ-এর স্বাভাবিক মৃত্যু প্রমান

করেছেন। বস্তুত হযরত ঈসা আঃ ১২০ বৎসর বয়সে স্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করেন এবং ভারতের কাশ্মীরের শ্রীনগরস্থ খান ইয়ার মহল্লায় আজো তাঁর সমাধি বিদ্যমান রয়েছে।

বর্তমান সংস্করণে বিষয়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পুস্তকটির বিষয়বস্তু কিছুটা নূতন করে সাজানো হয়েছে এবং একটি সূচীপত্র প্রনয়ণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে এবং পুস্তকটি ছাপানোর কাজে জনাব শেখ আহামদ গণী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে উত্তম পুরস্কারে ভুষিত করুন। তদুপরি পুস্তকটির পরিশিষ্টে হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশে জীবিত অবস্থান ও তাঁর স্বশরীরে পৃথিবীতে পুনরাগমন সম্বন্ধে আহমদীয়া জামাতের বর্তমান ইমাম খলিফাতুল মসীহ রাবে হযরত মির্যা তাহের আহম্মদ আইঃ-এর একটি হৃদয়স্পর্শী চ্যালেঞ্জ সংযোজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সদর মুরুব্বি মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব কতৃক রচিত "হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমনের তাৎপর্য্য" শিরোনামে একটি প্রবন্ধও পরিশিষ্টে সংযোজন করা হলো। তিনি উক্ত প্রবন্ধে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে-ছেন যে হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমন দ্বারা প্রায় ২০০০ বৎসর পূর্বেকার বনী ইসরাইলী নবী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের দৈহিকভাবে আগমনকে বুঝায় না। বরং হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমন একটি রূপক ও আধ্যাত্মিক কথা। ইহার দ্বারা একথাই বুঝায় যে তিনি হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর উম্মতের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করবেন।

মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ইহাও প্রমান করেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী কোন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন না। দুইটি ভিন্ন উপাধিতে তাঁরা এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

ছাপার ভুল সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ভুল মানুষেরই হয়ে থাকে। অতএব পুস্তকটির পরিশেষে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হল। এতদসত্ত্বেও আরো কিছু মুদ্রণজনিত ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেজন্য সুধী পাঠকবৃন্দের নিকট আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং এই পুস্তকে ছাপা আরবী আয়াতগুলোকে কোরআন করীমের মূল আয়াতগুলির সঙ্গে মিলিয়ে পড়ে নেওয়ার জন্যও সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

বিনীত

নাজির আহমদ ভুঁইয়া
সেক্রেটারী, প্রনয়ন ও প্রকাশনা
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া
৪নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা॥

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় অধ্যায়

ওফাতে ঈসা আঃ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য সাক্ষ্য

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত ঈসা আঃ এর ওফাত প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য

বিষয় পৃষ্ঠা

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিশ্রুত মসীহ আঃ এবং বনী ইস্রায়েলী মসীহ আঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি

পরিশিষ্ট

ওফাতে ঈসা আঃ

প্রথম অধ্যায়

হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিশ্বাস ও উহাদের পর্য্যালোচনা

১। বিভিন্ন বিশ্বাস

بدنیا کو کسے پایندہ ہوتے
ابو القاسم محمد زندہ ہوتے

অর্থাৎ—এ মর-ধরায় কেহ যদি স্থায়ী হইত তাহা হইলে কাসেমের পিতা হযরত মোহাম্মদ সাঃ জীবিত থাকিতেন।

জন্মিলে মরিতে হয়, আল্লাহ্‌তায়ালার এ নিয়ম সৃষ্টির আদি হইতে অদ্যাবধি সর্বত্র সর্বজীবে সমানভাবে কার্যকরী। প্রাণীজগতে প্রত্যেক জাতির জন্য আয়ু সম্বন্ধে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, لكل امة اجل অর্থাৎ "প্রত্যেক জাতির জন্য এক মেয়াদ আছে।

(সূরা ইউনুস—৫ম রুকূ)।

যে দিকে দৃষ্টিপাত করুন, জীবনের প্রত্যেক স্তরে আয়ুর এক চরম মেয়াদ-সীমা দেখিতে পাইবেন। উহা অতিক্রম করিবার সাধ্য কাহারও নাই। কোন মানবের জন্যও ইহার ব্যতিক্রম নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

هو الذى خلقكم من طين ثم قضى اجلا ـ واجل مسمى
عنده ثم انتم تمترون — (انعام —: ٣)

অর্থাৎ—"তিনি (আল্লাহ) যিনি তোমাদিগকে কর্দম হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎপর এক মেয়াদ নির্ধারিত করিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট মেয়াদ নির্দিষ্ট আছে ; তথাপি তোমরা বিষম্বাদ কর।"

(সুরা আনআম—১ম রুকু)।

অপরাপর জীবের ন্যায় মানব জাতির জন্যও আল্লাহতায়ালা উর্ধ ও চরম জীবন-সীমা নির্ধারিত করিয়াছেন। এ ধ্রুব সত্য সকলের নিকট বিদিত। তবুও দুই হাজার বছর পূর্বের মরণশীল এক মানব নবীর মৃত্যু সাব্যস্ত করিবার জন্য লিখিতে বসা এক বিড়ম্বনা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে। প্রত্যেক নবী আল্লাহতায়ালার নিয়মের অধীন ও আল্লাহতায়ালার নিয়মকে সাব্যস্ত করিতে আসেন। অথচ ভাগ্যের এমনি পরিহাস, আল্লাহর নবী হযরত ঈসা আঃ যে মানবের জন্য মৃত্যুর নির্ধারিত মেয়াদের নিয়মকে ভঙ্গ করেন নাই, তাহারই আজ ওকালতি করিতে হইতেছে।

হযরত ঈসা আঃ যাহাদিগের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সেই ইহুদী ও খ্রীষ্টান জাতিদ্বয় উভয়েই তাঁহার মৃত্যু স্বীকার করে, অথচ

বিচিত্র এই যে, যাহাদের জন্য তিনি প্রেরিত হন নাই সেই মুসলমান-গণের মধ্যে একদল আজও নিজেদের রসুল হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে নবী শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বনবী মানিয়া এবং তাঁহাকে মৃত ও পবিত্র মদিনা নগরীতে সমাহিত জানিয়া এবং প্রচার করিয়া শুধু বনি-ইসরাইল জাতির জন্য প্রেরিত নবী হযরত ঈসা আঃ-কে মৃত্যুহীন অবস্থায় আকাশে জীবিত অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ঘোষণা করে।

ইহুদীগণ বলিয়া থাকে, হযরত ঈসা আঃ (নাউযুবিল্লাহ) ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুতে চিরতরে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নবী নহেন এবং খ্রীষ্টানগণ বলে (নাউযুবিল্লাহ) তিনি ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুতে মারা গিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তিনি আল্লাহ্র পুত্র, বিশ্বাসী-গণকে মুক্তি দিবার জন্য তিনি সকলের পাপ স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে মাত্র তিন দিন দোযখে থাকিয়া পুনরুত্থিত হইয়া, পরে সশরীরে স্বর্গারোহন করেন এবং আজও তিনি স্বশরীরে স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। মুসলমানগণের মধ্যে এক দল বলিয়া থাকে, তাঁহাকে ক্রুশে দিবার পূর্বেই আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া নেন এবং তাঁহার স্থলে ইহুদীগণের এক সর্দারকে রাখিয়া দেন। তাঁহাকেই ইহুদীরা ঈসা আঃ মনে করিয়া ক্রুশে লটকাইয়া-ছিল। কিন্তু দেহসহ তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া লওয়া সম্বন্ধে তাহারা নিশ্চিত ও একমত নহে। কেহ বলিয়া থাকে হযরত ঈসা আঃ-কে তাঁহার ভৌতিক শরীর সহ আকাশে উঠান হইয়াছে। কেহ বলে তাঁহার রুহকে আকাশে তুলিয়া, তাঁহার পবিত্র দেহের মধ্যে জনৈক ইহুদী সর্দারের অবিশ্বাসী রুহ প্রবিষ্ট করাইয়া ক্রুশে লটকাইয়া

দেওয়া হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ ইহাও বলিয়া থাকে যে, হযরত ঈসা আঃ-এর পবিত্র রুহকে অবিশ্বাসী ইহুদী সর্দারের দেহের মধ্যে বদলি করিয়া সেই দেহসহ হযরত ঈসা আঃ-কে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছে।

২। বিশ্বাসের পর্য্যালোচনা

আসুন পাঠক, এখন আমরা উপরোক্ত দলসমুহের বিশ্বাসের পর্য্যালোচনা করি।

(ক) হযরত ঈসা আঃ-এর বিদেহী রুহ কি আকাশে?

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ক্রুশের ঘটনার সময় হযরত ঈসা আঃ-এর রুহকে তাঁহার দেহ হইতে মুক্ত করিয়া আকাশে উঠান হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না এবং দেহহীন আত্মা লইয়া তাহার আজও বাঁচিয়া থাকার কোন কথা উঠে না। মৃত্যুর জন্য আল্লাহতায়ালার ইহাই চিরন্তন নিয়ম যে, মরণে রুহ ও দেহ সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া যায়। মৃত্যুলাভের পর রুহ আর মানবদেহে ফিরিয়া আসে না। কোন ফল বৃন্তচ্যুত হইলে যেমন আর গাছে লাগে না, তেমনি কাহারও আত্মা দেহচ্যুত হইলে, পুনরায় পরিত্যক্ত দেহে আসে না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون ۝
(انبياء : ٩٥)

অর্থাৎ—“যে শহরকে (অধিবাসীগণকে) আমরা বিনষ্ট করিয়া দেই, ইহা আমরা হারাম করিয়াছি যে, তাহারা (মৃত ব্যক্তিগণ) পুনরায় ফিরিয়া যায় অর্থাৎ—জীবিত হয়।”

(সুরা আম্বিয়া-৭ম রুকু)।

জাঁবেরের পিতা আবদুল্লাহ যখন যুদ্ধে নিহত হন, তখন হযরত মোহাম্মদ সাঃ জানাইয়াছিলেন, “মৃত্যুর পর আবদুল্লাহকে আল্লাহর সমক্ষে যখন উপস্থিত করা হয়, তখন আল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি কি চাহেন। তদুত্তরে আবদুল্লাহ্ বলিয়াছিলেন যে তিনি আবার দুনিয়ায় ফিরিয়া গিয়া আবার আল্লাহ্র পথে শহীদ হইতে চাহেন এবং এইরূপ বার বার জীবন লাভ করিতে ও মরিতে চাহেন। আল্লাহ্তায়ালা উত্তরে বলিয়াছিলেন, “ইহা আল্লাহ্র অমোঘ আদেশ যে মৃত্যুর পর পুনরায় কেহ ফিরিয়া যাইতে পারিবে না।” (নিসাঈ ও ইবনে মাজার হাদিস)।

সুতরাং হযরত ঈসা আঃ এর রুহ দেহত্যাগ করিয়া গিয়া থাকিলে সেই দেহ লইয়া তাঁহার পুনরায় বাঁচিয়া উঠার কোন পথ নাই। পরন্তু ইহাও বিবেচনার বিষয় যে, তাঁহার শুধু রুহ যদি আকাশে গিয়া থাকে, তাহা হইলে দ্বিতীয় আগমনের সময় কাহার শরীর অবলম্বন করিয়া তিনি পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন! পক্ষান্তরে আল্লাহ্র নিয়মকে ভঙ্গ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তিনি দ্বিতীয়বার অবতরণ করিলে তাঁহাকে আবার মৃত্যুবরণ করিতে হইবে। কারণ প্রতিশ্রুত মসিহের

মৃত্যুর কথা সহি হাদীসে স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

لایذ وقون فیها الموت الا الموتة الاولی-(الدخان : ۵۷)

অর্থাৎ—"তাহারা (মানবগণ) সেখানে (পৃথিবীতে) মৃত্যুর আস্বাদ প্রথমবার ব্যতিরেকে আর গ্রহণ করিবে না।"

(সুরা দুখান—৩য় রুকু)।

সুতরাং হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমন ঘটিলে যে জটিল সমস্যা দেখা দেয়, উহার সমাধান কে করিবে? তিনি আল্লাহ্‌তায়ালার নিয়মকে ভঙ্গ করিয়া কি দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করিবেন, অথবা সহি হাদিস বর্ণিত হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে রদ করিয়া তিনি অমর থাকিয়া যাইবেন? বামে যাইলে বাঘে ধরে, ডাহিনে গেলে কুমীরে খায়। ইহার সমাধান কোথায়? এখানে আরও একটি চিন্তার বিষয় এই যে, পূণ্যাত্মগণের দেহ মুক্ত রুহ আকাশে লটকান থাকে না, পরন্তু বেহেস্তে স্থান লাভ করে এবং যাহারা বেহেস্তে যান তাঁহারা এই পৃথিবীতে আর ফিরিয়া আসেন না।

(খ) হযরত ঈসা আঃ কি আকাশে সশরীরে জীবিত?

কাহারও কাহারও বিশ্বাস হযরত ঈসা আঃ জীবিত অবস্থায় সশরীরে আকাশে অবস্থান করিতেছেন।

পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ কাটাইয়া কোন জড়দেহধারী মানবের জন্য আকাশে যাওয়া প্রকৃতি ও আল্লাহ্‌র নিয়ম বহির্ভূত। আকাশ

ফাঁকা স্থান হেতু, কোন জড়দেহধারী মানবের জন্য সেখানে চলাফেরা করা বা অবস্থান করা অসম্ভব। কারণ তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিবার জন্য কোন জড় বস্তুর প্রয়োজন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ বলিয়াছেন :—

الم نجعل الارض كفاتا ـ احياء واموتا (المرسلت : ٢٨)

"আমরা কি করি নাই পৃথিবীকে এরূপ যে, উহা ধরিয়া রাখে নিজের দিকে জীবিত ও মৃত দেহগুলিকে।"

(সূরা মুরসালাত — ১ম রুকু)।

এই আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য মানবকে ধরিয়া রাখিতে তাহার পদতলে কোন বস্তুর সদা প্রয়োজনের কথা জানাইয়াছেন। ইহাই যে বনি আদমের জন্য আল্লাহ্তায়ালার অমোঘ নিয়ম, তাহা পবিত্র কোরআনের অপর এক স্থানে বলা আছে :

قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ٥
(الاعراف : ٢٦)

অর্থাৎ—"সেইখানেই (পৃথিবীতে) জীবন যাপন করিবে এবং সেইখানেই তোমরা মৃত্যু লাভ করিবে এবং সেখান হইতে তোমাদিগের পুনরুত্থান হইবে।" (সূরা আ'রাফ—২য় রুকু)।

মধ্যাকর্ষণকে কাটাইয়া সশরীরে পৃথিবী ছাড়িয়া যাওয়া ও পদতলে ধারণ করার কোন বস্তুর বিনা সাহায্যে আকাশে অবলম্বনহীন অবস্থায়

বিরাজ করা, আল্লাহ্‌র নিয়মের এরূপ পরিপন্থি যে, ইহার কঠোরতা নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর জন্যও শিথিল করা হয় নাই। অবিশ্বাসীগণ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর নিকট তাঁহার আকাশে উড়িয়া গিয়া লিখিত পুস্তক আনয়নের নিদর্শন চাহিয়াছিল। উহার উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন :—

قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا ٥

- (بنی اسرائيل : ٩٣)

অর্থাৎ—"বল! সমস্ত গৌরব আমার প্রভুর এবং আমি একজন মরণশীল মানব মাত্র।" (সুরা বনি ইসরাইল—১০ম রুকু)।

মরণশীল বলিয়া হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর জন্য যে আকাশে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য বিনা অবলম্বনে সশরীরে যাওয়া সম্ভব হয় নাই, তাঁহার উম্মতের এক দল হযরত ঈসা আঃ-কে আজ সেই আকাশে অবলম্বন বিহনে যাইয়া দুই হাজার বৎসর কাল যাবৎ জীবিত আছেন প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তর্কের জন্য যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, হযরত ঈসা আঃ আকাশে জীবিত অবস্থান করিতেছেন, তাহা হইলে আল্লাহর আর এক নিয়ম আসিয়া ঈসা আঃ-এর বাঁচিয়া থাকার বিরুদ্ধে খাড়া হয়। জীবিতের জন্য নিয়মিত আহারের প্রয়োজন। হযরত ঈসা আঃ-ও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা নবীদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

وما جعلنا هم جسدا لا يا كلون الطعام وما كا نوا خالدين ٥ (الانبياء ١٣ ع ١)

অর্থাৎ - "এবং আমরা তাহাদিগের এরূপ শরীর গঠন করি নাই যে তাহারা না খাইয়া বা বহু দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকে।
(সুরা আম্বিয়া ১ম রুকু)।

আকাশ ফাঁকা স্থান। সেখানে জড়-দেহধারী মানবের জন্য কোন আহার্য বস্তুর ব্যবস্থা নাই। হযরত ঈসা আঃ সেখানে কি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন ? হযরত ঈসা আঃ-এরও আহার করার যে একান্ত প্রয়োজন ছিল, তাহা তাঁহার এক দোয়ার মধ্যে আমরা দেখিতে পাই :

وارزقنا وانت خير الرازقين - (المائدة : ١١٥).

অর্থাৎ—"এবং আমাদিগকে খাদ্য দাও এবং তুমিই শ্রেষ্ঠ রিজ্ক-দাতা।"
(সুরা মায়েদা—১৫শ রুকু)।

যাহারা হযরত ঈসা আঃ-কে আজও জীবিত কল্পনা করে, তাহারা শুনিয়া দুঃখিত হইবে, হযরত ঈসা আঃ-এর এ প্রার্থনা সত্বেও আল্লাহ্-তায়ালা তাঁহার জন্য খাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :—

كا نا يا كلان الطعام ٥ (المائدة : ٧٦)

অর্থাৎ—"(হযরত ঈসা ও তাঁহার মাতা) উভয়েই আহার করিতেন।"
(সুরা মায়েদা--১০ম রুকু)।

হযরত ঈসা আঃ-এর মাতা মৃত্যুর জন্য আজ আর আহার করেন না। হযরত ঈসা আঃ কি তবে না খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছেন ? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন : --

(فاطر : ২,৩) وما يستوى الاحياء و الا موات

অর্থাৎ—জীবিত এবং মৃত এক প্রকারের হয় না।"

(সুরা ফাতের ৩য় রুকু)।

তবে কি না খাইয়া বাঁচিয়া থাকা বিষয়ে হযরত ঈসা আঃ [নাউযুবিল্লাহ] আল্লাহ্‌র শরীক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ? হে পাঠক ! জড়দেহ ধারণ সম্বন্ধে আল্লাহর আর একটি নিয়ম শুনুন।

الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف
قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة - (الروم : ৫৫)

অর্থাৎ—আল্লাহ্ যিনি, তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এক দুর্বল অবস্থা হইতে, তৎপর দুর্বলতার পর তোমাদিগকে শক্তি দিয়াছেন এবং শক্তির পর দুর্বলতা নির্দিষ্ট করিয়াছেন এবং পক্ক কেশ।"

(সুরা রুম—৬ষ্ঠ রুকু)।

ومن نعمره ننكسه فى الخلق - افلا يعقلون ০ (يس ৫)

অর্থাৎ—এবং যাহাকে আমরা দীর্ঘ জীবন দান করি, তাহার কায়াকে আমরা জরাজীর্ণ করিয়া দিই ; তবু কি তাহারা বুঝিতে পারে না ?"

(সুরা ইয়াসিন—৫ম রুকু)।

و الله خلقكم ثم يتوفاكم - ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكى لا يعلم بعد علم شيئا - (النحل : ٧١)

অর্থাৎ—"এবং আল্লাহ্ তোমাদিগকে মৃত্যু দেন এবং তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি জীবনের নিকৃষ্ট অংশে (অর্থাৎ অতিরিক্ত বার্ধক্যে) পৌছায়, তাহার জ্ঞান ভীমরতিতে পরিণত হয়।" সুরা নহল—৯ম রুকু)।

যদি সত্য সত্যই হযরত ঈসা আঃ আজও জীবিত থাকেন, তাহা হইলে খোদার নিয়মানুযায়ী তিনি বার্ধক্যে এরূপ অথর্ব ও জরাজীর্ণ ও জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন যে, তাঁহার দ্বারা আর কোন কাজ হওয়া সম্ভব নহে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

فلن تجد لسنة الله تبديلا - (فاطر : ٤٣)

অর্থাৎ--"এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না।" (সুরা ফাতের—৫ম রুকু)।

যেহেতু নবীর জন্যও জরাজীর্ণ ও জ্ঞানশূন্য না হইয়া দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা আল্লাহ্‌র নিয়মে অসম্ভব, এইজন্য আল্লাহ্ সুরা আম্বিয়ার পূর্বোল্লিখিত ১ম রুকুতে বলিয়াছেন যে, তিনি নবীদিগের এরূপ শরীর গঠন করেন নাই যে, তাঁহারা বহু দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকেন।

সুতরাং হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে বৃদ্ধ, জরাজীর্ণ, দুর্বল ও জ্ঞানশূন্য না হইয়া জীবিত থাকার নূতন কোন ব্যবস্থার ফাঁক নাই। বিশেষ

কেহই কালের ক্ষয়কারী প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :–

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ○
(الرحمان : ٢٨)

অর্থাৎ—"তদুপরি (সৃষ্টিতে) সকলেই কালের অধীন, চিরস্থায়ী শুধু তোমার প্রভুর মুখভাতি, যিনি গৌরব ও সম্মানের অধিপতি।"
(সূরা রহমান–২য় রুকু)

মহাকাল স্বীয় প্রভাব প্রতি মুহূর্তে প্রত্যেকের উপর বিস্তার করিয়া ও উহার পরিবর্তন সাধন করিয়া যাইতেছে। একমাত্র আল্লাহ্র স্বত্ত্বা অপরিবর্তনীয় ও কালের প্রভাব হইতে মুক্ত। একমাত্র আল্লাহ্তায়ালা ব্যতিরেকে অপর কেহই এই গৌরব ও সম্মানের অধিকারী নহে এবং কেহ তাঁহার শরীক নাই। নবীও এ নিয়মের বাহিরে নহেন এবং হযরত ঈসা আঃ-ও নহেন।

و لا نفرق بين احد من رسله - (البقرة ع ١٦)

অর্থাৎ–আমরা প্রভেদ করি না নবীদের মধ্যে কাহাকেও।"
(সূরা বকর—১৬শ রুকু)

পাঠক। ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া দেখুন অপর সকল নবী মরিয়া গিয়াছেন এবং হযরত ঈসা আঃ কি আজও জীবিত আছেন?

(গ) হযরত ঈসা আঃ কি স্বশরীরে বেহেস্তে ?

কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে বেহেস্তে আছেন। পাঠক! বেহেস্ত মরণের পরপারে আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থিত এবং সেখানে জড়দেহ লইয়া কাহারও পক্ষে যাওয়া বা অবস্থান করা খোদার নিয়ম বহির্ভূত। বেহেস্ত সম্বন্ধে হাদিসে বর্ণিত আছে :—

اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرؤا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين - (بخارى ومسلم)

অর্থাৎ—"আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন : আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য আমি সৃজন করিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শ্রবণ করে নাই এবং কোন মানুষের হৃদয় ধারণা করে নাই এবং যদি ইচ্ছা কর পাঠ কর পবিত্র কোরআন—"কোন আত্মা অবগত নহে তাহাদিগের জন্য কি লুক্কায়িত আছে, যাহা তাহাদিগের চক্ষুকে স্নিগ্ধ করিবে। (ইহা) এক পুরস্কার তাহাদিগের সৎ কর্মের।

(সুরা সেজদা—২য় রুকু)" (বুখারী ও মোসলেম)।

এরূপ যে স্থান যাহা মানবের চক্ষু দেখে নাই, কর্ণ শুনে নাই এবং হৃদয় ধারণা করে নাই সেরূপ স্থানে হযরত ঈসা আঃ জড়দেহ

লইয়া কেমন করিয়া বাস করিতেছেন ? হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে স্বর্গে থাকিলে উক্ত হাদিসে বা পবিত্র কোরআনের আয়াতে এই ব্যতিক্রমের উল্লেখ থাকিত। যাহারা বেহেস্তে প্রবেশ লাভ করে, তাহাদিগের সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ○ (الكهف : ۱۰۹)

অর্থাৎ—"সেখানে তাহারা চিরকাল থাকিবে ; তাহারা সেখান হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিবে না।" (সূরা কাহাফ—১২শ রুকু)

সুতরাং হযরত ঈসা আঃ যদি বেহেস্তে প্রবেশ লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে এই আয়াত অনুযায়ী তিনি পুনরায় পৃথিবীতে আসিতে চাহিবেন না। ইচ্ছা বিরোধী কার্য বেহেস্তে হইলে, উহা আর বেহেস্ত থাকে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একবার বেহেস্তে প্রবেশাধিকার পায়, তাহাকে তথা হইতে আর বাহির হইতে হয় না। সে সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা ওয়াদা করিয়াছেন :—

وما هم منها بمخرجين ○ (الحجر : ۴۹)

অর্থাৎ—"এবং তাহাদিগকে (বেহেস্তের অধিবাসীগণকে) সেখান (বেহেস্ত) হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে না।"

(সূরা হিজর—৪র্থ রুকু)

সুতরাং পাঠক, যদি সকল অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে বা বিনা শরীরে বেহেস্তে গিয়াও থাকেন, তথাপি পবিত্র কোরআনের উপরোক্ত দুইটি আয়াতের সীমা লংঘন না করিয়া দ্বিতীয় বার পৃথিবীতে তাঁহার স্বয়ং আসার পথ নাই।

(ঘ) হযরত ঈসা আঃ-এর দেহ বদল

কেহ কেহ মনে করিয়া থাকে ক্রুশের ঘটনার সময় জনেক ইহুদী সর্দারের সহিত হযরত ঈসা আঃ-এর দেহ বদল করা হইয়াছিল। দুইটি দেহের মধ্যে আত্মা বিনিময়ের কল্পনা সত্যই অভিনব। শুধু মানবজাতি নহে, পরন্তু সমগ্র প্রাণী জগতের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত কোথাও নাই।

প্রত্যেক দেহের চরম পরিণতি ও প্রকাশ উহার মধ্যস্থিত আত্মায়। মানবাত্মার সৃষ্টির সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

ثم انشأناه خلقا اخر - فتبارك الله احسن الخالقين ٥

অর্থাৎ—তৎপর আমরা উহাকে (মাতৃজঠরস্থ পুনর্গঠিত দেহকে এক নবজন্মের অভিষেক দিই, সুতরাং সমস্ত বরকত আল্লাহর, যিনি শ্রেষ্ঠ সৃজনকর্তা।

(সুরা মোমেনুন—১ম রুকু)।

মাতৃজঠরে পুনর্গঠিত মানবশিশুর মধ্যে বাহির হইতে আনা কোন আত্মাকে সংযুক্ত করা হয় না, পরন্তু প্রত্যেক পুনর্গঠিত দেহের চরম পরিণতি ও প্রকাশ উহার আত্মায়। শিশুর দেহের মধ্যেই আত্মার জন্ম, বাহির হইতে আনা কোন আত্মা প্রবিষ্ট করান হয় না। সুতরাং এক দেহের যাহা চরম প্রকাশ, অপর দেহে কিরূপে তাহা স্থানান্তরিত হইতে পারে? পাঠক, চিন্তা করিয়া দেখুন, এক গাছের

ফল আর এক গাছে লাগে না। হযরত ঈসা আঃ-এর দেহের আত্মিক ফল নবীরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। যে দেহ এক অবিশ্বাসী ইহুদীর আত্মাকে জন্ম দিয়াছে, উহাতে কিভাবে হযরত ঈসা আঃ-এর পবিত্র আত্মা খাপ খাইবে ?

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

ولا تزر وازرة وزر اخرى ٥

অর্থাৎ—"একে অপরের বোঝা বহন করিবে না।"

(সুরা বনি ইসরাইল—২য় রুকু)।

একের কার্যের ফল অপরের স্কন্ধে চাপে না। প্রত্যেক কার্যের ফল ব্যক্তিকে নিজে বহন করিতে হয়। ইহাই আল্লাহর নিয়ম। সুতরাং হযরত ঈসা আঃ-এর অপরাধে এক ইহুদী সর্দারকে ক্রুশে বিদ্ধ করিতে দেওয়ার কথা আল্লাহতায়ালার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলিয়াছেন : —

اليس الله باحكم الحاكمين ٥

অর্থাৎ—"আল্লাহ্ কি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নহেন ?"

(সুরা ত্বীন)।

وهو خير الحاكمين ٥

অর্থাৎ—"এবং তিনি বিচারকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"

(সুরা আরাফ—১১শ রুকু)।

পাঠক! কোন মানবের পরিচয় ইহজগতে আমরা দেহের দ্বারা ঠিক করি। আত্মাকে আমরা দেখিতে পাই না। হযরত ঈসা আঃ এর রূহকে অপর দেহে সঞ্চারিত করিয়া সেই দেহকে ক্রুশে লটকাইতে ও তাহার মধ্যস্থিত নব সঞ্চারিত আত্মাকে মৃত্যুলাভ করিতে দিলে হযরত ঈসা আঃ-কে অপমান হইতে বঁাচানোর কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয় না। আল্লাহ্‌র কুদরতের মধ্যে নোঙরা ধোকাবাজির ছায়ার স্পর্শ মাত্র থাকে না। উহাতে থাকে গভীর জ্ঞানের পরিচয়। আল্লাহ্‌-তায়ালা নিজ নিয়মের বিরুদ্ধে ইহুদীদিগের সহিত এইরূপ কুদরতের ধোকা খেলিবার বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। তিনি মহান ও পবিত্র। পক্ষান্তরে সত্যই যদি এই প্রকার দেহ বদলি ঘটিয়া থাকিত, তাহা হইলে হযরত ঈসা আঃ-এর দেহধারী ইহুদী সরদার ক্রুশে নীত হইবার সময় নিশ্চয়ই চিৎকার করিয়া নিজ পরিচয় প্রকাশ করিয়া প্রাণ ভিক্ষা করিত। কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ ব্যক্তির মুখ হইতে "ইলি ইলি লেমাসাবাকতানি?" (মথি-২৭:৪৬) অর্থাৎ—"হে প্রভো, হে প্রভো, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?" কথাগুলি ক্রুশে নীত ব্যক্তির দেহস্থিত আত্মার পরিচয়কে প্রকাশ করিয়া দেহবলির সমস্ত সম্ভাবনাকে একেবারে ধুলিসাৎ করিয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র কোরআনের আয়াত মূলে মতভেদকারীদের ভ্রান্ত যুক্তি ও উহার খণ্ডন

পাঠক, এখন আসুন আমরা পবিত্র কোরআনে ঐ আয়াতগুলির আলোচনা করি, যেগুলিকে আশ্রয় করিয়া ভ্রান্তের দল হযরত ঈসা আঃ-এর বাঁচিয়া থাকা সপ্রমাণ করিতে চাহে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم - وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه - ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه يقينا - بل رفعه الله اليه - وكان الله عزيزا حكيما - وان من اهل الكتب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامة يكون عليهم شهيدا- (نساء ع ٢٣)

অর্থাৎ—"এবং তাহাদিগের (ইহুদীদিগের) দাবী, আমরা নিশ্চয়ই হত্যা করিয়াছি আল্লাহ্‌র নবী মরীয়ম তনয় ঈসা মসিহকে, অথচ তাহারা তাঁহাকে হত্যাও করে নাই, এবং ক্রুশে বিদ্ধ করিয়াও মারে নাই, পরন্তু তাহাদিগের নিকট তদসাদৃশ বা সন্দেহযুক্ত করা হইয়াছিল এবং যাহারা এ বিষয়ে মতভেদ রাখে, তাহারা নিশ্চয়ই উহার সম্বন্ধে

সন্দেহের মধ্যে আছে। তাহাদিগের উক্ত বিষয়ে সঠিক জ্ঞান নাই, পরন্তু তাহারা আন্দাজের অনুসরণ করে এবং তাঁহাকে তাহারা নিশ্চিত-ভাবে হত্যা করে নাই। পরন্তু আল্লাহ্ তাঁহাকে নিজের দিকে উর্ধ্ব-গতি দান করিয়াছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। এবং আহ্‌লে-কিতাবগণের মধ্যে কেহ নাই, পরন্তু সে তাহার নিজের মৃত্যুর পুর্বে তদুপরি [হযরত ঈসার] মৃত্যুতে নিশ্চয় ঈমান রাখে এবং তিনি কেয়ামতের দিবস তাহাদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবেন।"

(সূরা নেসা—২২ রুকু)।

এই আয়াতটি বুঝিবার জন্য ইহার মধ্যে বর্ণিত মতভেদের বিষয়বস্তু বুঝা প্রথম প্রয়োজন। সেই জন্য ইহা আমি প্রথমে বলিব। তাহা হইলে আয়াতটির অর্থ আপনা আপনিই পরিস্কার হইয়া যাইবে।

১। প্রতিশ্রুত ইলিয়াস ও ইয়াহিয়া আঃ অভিন্ন ও একই ব্যক্তি

আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ঈসা আঃ-কে বনি ইসরাঈলগণের নবী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

رسولا الى بنى اسرا ئيل— (العمران ع ٥)

অর্থাৎ—"[হযরত ঈসা আঃ] বনি ইসরাঈলের জন্য নবী।"

(সুরা এমরান—৫ম রুকু)।

কিন্তু ইহুদীগণ তাঁহাকে বিশ্বাস করে নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস না করার প্রধান কারণ ছিল মালাকী নবী আঃ-এর ভবিষ্যদ্বাণী।

তিনি বলিয়াছিলেন, "জানিয়া রাখ, আমি ইলিয়াস নবীকে প্রভুর [হযরত ঈসা আঃ-এর] মহান ও ভীতিপ্রদ দিবসের আগমনের পুর্বে প্রেরণ করিব।" (মালাকী ৪ : ৫)।

ইহুদীদিগের বিশ্বাস ছিল, হযরত ইলিয়াস নবী জীবিত অবস্থায় আকাশে গিয়াছেন এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি হযরত ঈসা আঃ-এর আগমনের লক্ষণ স্বরূপ তাঁহার পুর্বে আগমন করিবেন। যখন হযরত ঈসা আঃ নবুওতের দাবী করেন, তখন প্রশ্ন ওঠে হযরত ইলিয়াস নবী কোথায়?" "এবং তাঁহার অনুচরগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, রাবিগণ তবে কেন বলেন যে, ইলিয়াস প্রথম আগমন করিবেন?" এবং যিশু উত্তর দিলেন, নিশ্চয় ইলিয়াস প্রথম আগমন করা ও সব কিছু প্রতিষ্ঠিত করার কথা। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি সেই ইলিয়াস নিশ্চয়ই আবির্ভূত হইয়াছেন।" .. তখন অনুচরগণ বুঝিলেন, তিনি তাহাদিগকে দীক্ষাদাতা ইয়াহিয়া নবীর কথা বলিতেছেন।" (মথি—১৭ : ১০ - ১৩)।

"এবং তিনি তাঁহার [হযরত ঈসা আঃ-এর] পুর্বে আগমন করিবেন " (লুক—১ : ১৭)।

হযরত ঈসা আঃ হযরত ইয়াহিয়া নবী আঃ-কেই প্রতিশ্রুত ইলিয়াস বলিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ইহুদীগন বিশ্বাস করিতে পারে নাই। আকাশ হইতে যে নবীর অবতীর্ণ হওয়ার কথা—তিনি

না আসিয়া, অপর একজন তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন, ইহা কিরূপে হইতে পারে? আকাশ হইতে একজন নবীকে হযরত ঈসা আঃ সাক্ষীরূপে নামাইয়া আনিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার স্বজাতি ইহুদীগণ কর্তৃক তাঁহার নবুওতের দাবী প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল এবং আজও ইহুদীগণ বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্রন্দন দেয়ালের নিকট প্রত্যেক শনিবার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মিলিয়া সকাতরে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট হযরত ইলিয়াস নবীকে আকাশ হইতে প্রেরণ করিবার জন্য প্রার্থনা জানায়। ইহা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যে হযরত ঈসা আঃ আকাশ হইতে যে একজন নবীকে স্বীয় নবুওতের সাক্ষীরূপে নামাইয়া আনিতে পারেন নাই, মুসলমানগণের মধ্যে একদল সেই হযরত ঈসা আঃ-কে আজ স্বয়ং আকাশ হইতে নামিয়া আসিতে দেখিতে চাহে। নচেৎ তাহারা ইমাম মাহদী আঃ-কে মানিবে না। যে পথ অনুসরণ করিয়া ইহুদীগণ আপন জাতির শিরে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ্‌র অভিশাপকে ডাকিয়া আনিয়াছে, আজ মুসলমানগণের মধ্যে এক দল আল্লাহ্‌র রহমতের প্রতীক্ষায় সেই পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছে। যে পথ হইতে বাঁচিবার জন্য প্রত্যেক মুসলমান নামাজের মধ্যে দিনান্তে কম পক্ষে ৩০ বার غير المغضوب عليهم অর্থাৎ—"অভিশপ্তগণের (ইহুদীগণের) পথে আমাদিগকে চালাইও না"। (সূরা ফাতেহা) বলিয়া আল্লাহ্‌র নিকট নিবেদন করিয়া আসিতেছে, সেই পথে তাহারা আজ পুরস্কারের ধারা প্রবাহিত হইতে দেখিতে চাহে।

ফলতঃ হযরত ইয়াহিয়া নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর মূলে ইহুদীগণের হযরত ঈসা আঃ-এর মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্বন্ধে (নাউযু-বিল্লাহ) এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, খ্রীষ্টানদের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য এবং তাঁহাকে মানিবার দায় হইতে নিজেরাও মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে অন্যায় বিচারে রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাঁহাকে ক্রুশে মারিবার ব্যবস্থা করিল। কারণ যে তৌরাতের শরীয়তকে হযরত ঈসা আঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছিলেন, উহার বিধান মতে "যে ব্যক্তি ক্রুশে মারা যায় সে আল্লাহ্‌র নিকট অভিশপ্ত হয়।" (ডিউ-টারোনমি ২১ : ২৩)। ইহুদীগণের মধ্যে একদলের ধারণা হযরত ঈসা আঃ কে হত্যা করিয়া ক্রুশে দেওয়া হয়। (কার্যাবলি ৫ : ৩০)। কিন্তু বাকি সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টানের বিশ্বাস তিনি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন। তৌরাতের শরীয়ত অনুযায়ী উভয় অবস্থায় মৃত ব্যক্তি অভিশপ্ত হয়। ক্রুশ হইতে যাহাকে মৃত অবস্থায় নামান হয়, সেই অভিশপ্ত হয়। সুতরাং সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টানের মতে (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত ঈসা আঃ-এর অভিশপ্ত মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ এ বিষয়ে একমত হইয়াও এক বিশেষ মতভেদ রাখে। ইহুদীগণের বিশ্বাস, হযরত ঈসা আঃ (নাউযুবিল্লাহ্) ক্রুশে চিরতরে মারা গিয়া চির জাহান্নামি হইয়াছেন এবং তাঁহার ঊর্ধ্বগতি হয় নাই। সুতরাং তাঁহার নবুওতের দাবী বাতিল। পক্ষান্তরে খ্রীষ্টানগণ তাঁহার অভিশপ্ত মৃত্যুকে সাময়িক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া উহার উপর কাফফারা অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তবাদের আকিদা গঠন করিয়া তাঁহার সশরীরে ঊর্ধ্বগতি হইয়াছে বলিয়া নূতন এক ধর্ম স্থাপন করিয়াছে, যাহা হযরত ঈসা

আঃ-এর শিক্ষার বিষয়-ভুক্ত ছিল না। তাহারা বলিয়া থাকে, আদি মাতা হাওয়ার দ্বারা মানব জাতির রক্তে উত্তরাধিকার সূত্রের যে পাপ সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছে, বিনা প্রায়শ্চিত্তে উহার অভিশাপ হইতে মুক্তির উপায় নাই। তাই (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্‌র পুত্র হিসাবে হযরত ঈসা আঃ সকল বিশ্বাসীর পাপ আপন শিরে বহণ করিয়া উহার প্রায়শ্চিত্ত কল্পে ক্রুশে অভিশপ্ত মৃত্যুতে মারা গিয়া তিনদিন মাত্র দোযখ ভোগ করিয়া তৃতীয় দিবসে পুনরুত্থিত হইয়া সশরীরে স্বর্গে চলিয়া যান এবং সেখানে আজও খোদার দক্ষিণ হস্তের পার্শ্বে জীবিত বসিয়া আছেন। আশা করি পাঠক, এখন মতভেদের বিষয়বস্তু উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহুদীগণের দাবী হইতেছে হযরত ঈসা আঃ-এর রুহানী উর্ধগতি হয় নাই। তাহার উত্তরে খ্রীষ্টানদিগের দাবী হইতেছে যে, হযরত ঈসা আঃ সাময়িক অধোগতি ভোগ করিয়া সশরীরে উর্ধগতি লাভ করিয়াছেন। সুরা নেসার পূর্ব বর্ণিত আয়াতে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের এই মতভেদের মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, ইহুদীগণের কথামত হযরত ঈসা আঃ-কে কেহ হত্যা করে নাই বা তিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন নাই, যাহার ফলে তাঁহার চির অধোগতি লাভ হইতে পারে এবং খ্রীষ্টানগণের কথামত ক্রুশে সাময়িক ভাবেও তিনি প্রাণত্যাগ করেন নাই, যাহার ফলে তাঁহার সাময়িক অধোগতি লাভ ঘটে, পরন্তু ক্রুশে তিনি মৃত সদৃশ হইয়াছিলেন। মতভেদকারীগণ যাহা বলে তাহা শুধু আন্দাজের কথা। প্রকৃত জ্ঞান তাহাদিগের মধ্যে

কাহারও নাই। হযরত ঈসা আঃ-কে তাহারা নিশ্চিতভাবে কোন পন্থায় হত্যা করিতে পারে নাই। তাঁহার পরিণাম তাঁহাকে অধোগতিতে কোনরূপ অভিশপ্ত মৃত্যুতে দোযখে লইয়া যায় নাই, পরন্তু উর্ধগতিতে আল্লাহ্‌র দিকে লইয়া গিয়াছে। পুন্যাত্মাগণ সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র নিয়ম হইল:

ووقهم عذاب الجحيم (الدخان ৫৭)

এবং "তিনি তাহাদিগকে জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিবেন।"
(সূরা দুখান– ৩য় রুকু)

আল্লাহ্‌তায়ালা পূর্বোল্লিখিত আলোচ্য আয়াতে বলিয়াছেন যে, তিনি স্বীয় পরাক্রম দ্বারা তাঁহাকে অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়াছিলেন ও নবীসুলভ সম্মান-জনক মৃত্যু দিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার অধোগতি না হইযা উর্ধগতি লাভ হইয়াছিল। এ কার্যে আল্লাহ্‌র পরাক্রমের প্রকাশ কোন আজগুবি পথে পরিচালিত না হইয়া, যুক্তিসিদ্ধ পথেই হইয়াছিল। ইহার ফলে আহ্‌লে কিতাব-গণ অর্থাৎ—ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসা আঃ-কে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহাকে ক্রুশে নিহত কল্পনা করিয়া মতভেদ করিয়াছে। পরন্তু তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যু ক্রুশের ঘটনার পর হইয়াছিল। ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসা আঃ-কে ঈদৃশ অভিশপ্ত পন্থায় নিহত কল্পনা করার ভুল কেয়ামতের দিন বুঝিতে পারিবে। যে সকল ইহুদী হযরত ঈসা আঃ-কে অভিশপ্ত কল্পনা করিয়া ইহজগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, তাহারা আপন অভিশপ্ত হওয়ার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ

ভুল বুঝিবে এবং যে সকল খ্রীষ্টানয হযরত ঈসা আঃ-কে ত্রাণকর্তা বিশ্বাস করিয়া সকল পাপ অবাধে করিয়া গিয়াছে বা করিবে, তাহারা স্ব-স্ব কর্মের জবাবদিহি ও ফল ভোগের মধ্যে স্বীয় ভুল উপলব্ধি করিবে। এইভাবে হযরত ঈসা আঃ কেয়ামতের দিন উভয়েরই বিরুদ্ধে সাক্ষী হইবেন।

২। হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে আজগুবি ধারণা ও উহার খণ্ডন

আলোচ্য আয়াতের মধ্যে চারিটি অংশকে আশ্রয় করিয়া মুসলমান-গণের মধ্যে একদল হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে আজগুবি ধারণা পোষণ করিয়া থাকে।

(১) وما صلبوه —তাহারা সালাবু অর্থে ক্রুশে চাপান বলিতে চাহে। ইহা আরবী ভাষা সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক। ইহার অর্থ—ক্রুশে মারা। বিখ্যাত আরবী অভিধান পুস্তক 'আক-বর' ও 'লেন' দ্রষ্টব্য। ইহা ছাড়া ঘটনার সাক্ষী ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয়েই এ সম্বন্ধে একমত যে, হযরত ঈসা আঃ-কেই ক্রুশে চাপান হইয়াছিল এবং উহাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। ঈদৃশ মৃত্যুর উপরেই ইহুদীগণের ইহুদী থাকা ও খ্রীষ্টানগণের কাফফারার আকিদায় কায়েম থাকা নির্ভর করে। হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশে লটকান সম্বন্ধে কোন পক্ষের মতভেদ ছিল না। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। এরূপ প্রত্যেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিপরীত কোন কথা জগৎ গ্রহণ করিতে পারে না। পবিত্র কুরআনও কোন ঐতিহাসিক ঘটনার

বিপরীত কথা বলে না। তাহা হইলে পবিত্র কোরআন কোন যুক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করিত না। এখানে মতভেদের বিষয়, ক্রুশে মৃত্যু।

তৌরাতের নিয়মানুযায়ী কাহাকেও ক্রুশে চাপাইলে এবং জীবিত অবস্থায় নামাইয়া লইলে, সে অভিশপ্ত হয় না, পরন্তু কেহ ক্রুশে মরিলে বা কাহাকেও মারিয়া ক্রুশে লটকাইয়া মৃত অবস্থায় উহা হইতে নামাইলে, সে অভিশপ্ত হয়। উহারই সম্বন্ধে আল্লাহ মীমাংসা দিয়াছেন যে, হযরত ঈসা আঃ-এর এরূপ অভিশপ্ত মৃত্যু ঘটে নাই। ইহা দ্বারা ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ভুল ধারণার এক কথায় জবাব। ইহা সাব্যস্ত করিলেই ইহুদীগণ আর যুক্তিসঙ্গত ভাবে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণ খ্রীষ্টান থাকিতে পারে না এবং হযরত ঈসা আঃ-কে অভিশপ্ত বা খোদার পুত্র কিছুই বলা চলিবে না। উভয়কেই একাসনে দাঁড়াইয়া হযরত ঈসা আঃ কে নবী মানিতে হইবে। ইহাই আল্লাহর ফয়সালা।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাতের বিখ্যাত Daily Herlad নামক পত্রিকায় এক গুরুত্বপূর্ণ আবিস্কারের সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা 'The sunrise' পত্রিকায় ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। বায়তুল মোকাদ্দাস শহরের বাহিরে বেথলেহাম যাইবার পথের ধারে আরবগণ একটি ঘরের বুনিয়াদ খুঁড়িতেছিল। উক্ত বুনিয়াদের নীচে একটি পাথরের কফিনের মধ্যে হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশে লটকান সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দ্বারা

মর্মস্পর্শী ভাষায় লিখিত এক দলিল পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই লিখা আছে যে, হযরত ঈসা আঃ ক্রুশে মারা যান নাই। এই দলিলটি ক্রুশের ঘটনার মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। উহা হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক Elazar sukenik দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই দলিল হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশে বিদ্ধ করা এবং জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে ক্রুশ হইতে অবতরণ নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত করিয়াছে। ইহা হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে স্বর্গে বা আকাশে আরোহণের ধারণাকে একেবারে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং যাহারা 'ওমা সালাবু কথার অর্থ 'ক্রুশে লটকান হয় নাই' বলিতে চাহে, তাহাদিগের ধারণার খণ্ডন করিয়াছে।

(২) ولكن شبه لهم ইহার মধ্যে শুব্বেহা কথাটি প্রণিধান যোগ্য। "শুব্বাহ"-এর অর্থ 'সদৃশ' বা 'মত'। তদনুযায়ী উক্ত আয়াতাংশের অর্থ হয়—"পরন্তু তাঁহাকে সদৃশ করা হইয়াছিল তাহাদিগের (ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের) নিকট।" এখানে শুধু বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা আঃ-কে সদৃশ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে কাহার সদৃশ করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই। আলোচ্য আয়াতের পূর্বে বা পরে কোন মানুষের উল্লেখ না থাকায়, তাঁহাকে কোন ব্যক্তির সদৃশ করার কোনো প্রশ্ন উঠে না। এমন কি তাঁহাকে সদৃশ করার বিষয়ে কোনো অনির্দিষ্ট সর্বনাম পর্যন্ত ব্যবহার করা হয় নাই, যদ্বারা কোনো টিকাকারের পক্ষে পরোক্ষ ইঙ্গিত দ্বারাও

হযরত ঈসা আঃ-কে কোনো উহ্য ব্যক্তির সদৃশ করা সম্ভব। সুতরাং তাঁহাকে কোনো মানুষের সঙ্গে সদৃশ করার প্রশ্ন উক্ত আয়াতমূলে অচল। যখন ক্রুশে লম্বিত অবস্থায় কোনো মানুষের সহিত হযরত ঈসা আঃ-এর সদৃশ হওয়া বাতিল হইয়া গেল, তখন আয়াতের মধ্যেই পূর্বাপর বর্ণনার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আর কিসের সহিত তাঁহাকে সদৃশ করা সম্ভব, তাহা আমাদিগকে খোঁজ করিতে হইবে। পাঠক আসুন, আমরা আলোচ্য শব্দগুলির পূর্ব আয়াতাংশে মনোনিবেশ করি। সেখানে আমরা হযরত ঈসা আঃ-এর ক্রুশে মরার অস্বীকার ঘোষণা পাই। ইহুদী জাতির দাবী ছিল, তাহারা হযরত ঈসা আঃ কে ক্রুশে মারিয়া ফেলিয়াছে। খ্রীষ্টানদেরও ধারণা ছিল তিনি সাময়িকভাবে ক্রুশে মারা গিয়াছিলেন। আল্লাহ্‌তায়ালা তাই আলোচ্য আয়াতাংশে জানাইতেছেন যে উভয় জাতির দাবী ও ধারণা ভুল। ক্রুশে হযরত ঈসা আঃ-এর অবস্থা কেবল মৃতবৎ হইয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রুশে মরেন নাই। আলোচ্য আয়াত খণ্ডে এই মৃত অবস্থার সাদৃশ্যেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। এমতে

وما صلبوه و لكن شبه لهم

কথাগুলির অর্থ হইবে "তাঁহাকে ক্রুশে মারা হয় নাই, বরং (ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের নিকট) তাঁহাকে (ক্রুশে মরার) সদৃশ করা হইয়াছিল।" সুতরাং 'শুব্বেহার অর্থ হইবে, 'ক্রুশে মরার মত বা সদৃশ।' ইহা ব্যতিরেকে আরও একটি কথা প্রণিধান করিবার আছে। কোনো কথার পর 'ওলাকিন শব্দের ব্যবহার বর্ণিত কথার দোষ খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত

হয়। এখানে 'ওলাকিন' শব্দের পর 'শুব্বেহা' শব্দ 'ওলাকিন' শব্দের পূর্ববর্তী। 'সালাবু' শব্দের মধ্যে কথিত দোষ খণ্ডনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 'সালাবু' শব্দের মধ্যে হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য দোষের কথা ক্রুশে বিলম্বিত হওয়া নহে পরন্তু ক্রুশে মারা যাওয়া। সুতরাং সঙ্গতভাবে 'ওলাকিন' শব্দের পর যাহা বলিয়া পূর্ববর্তী শব্দের দোষ খণ্ডন করা প্রয়োজন, উহা ক্রুশে বিলম্বিত হন নাই বলিয়া নহে, পরন্তু ক্রুশে মারা যান নাই বলিয়া। ইহা একমাত্র 'ক্রুশে মরার মত বা সদৃশ হইয়াছিলেন' বলিলে হয়। সুতরাং ব্যাকরণ, ভাষা বর্ণনা ও ঘটনা যে কোন দৃষ্টিকোণ দিয়া ولكن شبه لهم কথাগুলির অর্থ দেখা যাউক, আমরা যাহা করিয়াছি উহাই সঙ্গত ও সঠিক যে, হযরত ঈসা আঃ-কে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের নিকট মৃতবৎ করা হইয়াছিল, ক্রুশে প্রকৃত মৃত্যু তাঁহার হয় নাই।

(৩) بل رفعه الله اليه: 'রাফা' শব্দের অর্থ উক্ত দলের মতে "আকাশে জীবিত অবস্থায় উত্তোলিত হইয়াছেন।" পবিত্র কোরআন স্বয়ং উহাতে ব্যবহৃত শব্দের জন্য উৎকৃষ্ট অভিধান। তৎপরে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর হাদিস। পবিত্র কোরআনে বা হাদিসে কোথাও 'রাফা' শব্দের ব্যবহার সশরীরে আকাশে যাওয়ার জন্য করা হয় নাই। পবিত্র কোরআনে আছে,

يرفع الله الذين امنوا منكم

অর্থাৎ—"তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে, আল্লাহ তাহাদিগকে রাফা দিবেন।" (সুরা মুজাদেলা—২য় রুকু)।

রাফা শব্দের অর্থ সশরীরে স্বর্গে যাওয়া হইলে, সকল মোমেনকে সশরীরে স্বর্গে যাইতে হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন মোমেনকে কি কেহ সশরীরে স্বর্গে যাইতে দেখিয়াছে ? শ্রেষ্ঠ মোমেন এবং নবীগণের সেরা হযরত মোহাম্মদ সাঃ দুই সেজদার মধ্যবর্ত্তী সময়ে ورفعني 'ওয়া-রফা'নী বা 'আমাকে রাফা দাও' বলিয়া আল্লাহ্‌র নিকটে দোয়া করিতেন। তাঁহার এই দোয়ার কবুলিয়ত সম্বন্ধে কি কেহ আপত্তি করিতে পারে ? উহা যদি কবুল হইয়া থাকে, তবে কিভাবে হইয়াছিল ? হযরত আলী রাঃ তাঁহার এক খোৎবায় বলিয়াছিলেন, "মহান আল্লাহ্ স্বীয় রসূল (মোহাম্মদ সাঃ-কে) আহ্বান করিলেন, এবং নিজের দিকে রাফা দিলেন"। (ফরুয়ে কাফি কেতাবুল রওযা— ১৪ পৃষ্ঠা)।

পাঠক ! তাঁহাকে কি আল্লাহ্ সশরীরে তুলিয়া লইয়াছিলেন ? সহি মোসলেমের হাদিসে আছে যে "من تواضع لله رفعه الله" "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য নত হয়, আল্লাহ্ তাহাকে রাফা দেন।" এখানেও সেই رفعه الله শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। আর এক হাদিসে পরিষ্কার আকাশে যাওয়া শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু তথাপি উহার অর্থ সশরীরে আকাশে যাওয়া নহে।

اذا تواضع العبد لله رفعه الله الى السماء السابعة
(كنز العمال)

অর্থাৎ— "যখন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য নত হয়, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাকে সপ্তম আকাশে রাফা দেন।" পাঠক ! আজ পর্যন্ত কি কাহাকেও এইরূপ সপ্তম আকাশে সশরীরে উত্তোলিত হইতে দেখিয়া-

ছেন? 'রাফা' শব্দের প্রকৃত অর্থ রুহানী উর্ধ্বগতি। পাঠক লক্ষ্য করিবেন, আমাদের আলোচ্য আয়াতে আসমান শব্দেরও ব্যবহার নাই। উহাতে শুধু اليه অর্থাৎ—"তাঁহার (খোদার) দিকে" বলা হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশে যাওয়া কিছুতেই সাব্যস্ত হয় না। আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজিত। আল্লাহ্র দিকে যাওয়া বলিতে সশরীরে আকাশে যাওয়া কিছুতেই বুঝাইতে পারে না। কোনো মুসলমানের মৃত্যু সংবাদ শুনিলে আমরা পবিত্র কোরআনের আয়াত

انا لله وانا اليه راجعون

অর্থাৎ— "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র এবং নিশ্চয়ই তাঁহারই দিকে আমরা ফিরিয়া যাইব"। (সূরা বকর, ১৯শ রুকূ) পাঠ করি। হে পাঠক! এখানেও সেই 'ইলায়হে' শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। আরও শুনুন, হযরত ঈসা আঃ বলিয়াছেন, "এবং কোন মানব আকাশে যায় নাই, পরন্তু সেই ব্যক্তি যে আকাশ হইতে অবতরণ করিয়াছে। (জন—৩ : ১৩)। আপনি কাহাকেও কি অদ্যাবধি আকাশ হইতে সশরীরে আসিতে বা সে দিকে সশরীরে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়াছেন? হযরত ঈসা আঃ কি সশরীরে আকাশ হইতে আসিয়াছিলেন? পাঠক! এ সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহ্র দিকে যাওয়ার অর্থ মৃত্যুর পর রুহানী উর্ধ্বগতি লাভ করা। হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে ইহুদীদিগের দাবী ছিল (নাউযুবিল্লাহ্) যে, তিনি আল্লাহ্র বিপরীত দিকে আধো-গতিতে দোযখে প্রবেশ করিয়াছেন। খ্রীষ্টানগণও তাহাদিগের এ

দাবীতে আংশিকভাবে যোগ দিয়াছিল। উভয় দলের দাবীর উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, হযরত ঈসা আঃ আল্লাহ্‌র বিপরীত দিকে অধোগতিতে দোযখ লাভ না করিয়া আল্লাহ্‌র দিকে গিয়াছেন, অর্থাৎ রুহানী উর্ধগতিতে স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য শুধু আল্লাহ্‌র দিকে উঠাইয়া লওয়া শব্দের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহাকে আজও সশরীরে জীবিত কল্পনা করা এক অযৌক্তিক ব্যাপার। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন :—

و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله اموا‌تا بل احياء عند ربهم يرزقون (العمران : ١٧٠)

অর্থাৎ—"যাহারা আল্লাহ্‌র পথে মারা গিয়েছে, তাহাদিগকে মৃত কল্পনা করিও না, পরন্তু তাহারা জীবিত; আল্লাহ্‌র সমক্ষে রিজ্‌ক প্রদত্ত হইতেছে। (সুরা এমরান— ১৭শ রুকু)।

আল্লাহ্‌র পথে অদ্যাবধি বহু মানব মারা গিয়াছে। হে পাঠক। তাহারা কি সশরীরে আজও আল্লাহ্‌র সমক্ষে জড়দেহসহ জীবিত এবং জড়খাদ্য আহার করিতেছে? কোন মুর্খেও ইহার এরূপ অর্থ করিবে না। সুতরাং আল্লাহ্‌র সমক্ষে জীবিত আহার করিতেছেন বলিয়া আল্লাহ্‌ যাহাদিগকে ঘোষণা করিতেছেন তাহারা যখন আজও বাঁচিয়া নাই তখন হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য শুধু উঠাইয়া লওয়া শব্দের ব্যবহার দেখিয়া, অথচ এখন আর তিনি আহার করেন না জানিয়া,

তিনি সশরীরে আকাশে বা স্বর্গে জীবিত অবস্থান করিতেছেন অর্থ করা ধর্মের পরিভাষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার পরিচায়ক বা সেরেফ হঠকারিতা বৈ আর কিছুই নহে।

আল্লাহ্‌তায়ালা জড় নহেন। তিনি وراء الورى অর্থাৎ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। আল্লাহ্‌র দিকে যাইতে হইলে জড়দেহ লইয়া যাওয়া যায়। না। দেহ ছাড়িয়া সূক্ষ্ম হইয়া দেহ বিমুক্ত আত্মা লইয়া তাঁহার নিকট যাইতে হয়। মরণের দ্বার পার না হইয়া আল্লাহ্‌র নিকট যাওয়া যায় না। সুতরাং হযরত ঈসা আঃ যখন আল্লাহ্‌র দিকে গিয়াছেন, তখন তাঁহাকে মৃত্যুর দ্বার পার হইয়া যাইতে হইয়াছে। আলোচ্য আয়াতে যখন এক মতভেদ সম্বন্ধে মীমাংসা দেওয়া হইয়াছে, তখন ইহাতে মতভেদের বহির্ভূত বিষয়ের উল্লেখ থাকিতে পারে না। ইহুদীরা এ প্রশ্ন করে নাই যে, হযরত ঈসা আঃ সশরীরে আকাশে যাইতে পারেন কি না। তিনিও এ দাবী করেন নাই যে, তিনি আকাশে যাইতে পারেন। এ প্রশ্ন বরং ইহুদীরা মোহাম্মদ সাঃ-এর নিকট পেশ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছিলেন যে, ইহা অসম্ভব। অথচ যাঁহার জন্য আকাশে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে বলিলে, যুক্তি ও ধর্ম শাস্ত্রের কি উন্নতি সাধন হয়? কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যখন কাহারও কোন প্রশ্নের উত্তর দেন, তখন তিনি প্রশ্নের সীমার মধ্যে থাকিয়াই জবাব দেন। সুতরাং আলোচ্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা যখন নিজেকে জ্ঞানী

৩—

বলিয়া ঘোষণা করিয়া মতভেদের মীমাংসা দিতেছেন, তখন নিশ্চয় তাঁহার উত্তর বিরুদ্ধবাদীদের বিতর্কের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ। ইহুদীদিগের দাবী ছিল যে, হযরত ঈসা আঃ-এর ক্রুশে মৃত্যু হওয়ায় (নাউযুবিল্লাহ) তাঁহার রুহানী উর্ধগতি হয় নাই। ইহার জবাবে খ্রীষ্টানগণ দাবী করে যে, তাঁহার রুহানী অধোগতি সাময়িক হইলেও, তাঁহার সশরীরে উর্ধগতি হওয়ায় তাঁহার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় নাই। আল্লাহ্ তায়ালা বলিতেছেন, কাহারও বিরুদ্ধে রুহানী অধোগতির অখ্যাতি তাহার জড়দেহের উর্ধগতির দাবী দ্বারা খণ্ডন হয় না। রুহানী অধোগতিতে শরীর যেমন অতলস্পর্শী পাতালে যায় না, রুহানী উর্ধগতিতে তেমনি শরীর আকাশে যাইতে পারে না। বস্তুতঃ বর্তমান ক্ষেত্রে হযরত ঈসা আঃ নবী হওয়ার কারণে ইহুদী-দিগের কথা মত চিরকালের জন্য বা খ্রীষ্টানদের কথামত মুহুর্তের জন্যও তাঁহার অধোগতি হইতে পারে না ও হয় নাই। তাঁহার রুহানী গতিতে কোথাও কিছুমাত্র কলঙ্ক বা কালিমা পড়ে নাই। ইহা নির্দ্দোষ রুহানী উর্ধগতি ছিল, যাহার সহিত শরীরের কোন সম্বন্ধ নাই। এইভাবে 'রাফা' শব্দের ব্যবহার দ্বারা আল্লাহতায়ালা ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয় জাতির ভুল সংশোধন করিয়াছেন।

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته

উপরে বর্ণিত দল উপরোক্ত আয়াতাংশের অর্থ "তাঁহার [হযরত ঈসা আঃ-এর] মৃত্যুর পুর্বে আহলে কিতাবগণ সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিবে" করিতে চাহে এবং এতদ্বারা ইহাই সাব্যস্ত করিতে

চাহে যে, যেহেতু অদ্যাবধি ইহা ঘটে নাই, সুতরাং ইহার জন্য হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমন অবশ্যম্ভাবী। ইহা যে একান্ত বিকৃত অর্থ তাহার প্রথম প্রমাণ এই যে, ইহা সত্য ও প্রকৃত অর্থ হইলে হযরত ঈসা আঃ-এর প্রথম আগমন হইতে দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত যত ইহুদী মারা গিয়াছে, তাহাদের সকলকে হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমনের সময় জীবিত হইয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিতে হইবে। নচেৎ অত্র আয়াতের দাবী অপুর্ণ রহিয়া যায়। এরূপ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং এই অর্থ অচল।

দ্বিতীয় প্রমাণ : পবিত্র কোরআনে এক আয়াতে বলা আছে :

وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة

অর্থাৎ—"এবং তোমার (হযরত ঈসা আঃ-এর) অনুসরণকারী-গণকে আমরা অস্বীকারকারিগণের (ইহুদীগণের) উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিব। (সুরা এমরান—৬ষ্ঠ রুকু।)

এই আয়াত হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে কেয়ামত পর্যন্ত একদল ইহুদী হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী থাকিয়া যাইবে। নচেৎ ইহুদীদিগের উপর হযরত ঈসা আঃ-এর অনুসরণকারীগণের কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকার কথা উঠে না। সুতরাং আলোচ্য আয়াতের যে অর্থ করিয়া একদল লোক হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমনের কথা সাব্যস্ত করিতে চাহে তাহা অচল ও ভ্রান্ত। উহার প্রকৃত অর্থ এই যে, হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশে বিদ্ধ অবস্থায় মৃতবৎ দেখাইলেও তিনি ক্রুশে মারা যান নাই। পরন্তু অন্য সময়ে পরে

তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে তাহাদের প্রকৃত জ্ঞান না থাকায়, তাহারা আন্দাজের মধ্যে থাকিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে যে, ক্রুশেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এইভাবে মুসায়ী শরীয়তের আহলে কিতাব, কি ইহুদী কি খ্রীষ্টান সকলেই হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার মৃত্যুর উপর ঈমান আনিয়া মতভেদ করিয়াছে। এখানে ঈমান শব্দটি প্রণিধান যোগ্য। এই শব্দটিকে আশ্রয় করিয়াই উপরে বর্ণিত দল ভুল অর্থ করিয়াছে। তাহারা ঈমান শব্দটিকে হযরত ঈসা আঃ-এর নবুওতের উপর প্রয়োগ করিয়া আলোচ্য আয়াতের অচল অর্থ করিয়াছে। কিন্তু এখানে ঈমান শব্দটি হযরত ঈসা আঃ এর জন্য ব্যবহৃত না হইয়া তাঁহার মৃত্যুর সম্বন্ধে হইয়াছে। হযরত ঈসা আঃ-এর ক্রুশে মৃত্যুর সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ধারণা সাধারণ ভাবের না হইয়া ঈমানের গণ্ডি-ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে। হযরত ঈসা আঃ-এর অভিশপ্ত মৃত্যুতে ঈমান না আনিলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে তাহাদিগের ধর্ম ত্যাগ করিতে হয়। এই ঈমানের ভিত্তিতে তাহারা ইহুদী বা খ্রীষ্টান। এই ঈমান উভয় দলকে বেঈমান ও বেদীন করিয়াছে। এই ভুল ঈমানই তাহাদিগের স্ব-স্ব ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার বুনিয়াদ। এখানে যে ঈমান শব্দটির ব্যবহার হইয়াছে, উহা প্রকৃত ঈমান নহে পরন্তু ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের ভ্রান্ত ঈমান। ইহারই খণ্ডন এ আয়াতে হযরত ঈসা আঃ-এর অভিশপ্ত মৃত্যু হয় নাই বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

এখন পাঠক দেখিলেন, আমাদের আলোচ্য আয়াতের মধ্যে যে চারিটি অংশ লইয়া বিরোধীগণ কুতর্ক করিতে চাহে, উহা একান্তই

অচল। হযরত ঈসা আঃ-এর রাফা যে তাঁহার স্বাভাবিক মৃত্যুর পর ঘটিয়াছিল, তাহার প্রমাণ আমরা পবিত্র কোরআনে পাই।

ومكروا ومكر الله - والله خير الماكرين ○ واذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة (آل عمران ع٦)

অর্থাৎ—"এবং তাহারা ষড়যন্ত্র করিল এবং আল্লাহ্ ও অভিপ্রায় করিলেন এবং আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ই উত্তম। আল্লাহ্ যখন বলিলেন, হে ঈসা (মুতাওয়াফিকা) আমি তোমকে ওফাত দিব এবং নিজের দিকে রাফা দিব এবং তোমার অস্বীকারকারীগণের দেওয়া অখ্যাতি হইতে তোমাকে পবিত্র করিব। এবং তোমার অনুসরণকারীগণকে তোমার অস্বীকারকারীগণের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিব।"

(সূরা আল এমরান—৬ষ্ঠ রুকু)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্‌তালা ইহুদীগণের ষড়যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া তাহাদের ষড়যন্ত্র খণ্ডনের জবাব দিয়াছেন। ইহুদীগণের ষড়যন্ত্র ছিল :

১। হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশে মারা।

২। ক্রুশে মারার কারণে অধোগতিতে তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) অভিশপ্ত ও জাহান্নামী হইয়াছেন সাব্যস্ত করা।

৩। তাঁহাকে (নাউযুবিল্লাহ্) জারজ ঘোষণা করা।

৪। পরিণামে তাঁহাকে অনুগামী-শূন্য করা।

ইহারই উত্তরে আল্লাহ্‌ত'লা জবাব দিয়াছেন।

১। ইহুদীরা তাঁহাকে ক্রুশে মারিতে পারিবে না। আমি স্বয়ং তাঁহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু দিব।

২। তাঁহার আত্মার উর্ধগতি দিয়া তাঁহাকে জান্নাতবাসী করিব।

৩। উক্তভাবে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহার সত্যতা ও জন্মের পবিত্রতা সাব্যস্ত করিব।

৪। তিনি অনুগামীশূন্য হইবেন না, পরন্তু তাঁহার অনুগামী-গণকে কেয়ামত পর্যন্ত ইহুদীগণের উপর প্রবল রাখিব।

আলোচ্য আয়াতের 'মুতাওয়াফ্‌ফিকা' শব্দের অর্থ বুখারী, আমাখশরী, ইবনে আব্বাস, ইমাম মালেক, ইমাম ইবনে হাকাম, ইমাম ইবনে কাইয়েম, কাতাদা ওহ্‌হাব ইত্যাদি সকলেই "আমি তোমাকে মৃত্যু দিব" করিয়াছেন। পাঠক ! দেখিতেছেন অত্র আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা কেমন স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে হযরত ঈসা আঃ এর 'রাফা' তাঁহার মৃত্যুর পর হইবে। সে রাফার স্বরূপ বিরুদ্ধবাদীগণের দেওয়া অখ্যাতি পবিত্র করার অঙ্গীকারের মধ্যে আল্লাহ্‌তায়ালা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ—তাঁহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা এইরূপ মৃত্যু দানের কথা বলিতেছেন, যাহার ফল তাঁহাকে অভিশপ্ত না করিয়া আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য দান করে। তাহার প্রমাণস্বরূপ আল্লাহ্‌তালা বলিতেছেন যে, তিনি হযরত ঈসা আঃ-এর অনুসরণকারীগণকে ইহুদী-গণের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল রাখিবেন। মিথ্যাবাদীর অনুসরণ-

কারীগণ কখনও সত্যের অনুসারীগণের উপর প্রবল হইতে পারে না।
হযরত ইসা আঃ আজ দুই হাজার বৎসর হয় গত হইয়াছেন। কিন্তু এই দুই হাজার বৎসরের মধ্যে ইহুদীরা বুদ্ধিতে, জ্ঞানে অর্থে ও বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও কখনও হযরত ঈসা আঃ-এর অনুসরণকারী-গণের উপর প্রবল হয় নাই। ঈদৃশভাবে আল্লাহ্‌তা'লা অদ্যাবধি তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া হযরত ঈসা আঃ-এর নবুওতের সত্যতার সাক্ষ্য দিয়া তাঁহার উপর দেওয়া অভিশপ্ত মৃত্যুর অখ্যাতি হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার নবুওতের দাবী মিথ্যা হইলে খ্রীষ্টানগণ কখনও ইহুদীগণের উপর আধিপাত্য লাভ করিতে পারিত না। সুতরাং পাঠক বুঝিলেন আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ঈসা আঃ-এর সম্বন্ধে যে অখ্যাতি খণ্ডন করিতেছেন, তাহা তাঁহার মৃত্যু নহে বা আকাশে না যাওয়া নহে, পরন্তু কতল হওয়া বা ক্রুশে মারা যাওয়ার। স্বাভাবিক মৃত্যু হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য কোন অখ্যাতি নহে। কারণ তিনিও একজন মরণশীল মানব। তাঁহার জন্য অখ্যাতি হইতেছে অভিশপ্ত মৃত্যু। উক্ত অখ্যাতি হইতেই তাঁহাকে মুক্ত করার কথা এবং অত্র আয়াত দ্বারা আল্লাহ্‌-তায়ালা তাঁহাকে সেই অখ্যাতি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। অযুক্তির ধারায় নহে, পরন্তু যুক্তির ধারায়। আল্লাহ্‌র স্বভাব জন্য মৃত্যুর কথা অখ্যাতি ও মানবের জন্য অনাহারে ও অনবলম্বনে না মরিয়া হাজার হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকা একযোগে তাহার ও আল্লাহ্‌র উভয়ের বিরুদ্ধে অখ্যাতি। কিন্তু হায়! একদল মুসলমান এই স্পষ্ট কথাও বুঝিতে চাহে না।

পবিত্র কোরআনে আলোচ্য আয়াত হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের মতভেদ ও ভ্রান্তি দুর করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপ। পবিত্র কোরআনে বিশ্বাসী একদল আবার স্বয়ং ভ্রান্তিতে নিপতিত হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে এই মীমাংসার কথা তাহাদিগকে বলিলে, তাহারা মহা গোলমাল পাকাইতে থাকে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদিগের ঈদৃশ আচরণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন :—

ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون

(الزخرف ৫৮)

"এবং যখন ইবনে মরিয়মের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তখন দেখ, তোমার [হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর] জাতি উহাতে কিরূপ ভীষণ চেঁচামেচি করিতে থাকে ?" (সূরা যুখরাফ—৬ষ্ঠ রুকু)।

হে পাঠক ! হযরত ঈসা আঃ-এর কোন্ দৃষ্টান্তের কথায় মুসলমানগণের মধ্যে একদল ভীষণ চেঁচামেচি করে, ইহা কি আজ কাহারও অজানা আছে ?

৩। ওফাতে ঈসা আঃ সম্বন্ধে অন্যান্য কোরআনী আয়াত

আসুন পাঠক ! এখন আমরা পবিত্র কোরআনে লিখিত হযরত ঈসা আঃ-এর এন্তেকাল হওয়া সম্বন্ধে অপরাপর আয়াতের আলো-

চনা করি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ কেয়ামতের দিনে হযরত ঈসা আঃ-কে জিজ্ঞাসা করিবেন—

وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس
اتخذوني وأمي إلٰهين من دون الله - قال سبحانك
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته
فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك - إنك
أنت علام الغيوب ۝ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به
أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما
دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم
وأنت على كل شيء شهيد ۝ (المائدة ع ١٦)

অর্থাৎ "এবং যখন আল্লাহ বলিবেন, "হে মরিয়ম তনয় ঈসা, তুমি কি জনগণকে বলিয়াছিলে. 'আমাকে এবং আমার মাতাকে দুই খোদা হিসাবে গ্রহণ কর আল্লাহ ছাড়া'? সে উত্তর দিবে, 'তুমি পবিত্র, যাহা আমার বলিবার অধিকার নাই; উহা আমি কখনই বলি নাই। যদি আমি বলিয়া থাকিতাম, তাহা হইলে তুমি উহা নিশ্চয় জানিতে। তুমি আমার মনের কথা জান এবং আমি তোমার মনের কথা জানি না। একমাত্র তুমিই সকল গোপন বিষয় অবগত আছ। আমি তাহাদিগকে বলি নাই কিন্তু যাহা বলিতে আদেশ দান করিয়াছ অর্থাৎ এই যে, আল্লাহর ইবাদত কর, যিনি আমার রাব্ব্ এবং তোমাদের রব্ব্। এবং আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ও পরিদর্শক ছিলাম যতদিন আমি তাহাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিলাম। তারপর যখন তুমি আমাকে

ওফাত দিলে তখন একমাত্র তুমিই তাহাদের পরিদর্শক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, তুমি সবকিছুর উপর সাক্ষী ও পরিদর্শক।"

(সূরা মায়েদা, ১৬শ রুকু)।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় খ্রীষ্টান ধর্মে একাধিক খোদার পূজা হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পর দেখা দিবে। সমস্ত জগৎ ইহার সাক্ষী যে, এ ব্যাধি হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর আগমনের পূর্বেই খ্রীষ্ট ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। আজ প্রায় দুই হাজার বৎসর ধরিয়া খ্রীষ্টানগণকে হযরত ঈসা আঃ ও তাঁহার মাতাকে খোদা বলিয়া পূজা করিতে দেখিয়া একমুখে পবিত্র কোরআনে পাঠ করা যে, খ্রীষ্টানগণের ঈদৃশ পূজা ও বিকৃতি হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পর ঘটিবে ও অপর মুখে ভিত্তিহীনভাবে ঘোষণা করা যে, হযরত ঈসা আঃ আজও জীবিত আছেন, এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় ? ইহা কি পবিত্র কোরআনে লিখিত ইহুদীদিগের ন্যায় আচরণ নয় যে "তাহারা বলিল :

قالوا سمعنا وعصينا (البقرة ৭।০)

আমরা শুনিলাম এবং অমান্য করিলাম।" (সূরা বকর-১১শ রুকু)

পক্ষান্তরে হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমন হইলে এবং সকল ইহুদী ও খ্রীষ্টান তাহার উপর ঈমান আনিলে, তাহাদিগের সকলেরই ভুল আকিদা সংশোধিত হইয়া যাইবে এবং এইরূপ হইলে ঈসা আঃ-ও কেয়ামতের দিনে বলিতেন যে, যদিও প্রথম আগমণের পর তাহার উম্মত খারাপ হইয়াছিল, কিন্তু দ্বিতীয় আগমনে তিনি তাহাদিগকে

সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা না বলিবার কারণ কি? কেয়া-মতের দিন (নাউযুবিল্লাহ্) হযরত ঈসা আঃ কি তবে আল্লাহ্ তায়ালার নিকট মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন?

পবিত্র কোরআনে লিখিত আছে:

وما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل

"মরিয়মের পুত্র মসিহ আল্লাহ্‌র রসুল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহেন এবং তাহার পূর্ববর্তী রসুলগণের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে।"
(সুরা মায়েদা —১০ম রুকু)

পবিত্র কোরআনে অপর একস্থানে লিখিত আছে,

وما محمد الا رسول ج قد خلت من قبله الرسل افائن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم -

"হযরত মোহাম্মদ সাঃ রসুল ব্যতিরেকে আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ববর্তী রসুলগণের নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়াছে। যদি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যান বা নিহত হন, তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে?"
(সুরা আলে এমরান—১৫শ রুকু)।

এখানে উভয় আয়াতেই 'খালাত' শব্দের অর্থ আমরা লিখিয়াছি 'মৃত্যু হইয়াছে'। অনেকে ইহার সাহিত্যিক অর্থ 'অতীত হইয়াছেন' করিয়া কথার মারপ্যাঁচ খেলাইয়া হযরত ঈসা আঃ-কে আজও

বাঁচাইয়া রাখিবার বিফল প্রয়াস করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ণিত আয়াত-টিতে খালাত শব্দের পর "যদি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যান বা নিহত হন" কথাগুলি 'খালাত' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে। এই আয়াতে খোদাতা'লা স্বয়ং 'খালাত' শব্দের অর্থ মৃত্যু জানাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং খোদাতায়ালার বলিয়া দেওয়া অর্থের বিপরীত কাহারও মনগড়া অর্থ অচল। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বর্ণিত আয়াতে ওহোদের যুদ্ধে হযরত মোহাম্মদ সাঃ সম্বন্ধে নিহিত হওয়ার ভ্রান্ত সংবাদে মুসলমানগণের ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্ তায়ালা যুক্তি দ্বারা বুঝাইতেছেন যে, মুসলমানদের জন্য জেহাদে বা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার জন্য যদি হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর চিরকাল বাঁচিয়া থাকা দরকার, তাহা হইলে তাহাদিগের জ্ঞান লাভ করা উচিত যে, অতীতের নবীগণের মধ্যে কেহ এইরূপ জীবিত নাই। তাহারা সকলেই মৃত। এই আয়াতে মুসলমানগণকে আল্লাহ্ তায়ালা প্রশ্নচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন যে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ অতীতের সকল নবীর ন্যায় মরণশীল, বিধায় তিনি যদি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যান বা নিহত হন, মুসলমানদের তজ্জন্য পশ্চাদপদ হওয়ার কোন কারণ নাই। অতীতের কোন জাতি তাহাদিগের নবীর মৃত্যুর কারণে ধর্মত্যাগ বা যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে নাই সুতরাং মুসলমানগণই বা কেন তাহা করিবে? এখন পাঠক দেখুন যদি হযরত ঈসা আঃ বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই আয়াতের মধ্যে মুসলমানগণের জন্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার যে যুক্তি বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিরর্থক হইয়া যায় এবং এই আয়াত নাযেল হওয়ার

কোন অর্থ হয় না। ঠিক একই ভাবে প্রথমোক্ত আয়াতে হযরত ঈসা আঃ-এর পূর্ববর্তী নবীগণের মৃত্যুর দলিল দিয়া আল্লাহ্ তায়ালা ইহাই জানাইয়াছেন যে, হযরত ঈসা আঃ আজও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। এই আয়াতের পরবর্তী কথাগুলি তাঁহার মৃত্যুকে একেবারে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে।

وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف
نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ٥

"এবং তাঁহার মাতা সিদ্দিকা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আহার করিতেন. দেখ কেমন করিয়া আমরা আয়াতসমূহ তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বলি, তৎপর তাহারা কেমন করিয়া ফিরিয়া যায়।

(সুরা মায়দা—১০ম রুকু)।

হযরত ঈসা আঃ-এর, তাঁহার মাতার ন্যায় বর্তমানে আহার বন্ধ হওয়ার মধ্যে তাঁহার মৃত্যুর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়া আল্লাহ্ এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন যে এরূপ সহজ সত্যের দিক হইতেও একদল মুসলমান ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে জীবিত কল্পনা করিবে। এতদ্ব্যতিরেকে হযরত ঈসা আঃ জীবিত থাকিলে প্রথমোক্ত আয়াতটিতে হযরত ঈসা আঃ-এর পূর্ববর্তী নবীগণের মৃত্যুর কথা বলার পর, দ্বিতীয় বর্ণিত আয়াতে হযরত ঈসা আঃ যিনি হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর ঠিক পূর্ববর্তী নবী তাঁহার জীবিত থাকা বিষয়ে উল্লেখ না থাকিলে দ্বিতীয় আয়াত অপ্রাসঙ্গিক ও অকেজো হইয়া যায়। পাঠক. আরও শুনুন হযরত

মোহাম্মদ সাঃ-এর মৃত্যুর পর সকল সাহাবা যে বিষয়ে বিনা আপত্তিতে একমত ছিলেন তাহা এই যে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর পূর্বের কোন নবী জীবিত নাই। সাহাবার এইরূপ সর্ববাদী সম্মত একমতকে ইসলামী পরিভাষায় এজমা কহে। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর মৃত্যু ঘটিলে হযরত উমর রাঃ তরবারী নিষ্কাষিত করিয়া বলেন, "যে কেহ বলিবে যে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ মারা গিয়াছেন, আমি তাহার শির লইব। হযরত মুসা আঃ যেরূপ ৪০ দিবস পরে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি অল্পকাল মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন।" এখানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, হযরত ঈসা আঃ-এর জীবিত থাকা যদি ইসলামের শিক্ষা হইত তাহা হইলে হযরত উমর রাঃ আলোচ্য ক্ষেত্রে হযরত মুসা আঃ-এর কোহতুর যাওয়ার সহিত সাদৃশ্যবিহীন দৃষ্টান্ত দেওয়ার পরিবর্তে হযরত ঈসা আঃ-এর স্বর্গে জীবিত থাকার সাদৃশ্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দিতেন। হযরত মুসা আঃ ইহুদীগণের নিকট নিজ দেহ রাখিয়া কোহতুরে যান নাই। কিন্তু হযরত ঈসা আঃ এর দেহখানি ক্রুশের ঘটনার পর ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণের নিকট রহিয়া গিয়াছিল। হযরত উমর রাঃ-এর এবংবিধ গুরুতর অবস্থা অবলোকন করিয়া হযরত আবু বকর রাঃ তাঁহাকে ও মদিনার সমগ্র জামাতকে একত্রীভূত করিয়া হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর মৃত্যু সম্যক উপলব্ধি করাইবার জন্য উর্ধে বর্ণিত পবিত্র কোরআনের "এবং মোহাম্মদ রসুল ব্যতিরেকে কিছুই নহেন, তাঁহার পুর্ববর্তী রসুলগণের মৃত্যু হইয়াছে। যদি তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যান বা নিহত হন, তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিবে?" সুরা এমরান ১৫শ

রুকু আয়াত পড়িয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া হযরত উমর রাঃ-এর হস্ত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িয়া গেল এবং তিনি বুঝিলেন যে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনি শান্তভাব ধারণ করিলেন। হযরত উমর রাঃ বলিয়াছেন যে, যখন তিনি হযরত আবুবকর রাঃ-কে এই আয়াত পাঠ করিতে শুনিলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যেন এই আয়াত এই মাত্র নাযেল হইল এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া হস্ত হইতে তরবারি স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। যদি হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর এই শিক্ষা হইত যে, হযরত ঈসা আঃ বাঁচিয়া আছেন, তাহা হইলে হযরত উমর রাঃ-এর ন্যায় তার্কিক ব্যক্তি বা সমস্ত সাহাবা কখনও হযরত আবু বকর রাঃ-এর কথা বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইতেন না। তাহারা নিশ্চয় প্রশ্ন তুলিতেন যে হযরত ঈসা আঃ যখন জীবিত আছেন, তখন নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাঃ কেন মৃত্যু লাভ করিবেন? কিন্তু সেরূপ প্রশ্ন কেহ করেন নাই এবং সকলেই মানিয়া লইয়াছিলেন যে, পূর্ববর্তী সকল নবীর ন্যায় হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এরও মৃত্যু হইয়াছে। ইহাই ইসলামে প্রথম এজমা।

পবিত্র কোরআনে সূরা মরিয়মে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ঈসা আঃ বলিতেছেন:

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَوٰةِ وَالزَّكَوٰةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

"এবং আমি যতদিন জীবিত থাকি, আমার উপর নামায পড়িবার ও যাকাত দিবার আদেশ আছে।

(সূরা মরিয়ম—২য় রুকু।)

হযরত ঈসা আঃ জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে নামায পড়িতে হইবে। তিনি এখন কোন্ ধর্মানুমোদিত নামায পড়িবেন? তৌরিতের না কোরআনের? তৌরিত আজ অচল। প্রথমে আসমানে কোন আইন রদ হয়, পরে উহা পৃথিবীতে ঘোষিত হয়। সুতরাং জীবিতের জন্য তৌরিতের নামায আসমানেও অচল। কিন্তু কোরআনের শিক্ষাও হযরত ঈসা আঃ-এর জানা নাই। কে তাঁহাকে ইসলামী নামায শিখাইবে? কোন্ দিকে তাঁহার কেবলা হইবে? যাকাত তিনি কাহাকে দিতেছেন? যাকাত লইবার জন্য জীবিত অপর কোন ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে বা পূর্বে আকাশে যায় নাই। অর্থই বা তিনি কোথায় পাইবেন যাহা হইতে তিনি যাকাত দিবেন? যদি তিনি স্বর্গে গিয়া থাকেন, তাহা হইলে আরও বিপদ। সেখানে যাকাত লইবার কোন লোক নাই। সুতরাং জীবিত অবস্থায় তাঁহার জন্য আকাশে বা স্বর্গে যাওয়া নির্দিষ্ট থাকিলে, উক্ত আয়াতটিতে বা পবিত্র কোরআনের অপর কোন স্থানে ইহা নিশ্চয়ই বলা থাকিত যে, যতদিন তিনি পৃথিবীতে জীবিত অবস্থান করিবেন, ততদিন তাঁহার জন্য নামায ও যাকাতের ব্যবস্থা বলবৎ থাকিবে এবং আকাশে অবস্থান কালে তিনি কি করিবেন তাহারও উল্লেখ থাকিত। কারণ তিনি আজিও জীবিত থাকিলে, তাঁহার আকাশ বাসের কাল অতি দীর্ঘ হওয়ায়, সে সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও বর্ণনা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। আরও মুস্কিল, তিনি নামিয়া আসিলে কাহার নিকট কোরআন হাদীস ও ইসলামের বিধান শিখিবেন? যদি কেহ বলেন কোন আলেমের নিকট, তাহা হইলে

বিষয়টি একাণ্ড খেলো হইয়া যায়। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। এত দীর্ঘকাল যাবত একজন নবীকে আকাশে রাখিয়া তাঁহাকে তথা হইতে নামাইয়া আনিয়া এক মৌলবীর ছাত্র করিয়া দেওয়া একান্তই অশোভন কথা। এরূপ হইলে হযরত ঈসা আঃ-এর আর আগমনের প্রয়োজন কি? যাহার আড়ম্বর এত বিরাট, তাঁহার পরিণাম এত ক্ষুদ্র কেন? এ কাজ সেই মৌলবীর দ্বারা হইতে পারিত। আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কার্যে হিকমত থাকে। বৃদ্ধ হযরত ঈসা আঃ-কে কোন মৌলবীর ছাত্র করার কথা সত্য হইলে, ইহাতে কি হিকমত থাকিতে পারে, পাঠক কি আমায় বলিতে পারেন? ইহা অপেক্ষা একাজ স্বাভাবিক ভাবে একজন সেই যুগের কোন মানবের দ্বারা হইতে পারে। হাজার হাজার বছরের পুরাণ একখানি দেহ বা আত্মার মধ্যে এমন কি আকর্ষণ বা বিশেষত্ব আছে যাহার জন্য তাঁহার আগমন অপরিহার্য্য? আল্লাহ কি তাঁহার ন্যায় শক্তি-সম্পন্ন কোন নবী সৃষ্টি করিতে অক্ষম? হে পাঠক, আল্লাহ্‌র কুদরত দেখানোর জন্য যদি ইহার প্রয়োজন আছে বলেন তাহা হইলে এ কুদরত যে খোদার সৃষ্টি করার কুদরতের মূলে কুঠারাঘাত করে, তাহা কি চিন্তা করিয়াছেন? কোন কোন বন্ধু বলেন হযরত জিবরাইল আঃ আসিয়া হযরত ঈসা আঃ-কে ইসলাম শিখাইবেন। এরূপ হইলে ইসলাম ধর্মকে দ্বিতীয়বার নাযেল করিতে হয় এবং শানে নযুল ঠিক রাখিবার জন্য পুরাতন সব ঘটনা আবার ঘটিতে হয়। ইহাতে হযয়ত ঈসা আঃ দ্বিতীয় হযরত মোহাম্মদ সাঃ হইয়া পড়েন। কিন্তু বন্ধুবরেরা দেখেন না যে, ইহাতে আর এক

বিরাট বাধা আছে। হযরত ঈসা আঃ-এর মাতৃভাষা ছিল হিব্রু এবং ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরআন নাযেল হইয়াছিল আরবীতে। দুর্ভাগ্যবশতঃ অদ্যাবধি কেহ হিব্রু ভাষায় পবিত্র কোরআনের তরজমাও করেন নাই। হিব্রু আজ কোন জাতির কথিত ভাষা নহে এবং এ ভাষা মৃত। অতএব হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য পবিত্র কোরআনকে হিব্রু ভাষায় আজ তরজমা করিয়া দিবারও কেহ নাই। পাঠক, মীমাংসা করুন হযরত ঈসা আঃ নাযেল হইয়া মাদ্রাসায় আরবী শিখিয়া হযরত জিবরাইল আঃ-এর নিকট ইসলাম শিক্ষা করিবেন, না হিব্রু ভাষায় তাঁহার নিকট পবিত্র কোরআন নাযেল হইবে? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন :—

وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم

"এবং আমরা প্রেরণ করি নাই কোন নবীকে পরন্তু তাঁহার কওমের ভাষা দিয়া, যেন সে তাহাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে পারে।" (সূরা ইব্রাহীম—১ম রুকু)।

হিব্রুভাষী মানুষ দুনিয়ায় নাই। পাঠক, এখন ঠিক করুন হযরত ঈসা আঃ কোন্ জাতির জন্য আসিবেন, কথা বলার লোক কোথায় পাইবেন এবং কি ভাষায় তাঁহাকে ইসলাম প্রচার করিতে হইবে এবং কিভাবে তিনি তাহা শিখিবেন?

হযরত মোহাম্মদ সাঃ স্বয়ং হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন। হযরত আয়েসা রাঃ হইতে এক হাদিসে বর্ণিত আছে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ মৃত্যু শয্যায় হযরত ফাতেমা রাঃ-কে বলিয়াছেন :—

عن عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذى توفى فيه لفاطمة ان جبرائيل كان يعارضنى القران فى كل عام مرة وانه عارضنى فى هذا العام مرتين واخبرنى انه لم يكن نبى الا عاش نصف الذى قبله واخبرنى أن عيسى ابن مريم عاش مائة وعشرين سنة ولا ارانى الا ذاهبا على رأس ستين—

(المواهب اللدنية قسطلانى جلد ١ صفحه ٤٢ طبرانى عن فاطمة الزهراء — بحواله حجج الكرامه صفحه ٤٢٨ وقال رجاله ثقات ومن طرق — ابن كثير جلد ٢ صفحه ٢٤٢ — اصابة فى شرح الصحابة جلد ١٠٧ — زير لفظ عيسى — كماليين مجتبائى برحاشيه جلالين زير آيت متوفيك كنز العمال صفحه ١٢٠)

"জীবরাইল আঃ প্রত্যেক বৎসর আমাকে একবার কোরআন শুনাইতেন, কিন্তু এ বৎসর দুইবার শুনাইয়াছেন। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছেন, কোন নবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু যাহার আয়ু পূর্ববর্তী নবীর অর্ধেক হইয়াছে। তিনি ইহাও আমাকে সংবাদ

দিয়াছেন যে হযরত ঈসা আঃ একশত কুড়ি বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং আমার মনে হয় আমার আয়ুষ্কাল ৬০ বছরের নিকট কিছু হইবে।" (মুয়াহেবে লাদ্দুনীয়া—কাসতলানী লিখিত প্রথম খণ্ড—৪২ পৃষ্ঠা তীবরাণী হাকেম মুস্তাদরিক কঞ্জুল উম্মাল ও তফসীরে জালালাইনের হাশিয়াতেও এই হাদিসটি আছে।) এই বর্ণনার মধ্যে জীবরাইল আঃ প্রদত্ত সংবাদটি ইলহামী। হযরত ঈসা আঃ এর আয়ুর কথা হযরত মোহাম্মদ সাঃ নিজের তরফ হইতে এ হাদিসে কিছু বলেন নাই, পরন্তু হযরত জীবরাইল আঃ তাঁহাকে যাহা জানাইয়াছিলেন তিনি তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অবগত আছি, হযরত ঈসা আঃ-এর জীবনে ক্রুশের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল ৩৩ বৎসর বয়সে। অতএব উক্ত হাদিস হইতে বুঝা যায় যে, তিনি আরও ৮৭ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহা জানিবার জন্য আমাদিগকে কিছু পুরাতন কাহিনী আলোচনা করিতে হইবে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ব্যাবিলনের রাজা নাবুখত নাসর বনি-ইসরাইলগণকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যায়। পরে মুক্ত হইয়া তাহাদের মধ্যে ১০টি বংশ আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে আসিয়া বসবাস করে ও দুইটি বংশ পুনরায় ফিলিস্তিনে চলিয়া যায়। আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র ইহুদী জাতিকে হেদায়েত করিবার জন্য হযরত ঈসা আঃ-কে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ঈসা আঃ-এর সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ورسولا الى بنى اسرائيل (সুরা এমরান—৫ম রুকু)

অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ-কে বণি ইসরাইলগণের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। বাইবেল হইতেও আমরা দেখিতে পাই হযরত ঈসা আঃ বলিয়াছেন যে, তিনি বনি ইসরাইলের হারান মেষের উদ্ধারের জন্য আসিয়াছিলেন। (মথি ১০ : ৫ – ৬ ; ১৫ : ২৪)। তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল ফিলিস্তিনে। কিন্তু তখন বনি ইসরাইলের ১০টি বংশের হারান মেষ ছিল আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে। সুতরাং ফিলিস্তিনের ইহুদীগণ যখন তাঁহাকে ক্রুশে দিয়া মারিবার বন্দোবস্ত করিল, তখন তাহাদিগের মধ্যে তাঁহার কার্য সমাপ্ত হইয়া গেল। ইহার পর তাঁহার প্রেরিতত্ব সম্পূর্ণ করিবার জন্য আফগানী ও কাশ্মীরী ইহুদী-গণকেও তাঁহার বাণী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং তিনি উহা সম্পাদনও করিয়াছিলেন। তাঁহার হিজরতের কাহিনী সংক্ষেপে এইরূপ। হযরত ঈসা আঃ-কে শুক্রবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ক্রুশে চাপান হয় এবং ইহার কয়েক ঘণ্টা পর ইহুদীগণের সাবাত বা শনিবারের রাত্রি পড়ে। সাবাতে কোন প্রাণীহত্যা করা বা কাহাকেও ক্রুশে রাখা ইহুদী শরিয়তে নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য তাঁহাকে ঘণ্টা তিনেক মাত্র ক্রুশে রাখিবার পর, যখন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা ও অন্ধকার দেখা দিল, তখন অজানা ভয়ে সাবাতের সন্ধ্যা আসিবার পূর্বেই তাঁহাকে ক্রুশ হইতে মুর্ছিত অবস্থায় নামাইয়া লওয়া হয়। তাহার সহিত দুইজন চোরকেও ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদিগকেও নামান হয় এবং তাহাদিগের হাত ও পায়ের শিরা কাটিয়া ফেলা হয়। কিন্তু হযরত ঈসা আঃ

সম্বন্ধে এরূপ কিছু করা হয় নাই। পাঠক, জানিয়া রাখুন কোন ব্যক্তিকে ক্রুশে দিলে সে একদিনে মরিত না। ক্রুশে লটকান অবস্থায় অনেকে ৭ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকিত। ক্রশ শুল নহে পরন্ত ত্রিশূল কাঠ, যাহাতে অপরাধী ব্যক্তির হাত, পা ও স্কন্ধের চামড়া টানিয়া পেরেক ঠুকিয়া লটকাইয়া দেওয়া হইত। যাহা হউক, যখন হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশ হইতে নামান হইল, তখন একজন পাহারারত সিপাহী তাঁহার মৃতবৎ দেহে বর্শার আঘাত করায় রক্তের ধারা দেখা দেয়। বাইবেলে লিখিত আছে : "কিন্তু একজন সিপাহী একটি বর্শা দ্বারা তাঁহার (হযরত ঈসা আঃ-এর) পার্শ্বদেশে আঘাত করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তধারা বাহির হইল। এবং যে ইহা দেখিল, সে ইহার সাক্ষী থাকিল এবং তাহার সাক্ষ্য সত্য এবং সে জানে যে ইহা সত্য যেন তোমরা বিশ্বাস করিতে পার।" (জন ১৯ : ৩৪ - ৩৫)। মৃত ব্যক্তির শরীরে রক্ত থাকে না। কোন দেহে রক্তের বর্তমানতা জীবনের অভ্রান্ত লক্ষণ। ইহার পর হযরত ঈসা আঃ-কে পর্বতগাত্রে কাটা এক গৃহের মধ্যে পাথরের দরজা দিয়া আটকাইয়া রাখা হয় ও সেখানে মরহুমে ঈসা নামক ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের বিখ্যাত মলম দ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। এই মলম তাঁহারই জন্য প্রথম আবিষ্কৃত হয়। সেইজন্য তাহার নাম দিয়া এই মলমের নামকরণ হইয়াছে। হযরত ইউনুস আঃ যেমন তিন দিন মাছের পেটের মধ্যে মুর্ছিত থাকিয়া জীবিত অবস্থায় বাহির হইয়া আসেন, হযরত ঈসা আঃ-ও তেমনি তিন দিন যাবৎ কবরের মধ্যে মুর্ছিত থাকিয়া

তৃতীয় দিবসে স্বীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তথা হইতে বাহির হইয়া আসেন ইহুদীগণ তাহার নিকট বার বার তাঁহার সত্যতার নিদর্শন চাওয়ায় তিনি বলিয়াছিলেন, "এক দুষ্ট ও জারজ জাতি নিদর্শন চাহে এবং ইউনুস নবীর নিদর্শন ব্যতিরিকে তাহাদিগকে অপর কোন নিদর্শন দেওয়া হইবে না। যেরূপ ইউনুস আঃ তিন দিন তিন রাত্রি মাছের পেটে অবস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রুপ মানব পুত্রও (হযরত ঈসা আঃ স্বয়ং) মাটির গর্ভে তিন দিন তিন রাত্রি অবস্থান করিবে।" (মথি ১২ : ৩১)। পাঠক! দেখুন হযরত ঈসা আঃ নিজে আকাশে যাওয়ার নিদর্শন দেখানোর প্রতিজ্ঞা করেন নাই পরন্তু মাটির গর্ভে তিন দিন জীবিত থাকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। ক্রুশের ঘটনা ব্যতিরেকে তাঁহার জীবনে আর দ্বিতীয় এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহার উপর অত্র ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা প্রযুক্ত হইতে পারে। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে তিনি ইহুদীগণকে পরিষ্কার ভাষায় বলিয়াছেন যে, তোমাদিগকে একটি মাত্র নিদর্শন দেওয়া হইবে এবং উহা হইতেছে এই যে, তাহাদিগের দ্বারা তাঁহাকে মারিবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া, যখন তাহারা মনে করিবে যে, তিনি মারা গিয়াছেন, তখন তিনি তিন দিন যাবৎ মৃতবৎ কবরে অবস্থান করিয়া জীবিত বাহির হইয়া আসিবেন এবং এই ভাবে তিনি ইউনুস নবীর নিদর্শনের দৃষ্টান্ত পূর্ণ করিবেন। সুতরাং তাহার সরাসরি আকাশে বা স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়ার কথা এভাবেও অচল।

তৃতীয় অধ্যায়

ওফাতে ঈসা আঃ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য ও অন্যান্য সাক্ষ্য

১। বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য ঃ

ক্রুশের ঘটনার পর হযরত ঈসা আঃ-এর মৃতকল্পিত দেহকে যে চাদরে জড়াইয়া কবর গৃহে রাখা হইয়াছিল, সেই পবিত্র চাদর আজও ইউরোপ মহাদেশে অবস্থিত ইটালি দেশের টুরিন শহরের এক গির্জাতে সযত্নে রক্ষিত আছে। হযরত ঈসা আঃ-এর যে যে অঙ্গে পেরেক ঠোকা হইয়াছিল, সেই সকল অঙ্গ ঐ চাদরের যে যে স্থান স্পর্শ করিয়াছিল, সেই সকল স্থানে রক্তের দাগ এবং ক্ষতের কারণে তাঁহার শরীরের কষ্ট ও উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে ঘামের ও ঔষধের হলদে দাগ আজও ঐ চাদরে বর্তমান। কিছুকাল পূর্বে দুইটি কমিশন ঐ চাদরখানির বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা করিয়া তাহাদিগের রায় দিয়াছেন যে, ঐ চাদরে যে দেহ জড়ান হইয়াছিল উহা হযরত ঈসা আঃ ব্যতীত আর কাহারও নহে। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ ইং ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসের রিডার্স ডাইজেস্টে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইদানিং একদল জার্মান বৈজ্ঞানিক ঐ চাদরের চুড়ান্ত গবেষণা করিয়া উহার ফটো গ্রহণ করায়, যে ছবি উঠিয়াছে উহা প্রকৃত সত্যের

অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিয়াছে। ১৯২৭ সালের ২রা এপ্রিল তারিখের Stockholm Tidiningen পত্রিকায় ইহার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, উহা ছবি সহ ৬০ ও ৬১ পৃষ্ঠায় তুলিয়া দেওয়া হইল।

২। "মসিহ কি ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন?"

একদল জার্মান বৈজ্ঞানিক আট বৎসর যাবৎ মসিহের শবাবরণ সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি গবেষণার ফল 'প্রেস'কে জানান হইয়াছে। মসিহের দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন কাফন ইটালির Turin (টুরিন) শহরে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে মসিহের দেহের চিহ্ন অঙ্কিত আছে।

বৈজ্ঞানিকেরা এই গবেষণা সম্বন্ধে পোপকে অবহিত করেন। পোপ এখন পর্যন্ত চুপ করিয়া আছেন। কারণ এই গবেষণার ফলে, ক্যাথলিক চার্চের ধর্মেতিহাসের গুরুত্বময় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। ফটোগ্রাফির সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, দুই সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষ যাহা অলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস করিত তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিষয় ছিল। তাহারা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণ করিয়াছেন যে, মসিহ কখনও ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন নাই।

কাপড়ের অন্যান্য চিহ্ন দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে যে, উহার অর্ধাংশ মসিহের দেহের সহিত জড়ান হইয়াছিল এবং অপর অর্ধাংশ মাথায়

জড়ান হইয়াছিল। তারপর মসিহের দেহের তাপ ও ঔষধ প্রয়োগের ফলে দেহের চিহ্ন কাপড়ে অঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং মসিহের সদ্য রক্ত কাপড়ে শোষিত হইয়া চিহ্নিত হইয়া পড়ে। মাথায় কাঁটার মুকুট পরান হইয়াছিল বলিয়া হযরত মসিহের কপালে ও স্কন্ধের উর্ধে ঘর্ষণ জনিত ক্ষতচিহ্ন, মসিহের দক্ষিণের নিম্ন চোয়ালে স্ফীতি, দেহের ডান পার্শ্বে বর্শার ক্ষতচিহ্ন, পেরেক পিটা জনিত ক্ষত হইতে প্রবাহিত রক্তের দাগ এবং পৃষ্ঠদেশে ক্রুশের ঘর্ষণ চিহ্ন—এই সবই ফটোতে দেখা যায়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বিষয় এই যে, নেগেটিভ ফটো মসিহের নিমীলিত চক্ষুদ্বয়কে উন্মীলিত চক্ষুরূপে প্রকাশ করিতেছে।

ফটো ইহাও প্রকাশ করিতেছে যে, পেরেক হাতের তালুতে নয়, কজার মজবুত সন্ধিস্থানে বিদ্ধ করা হইয়াছিল এবং ইহাও প্রকাশ পায় যে, বর্শা মসিহের হৃৎপিণ্ড আদৌ স্পর্শ করে নাই। বাইবেলে বর্ণিত আছে মসিহ প্রাণদান করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা স্থির নিশ্চিত হইয়া বলেন যে, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয় নাই।

ইহাও বলা হয় যে, মসিহ প্রাণত্যাগ করিয়া এক ঘণ্টা পর্যন্ত ঝুলান থাকিলে, রক্ত জমাট বাঁধিয়া শুষ্ক হইয়া এবং তদাবস্থায় কাপড়ে রক্তপাতের দাগ লাগিত না। কিন্তু কাপড় কর্তৃক রক্ত
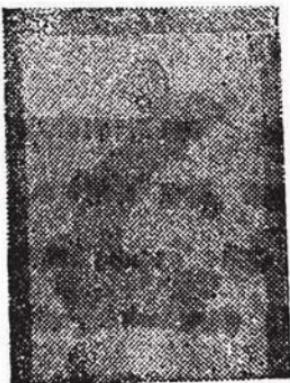
শোষিত হওয়ার প্রমাণিত হয় যে, মসিহকে ক্রুশ হইতে যখন নামান হইয়াছিল, সেই সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন।

নবম পোপ এই ছবি দেখিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, "এই ছবি কোন মানুষের হাতে আঁকা নয়।"

যাহারা হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে হল্‌দে চাদর জড়াইয়া আকাশ হইতে অবতরণ করার ধারণা রাখে, তাহারা জানিয়া লউক যে, তাঁহার গায়ের কাপড় আজও এই মরজগতে রহিয়া গিয়াছে।
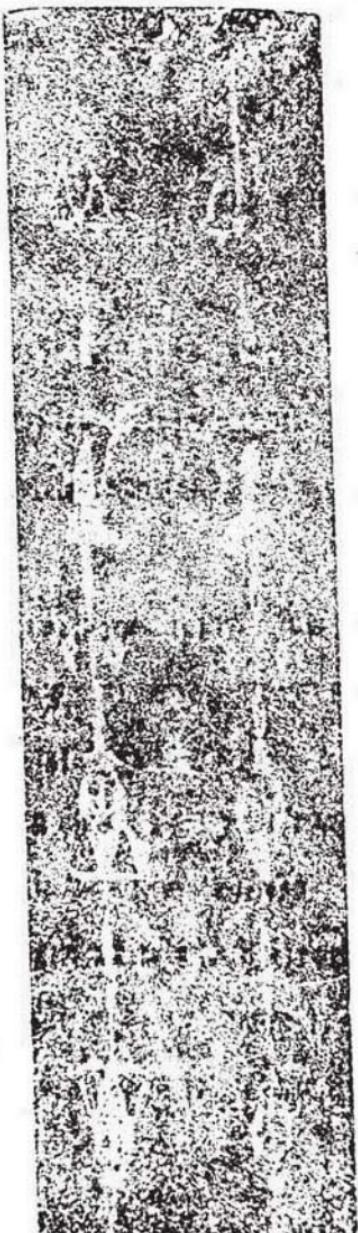
সত্যের অন্বেষণকারীদের অবগতির জন্য আমরা আমেরিকার নিউইয়র্কে হিক্সভিলিস্থিত এক্স:পজিশণ প্রেস হইতে মিঃ কুরট বেরণা কর্ত্তৃক ১৯৬৪ সনে প্রকাশিত এ ওয়ার্লড ডিসকভারী : "খৃ্রাইষ্ট ডিড নট পেরিশ অন দ্যা ক্রশ" পুস্তকের ৪৫, ৪৭ ও ৫৭ পৃষ্ঠার তিনটি প্রামান্য ছবি, ইংল্যাণ্ড হইতে "এন-সাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা" পুস্তকে প্রকাশিত যীশু খ্রীষ্টের আরও তিনটি ছবি এবং কামরান উপত্যকার গুহা হইতে আবিষ্কৃত হিব্রু ভাষায় লিখিত বাইবেলের বাণীপূর্ণ দুইটি মাটির বোয়েমের ছবিও প্রকাশ করা হইল।

১নং ছবি

উক্ত শবাবরণের ১নং ছবি পার্শ্বে দেওয়া হইল। উহাতেই **ঔষধ ও** ঘামের দ্বারা অঙ্কিত হযরত ঈসা আঃ-এর মাথাসহ দেহের ছবি দেখা যাইবে। নিম্নের ছবিতে তাঁহার পার্শ্ব দেশে বর্ষার আঘাতের দ্বারা প্রবাহিত রক্তের দাগ দেখা যাইবে এবং পর পৃষ্ঠায় ৩নং ছবিতে উক্ত কাপড় হইতে তোলা হযরত ঈসা আঃ-এর মুখমণ্ডলের ছবি দেখা যাইবে।

২নং ছবি

ইঞ্জিলের জন ১৯ : ৩৪—৩৫ শ্লোকগুলিতে হযরত ঈসা আঃ-এর দেহে ক্রুশের ঘটনার পর রক্ত পরিদৃষ্ট হওয়ার যে উল্লেখ আছে, এই পবিত্র কাপড় উহার সত্যতার **জলন্ত** তসদীক করিতেছে। ইহার দ্বারা হযরত ঈসা

আঃ-এর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া ও ঐ ঘটনার পর ইউনুস আঃ-এর দৃষ্টান্ত পূর্ণ করিয়া কবর হইতে কাফন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবিত বাহির হইয়া আসা অভ্রান্তভাবে সাব্যস্ত করিতেছে। হযরত ঈসা আঃ-কে যেরূপ গৃহে রাখা হইয়াছিল, উহার মধ্য হইতে জীবিত হইয়া বাহির হইয়া আসা কঠিন নয়। এমন

৩নং ছবি

কি শশ্মানে ভষ্মীভূত হইয়াছে বলিয়া সর্বসাধারণে অবগত কোন মৃতকল্পিত ব্যক্তিও যে দীর্ঘকাল পরে জীবিত প্রকাশিত হইতে পারে, তাঁহার দৃষ্টান্ত এ যুগেও আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে ঢাকার ভাওয়াল সন্ন্যাসী মোকদ্দমায় দেখাইয়াছেন। হযরত ঈসা আঃ-এর ক্রুশের মোকদ্দমার আজ পূর্ণ বিচার হইলে, আদালত তাঁহার সম্বন্ধে কবর হইতে জীবিত বাহির হইয়া আসার ফয়সালাই দিবে। হযরত

ঈসা আঃ-এর স্থলে কোন ইহুদী সর্দার ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া মারা গিয়া থাকিলে, তাঁহার কাফন ইহুদী সর্দারের শবদেহাবৃত হইয়া কবরেই থাকিয়া যাইত এবং উহাকে আলগা অবস্থায় লাভ করিবার ও খ্রীষ্টানগণের ভক্তি সহকারে আজও সযত্নে রক্ষা করিবার কোন সুযোগ ঘটিত না। বুদ্ধিমান ও সত্যানুসন্ধিৎসুগণের জন্য ইহার মধ্যে সত্য বুঝিবার ও গ্রহণ করিবার নিদর্শন রহিয়াছে।

যাহা হউক তিনি আপন প্রতিশ্রুতি মত কবর হইতে বাহির হইয়া মালির ছদ্মবেশে (জন ২০ : ১৫) গ্যালিলিতে তাঁহার সাহাবী-গণের সহিত মিলিত হন। তাঁহার ছদ্মবেশ ধারণের উদ্দেশ্য ছিল ইহুদীগণের নজর এড়াইয়া যাওয়া। ক্রুশের ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে তিনি তাঁহার সাহাবীগণকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন যে, তিন দিন পরে তিনি গ্যালিলিতে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবেন। সুতরাং তৃতীয় দিবসে তাহারা যেন তাঁহার জন্য সেখানে অপেক্ষা করে। কিন্তু তাঁহাকে ছদ্মবেশে দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে ভূত বলিয়া ভয় ও সন্দেহ করে। ইহা দেখিয়া তিনি তাহাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য তাঁহার হাত ও পায়ের ক্ষত দেখান এবং ইহাতেও যখন তাহাদিগের সন্দেহ দূর হইল না তখন তাহাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য মাছ ও মধু পর্যন্ত খান। (লুক ২৪ : ৩৭—৪৩)। ইহার পর তিনি তাহাদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ দিয়া আপন মাতাকে সঙ্গে লইয়া গ্যালিলির এক পাহাড়ের উপর দিয়া ওপারে অন্তর্হিত হন এবং হিজরত করিয়া আফগানী ও কাশ্মীরী বনি ইসরাইলগণকে তাঁহার বাণী শুনাইয়া তাঁহার রেসালত পূর্ণ করিবার জন্য স্বদেশে গমন করেন। তথায় বাকী জীবন যাপন করিয়া তিনি স্বাভাবিক

মৃত্যুতে ১২০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করেন ও কাশ্মীর শহরের খানইয়ার মহল্লায় কবরস্থ হন।

৩। এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকার সাক্ষ্য ঃ

বিশ্ববিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা পুস্তকের চতুর্দশ সংস্করণের ১৩নং খণ্ডে "Jesus Christ" (জেসাস্ খৃাইষ্ট) শীর্ষে ১নং প্লেটে হযরত ঈসা আঃ-এর তিন বয়সের তিনটি ছবি দেওয়া আছে—একটি যৌবনের দ্বিতীয়টি প্রৌঢ় অবস্থার এবং তৃতীয়টি অতি বার্ধক্যের। পার্শ্বে ও পরবর্তী দুই পৃষ্ঠায় সেই ছবি তিনটি ও উহাদের নিম্নে টিকা পাঠকের অবগতির জন্য ছাপান হইল।

যৌবনের ছবি

"Head of Christ Painted on Cypress wood by tradition attributed to St. Luke but probably 3rd Century. Vatican Library, Rome.

"Painting on cloth in the Sacristy of St. Peter's Ro me. The definitely ascertained history of this piece reaches back to 2nd century .

এই ছবি হযরত ঈসা আঃ-এর ৬০/৬৫ বৎসর বয়সের বলিয়া অনুমান করা যায়।

হযরত ঈসা আঃ-এর জীবনে ক্রুশের ঘটনা ঘটিয়াছিল তাঁহার ৩৩ বৎসর বয়সে। পাঠক! তিনি যদি উক্ত ঘটনার সময় আকাশে উত্তোলিত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রৌঢ় ও অতি বার্ধক্যের ছবি কোথা হইতে পাওয়া গেল! শেষোক্ত ছবিটি অপর দুইটি ছবির সহিত তুলনা করিলে সহজেই আন্দাজ পাওয়া যাইবে যে, হযরত জীব্রাঈল আঃ-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত ওহী মূলে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর হাদিসানুযায়ী তিনি ১২০ বৎসর জীবিত থাকার কথা ধ্রুব সত্য। অন্তত ক্রুশের ঘটনার সময় তিনি যে আকাশে যান নাই এবং ক্রুশের ঘটনার পর তিনি দীর্ঘ কাল এই দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন, তাহা এখন একজন বালকও বুঝিতে পারিবে।

এই ছবিতে হযরত ঈসা আঃ-এর বয়স ১২০ বৎসর অনুমিত হয়।
"Painting on cloth in the Sacristy of St. Peter's Rome. The definitely ascertained history of this piece reaches back to 2nd century.

এখানে কিছুদিন পুর্বের আর একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কাহিনী উল্লেখ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি।

৪। কামরান উপত্যকার গহ্বরে প্রাপ্ত প্রাচীন গীতিকা

ইদানিং ফিলিস্তিনের পূর্বে ও মৃত সাগরের উত্তর দিকে কামরান উপত্যকায় কতকগুলি গহ্বর হইতে খ্রীষ্টান গবেষকগণের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে নাসারাতীয় হযরত মসিহ আঃ-এর দ্বারা লিখিত মৃৎ পাত্রে রক্ষিত হিব্রু ভাষায় গীতিকা হস্তগত হইয়াছে। এই সকল গীতিকায় লিখিত আছে যে, শত্রুগণ তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু খোদাতায়ালা তাঁহাকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন এবং কবর, তথা—পর্বতগুহা হইতে জীবিত বাহির করিয়া আনেন। ইহার পর তিনি বহুস্থানে ভ্রমণ করেন। The Riddle of the Scrolls by H.E. Del Medico পুস্তকের মধ্যে উক্ত গীতিকাগুলি পাইবেন। কামরান উপত্যকার গহ্বর হইতে প্রাপ্ত মসলাদিসহ সুরক্ষিত হিব্রু ইঞ্জিলপূর্ণ দুইটি মৃৎ পাত্রের ছবি পর পৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

নোট :—ফিলিস্তিনের পূর্ব-দিকস্থ কামরান উপত্যকার গহ্বরগুলি হইতে প্রাপ্ত পুস্তিকাগুলি সাংবাদিকগণের নিকট 'Dead See Scorlls' নামে পরিচিত। এই পুস্তিকাগুলি হইল হযরত ঈসা মসিহ্‌র গীতিকাবলী, শিষ্যদের লিখিত বিবরণ এবং আদি খ্রীষ্টান

সাহিত্য। ইহারা ১৯৪৭ সন হইতে জগদ্বাসীর গোচরে আসা আরম্ভ করিয়াছে। দশটি গহ্বরের মধ্যে এখন পর্যন্ত একটি গহ্বরের পুস্তিকাগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি হইতেই নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে নাসারতীয় মসিহ এবং তাঁহার শিষ্যগণের ধর্মবিশ্বাস অবিকল তাহাই ছিল যেরূপ কোরআন করীমে তাঁহাদের সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

কামরান গহ্বর হইতে প্রাপ্ত মসলাদিসহ
সুরক্ষিত হিব্রু ইঞ্জীল পূর্ণ দুইটি মৃৎ পাত্র

ক্রুশের ঘটনা হইতে অব্যাবহিত পরে সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ পরিভ্রমণের উল্লেখও কামরানে প্রাপ্ত পুস্তিকাগুলিতে পরিষ্কার পাওয়া যায়।

বিচক্ষণ পাঠক-পাঠিকাদের সমক্ষে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলিয়া ধরিলাম, তাহা এই যে, যীশুখ্রীষ্ট, তথা—হযরত ঈসা আঃ-কে ৩৩ বৎসর বয়সে ক্রুশে দেওয়া হয় নাই। তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হইয়াছিল প্রৌঢ় বয়সে। তাঁহার শবাবরণ তথা—কাফন হইতে আবিষ্কৃত অত্র পুস্তকের ৬১ পৃষ্ঠায় ৩নং ছবিটাই বড় প্রমাণ। ছবিটি দেখিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উহা কখনই ৩৩ বৎসর বয়সের হইতে পারে না।

৫। একজন ইস্রায়েলী আলেমের সাক্ষ্য ঃ

এই ইঞ্জীল স্বয়ং হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বারা লিখান। সুতরাং ক্রুশের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার আপন সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ; হে পাঠক! আপনি আর কাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন? হযরত ঈসা আঃ-এর কবরের ছবি অত্র পুস্তিকার কভার পেজের উপরে দেওয়া হইয়াছে। অত্র কবর সম্বন্ধে তৌরিতের একজন ইসরাইলী আলেম লিখিত সাক্ষ্য দিয়াছেন :—

"আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ-এর নিকট আমি একটি ছবি দেখিয়াছি। উহা নিশ্চিত বনি ইসরাইলগণের কবরের মত, এবং উহা কোন বনি ইসরাইলী মহাপুরুষের কবর এবং অদ্য ইংরাজী ১৮৯১ সালের ১২ই জুন তারিখে এই ছবি দেখিবার সময় আমি এই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিলাম। (সালমান ইউসুফ তাজের)।

৬। হযরত ঈসা-এর মাতার কবর ঃ

হযরত ঈসা আঃ-এর মাতার কবরও রাওয়ালপিণ্ডি হইতে ৩৫ মাইল দূরে কোহমারী পাহাড়ের পিণ্ডি পয়েন্টে অবস্থিত। আমি স্বয়ং ঐ কবর দেখিয়া আসিয়াছি। সেখানে একটি ছোট প্রস্তর ফলকে লেখা আছে زیارت بی بی مریم তাঁহারই নাম অনুসারে এই পাহাড়ের নাম হইয়াছে কোহমারী।

পবিত্র কোরআনের সুরা মুমেনুনের প্রথম ভাগে কতিপয় আম্বিয়ার বিপদ, তাহাদিগের উদ্ধার ও হিজরতের কাহিনী বর্ণিত আছে এবং সকলের শেষে হযরত ঈসা আঃ ও তাঁহার মাতার সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

وجعلنا ابن مريم وامه اية واوينهما الى ربوة ذات قرار ومعين (المؤمنون : ৫১)

"এবং আমরা ইবনে মরিয়ম ও তাঁহার মাতাকে এক নিদর্শন করিয়াছি এবং আমরা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম ফলফুল সুশোভিত ঝরণা প্রবাহিত মনোরম উচ্চভূমে।" (সুরা মুমেনুন—৩য় রুকু।)

পাঠক! আশ্রয়ের কথা বিপদের পরেই উঠে। পূর্ববর্তী আয়াতগুলিতে বর্ণিত অপরাপর নবীদের কাহিনীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আলোচ্য আয়াতে হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য কথিত আশ্রয়দানের নিদর্শন তাঁহার কোন গুরুতর বিপদের পর সাফল্য পূর্ণ হিজরতের দিকে নির্দেশ করিতেছে। হযরত ঈসা আঃ-এর জীবনে

ক্রুশের ঘটনা ব্যতিরেকে আর এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই, যাহার পর আশ্রয়ের কথা উঠে। সুতরাং অত্র আয়াত ক্রুশের ঘটনার পর হযরত ঈসা আঃ-এর বাঁচিয়া থাকা ও মাতাসহ হিজরত করা সপ্রমাণিত করিতেছে। কেহ হয়ত তাঁহার মাতাসহ হিজরত করার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে পারে। ইহজীবনে নবীগণ মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিতে আসেন। "মাতার পদতলে স্বর্গ" অর্থাৎ—মাতার খেদমতের মধ্যে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ সকল ধর্মের মূল কথা। হযরত ঈসা আঃ-ও নবী হিসাবে এ আদর্শের ব্যতিক্রম করিতে পারেন না। পবিত্র কোরআনে তাঁহার মুখ হইতে আল্লাহতায়ালা তাই নিঃসৃত করিয়াছেন :—

وجعلنی نبیا وجعلنی مبٰرکا این ما کنت - واوصنی بالصلوٰة والزکوٰة ما دمت حیا ○ وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا ○

"এবং তিনি (আল্লাহ্‌) আমাকে নবী এবং কল্যাণময় করিয়াছেন, আমি যেখানে থাকি না কেন এবং তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন নামায ও যাকাতের যতদিন আমি বাঁচি এবং আমার মাতার প্রতি কর্তব্য পরায়ণ থাকিতে এবং আমাকে তিনি অবাধ্য ও হতভাগ্য করেন নাই।" (সূরা মরিয়ম—২য় রুকু)।

হযরত ঈসা আঃ যেখানে যতদিন বাঁচেন তাঁহার মাতার সেবা করা তাঁহার জন্য কল্যাণময় ও ইহা আল্লাহ্‌র আদেশ হইলে

হিজরতের সময় মাতাকে ফেলিয়া যাওয়া তাঁহার জন্য সম্ভব ছিল না। এই আয়াতে "যেখানে থাকি না কেন" কথাগুলির মধ্যেও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, হযরত ঈসা আঃ-কে ফিলিস্তিন ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে হইবে ও তাঁহার মাতাকে সঙ্গে লইতে হইবে। হযরত ঈসা আঃ-এর জীবিত আকাশে যাওয়া সত্য হইলে তিনি (নাউ-যুবিল্লাহ) অবাধ্য এবং হতভাগ্য না হইলে অত্র আয়াতের নির্দেশা-নুযায়ী তাঁহার মাতাকেও সঙ্গে করিয়া আকাশে লইয়া যাওয়া ছাড়া তাঁহার অন্য উপায় ছিল না।

পাঠক! আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত ঈসা আঃ-এর সম্বন্ধে মনোরম স্থানে আশ্রয়দানের কথা বলিয়াছেন। ফিলিস্তিন ও তাহার চারিপার্শ্বে কোথাও এরূপ উচ্চভুমি নাই এবং ভূগোলজ্ঞ মাত্রই ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, কাশ্মীর ব্যতিরেকে বনি ইসরাইল অধ্যুষিত অপর কোন দেশ পবিত্র কোরআনের বর্ণনার সহিত মিলে না। অপুর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্যের জন্য কাশ্মীর ভূস্বর্গ নামে কথিত হয়। মরুভূমে অবস্থিত ফিলিস্তিনবাসী খ্রীষ্টানগণকে হযরত ঈসা আঃ তাঁহার ঈদৃশ স্থানের উদ্দেশ্যে হিজরতের কথা বলায় তাহাদিগের কেহ কেহ এ স্থানকে সত্য স্বর্গ ধারণা করিয়াই হউক বা রক্তের পিপাসু ইহুদীদিগের দৃষ্টি হইতে হযরত ঈসা আঃ-এর জীবিত থাকা ও হিযরত করার বিষয় গোপন রাখিবার জন্যই হউক, তাহারা তাঁহার স্বর্গগমনের কথা সাধারণের মধ্যে প্রচার করে। এক-দিন যে কথা নির্দোষ ভুল বা সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত দ্ব্যর্থবোধক ছিল,

উহাই আজ ইমানহন্তা বিরাট অজগরে পরিণত হইয়াছে। পাঠক! ইঞ্জীলেও আছে যখন হযরত ঈসা আঃ-এর হাওয়ারীগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোথায় যাইবেন, তখন তিনি গলগথা শহরের নাম লইয়াছিলেন। ইহা হিব্রু শব্দ এবং ইহার অর্থ সুন্দর শহর বা শ্রীনগর। পক্ষান্তরে কাশ্মীর রাজ্যে গীলগীত বলিয়া একটি শহরও আছে। ভাষাভেদে শব্দটি উচ্চারণে সামান্য প্রভেদ হইলেও এ দুইটি যে একই শব্দ তাহা সহজেই অনুমিত হয়। এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ লিখিত "মসিহ হিন্দুস্থান মে" ও হযরত মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেব রাঃ লিখিত "কবরে মসিহ" নামক পুস্তক পাঠ করুন। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন লেখকের লেখা হইতেও কাশ্মীরে অবস্থিত উক্ত কবর সম্বন্ধে যে সকল পুরাণ কাহিনী সেখানে প্রচলিত আছে ও লিখিত দলিল পাওয়া গিয়াছে উহা হইতে নিঃসন্দেহে সপ্রমাণিত হইয়াছে যে হযরত ঈসা আঃ ফিলিস্তিন হইতে হিজরত করিয়া কাশ্মীরে আসিয়াছিলেন এবং আপন কার্য সমাপন করিয়া সেখানে মৃত্যু লাভ করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছেন।

৭। হযরত আলী রাঃ-এর সাক্ষ্য

হযরত আলী রাঃ যে দিন প্রাণত্যাগ করেন, তদীয় পুত্র হযরত হাসান রাঃ বলিয়াছিলেন :—

لقد قبض الليلة عرج فيه بروح عيسى ابن مريم
ليلة سبع و عشرين من رمضان-

"তিনি সেই রাত্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, যে রাত্রে হযরত ঈসা আঃ-এর আত্মা পরলোক গমন করিয়াছেন অর্থাৎ ২৭ শে রমজান।" (তবকাতে সাদ—তৃতীয় খণ্ড)।

আমরা অবগত আছি হযরত ঈসা আঃ-কে শুক্রবার দ্বিপ্রহরের সময় ক্রুশে চাপান হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পূর্বে তাঁহাকে ক্রুশ হইতে নামান হইয়াছিল। কিন্তু হযরত হাসান রাঃ বলিয়াছেন যে, হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যু রাত্রে ঘটিয়াছিল। সুতরাং এই উক্তির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে তাঁহার মৃত্যুর ঘটনার সহিত ক্রুশের ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা পরে অপর সময়ে ঘটিয়াছিল।

৮। হযরত মুসা আঃ এবং হযরত ঈসা আঃ উভয়ই মৃত

হযরত মোহাম্মদ সাঃ বলিয়াছেন ঃ—

لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما الا اتباعى

"মূসা আঃ ও ঈসা আঃ জীবিত থাকিলে তাঁহারা আমার অনুগমন করিতে বাধ্য হইতেন।" (ইবনে কসির, আলইওয়াকিতুল যাওয়াহির, ফাতহুল বায়ান, তিবরাণী, ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)।

হযরত ঈসা আঃ জীবিত থাকিলে হাদিসটির বর্ণনা অন্যরূপ হইত। তাঁহার দ্বিতীয়বার আগমনের সম্ভাবনা থাকিলে হযরত মোহাম্মদ সাঃ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেন যে, হযরত ঈসা আঃ

যেমন তাঁহার দ্বিতীয় আগমন কালে আমার অনুগমন করিবেন, হযরত মুসা আ; জীবিত থাকিলে, তিনিও তেমনি আমার অনুগমন করিতে বাধ্য হইতেন।" কিন্তু হযরত মুসা আঃ ও হযরত ঈসা আঃ এর একত্রে নাম লইয়া, তাঁহারা জীবিত হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর অনুগমনকরিতে বাধ্য হইতেন বলায়, দুইজনেরই মৃত্যু একত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে। জীবিত ও মৃতের বর্ণনা বরাবর হয় না।

হযরত ঈসা আঃ-এর জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান, জীবনের এই তিনটি অঙ্কের উপর, তাঁহার কওম ইহুদী ও খ্রীষ্টান উভয়েই কালিমা লেপন করিয়া রাখিয়াছে। অপর কোন নবী সম্বন্ধে কখনও এরূপ গুরু অভিযোগ হয় নাই। এই জন্য পবিত্র কোরআনে আল্লাহ-তায়ালা তাঁহার পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া প্রয়োজনীয় আলোকপাত করিয়াছেন। ইহার উদ্দেশ্য হযরত ঈসা আঃ-এর উপর শুধু আরোপিত দোষ স্খালন করা। ইহা তাঁহার অতি প্রশংসার জন্য নহে বা স্বীয় কুদরতের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শানার্থে নহে। ইহাকেই উক্ত দল উল্টা চোক্ষে দেখিয়া খোদার কুদরত ভাবিয়া হযরত ঈসা আঃ-কে নিজেদের অজ্ঞাতসারে খোদার আসনে বসাই-য়াছে। পবিত্র কোরআনে তিন কথার একটি ছোট আয়াত দ্বারা হযরত ঈসা আঃ-কে কিভাবে উল্লিখিত জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্বন্ধীয় কালিমা হইতে মুক্ত করা হইয়াছে দেখিলে পাঠক বিস্মিত হইবেন এবং তাঁহার পরলোকগমন সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্-তায়ালা হযরত ঈসা আঃ-এর মুখ হইতে নিঃসৃত করিয়াছেন :—

والسلام علی و یوم و لد ت ویوم اموت و یوم ابعث حیا ٥

"শান্তি আমার উপর যেদিন আমি জন্মিয়াছি এবং যেদিন আমি মৃত্যুলাভ করি, এবং যেদিন পুনরুত্থিত হইব।"

(সুরা মরিয়ম—২য় রুকু)।

হযরত ঈসা আঃ-এর বিনা পিতায় জন্ম সম্বন্ধে একদিকে বিবি মরিয়মের প্রতি ইহুদীদিগের দুষ্ট অভিযোগ ও অপরদিকে আল্লাহ্‌র প্রতি খৃীষ্টানদিগের দুষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ বলিতেছেন যে তাঁহার জন্ম কোন পাপের ফলে বা অপ্রাকৃতিক উপায়ে হয় নাই। পরন্তু সাধু ও প্রাকৃতিক উপায়ে হইয়াছিল, যাহার সহিত অভিশাপের পরিবর্তে শান্তি সংযুক্ত ছিল। ক্রুশে তাঁহার অভিশপ্ত মৃত্যুর সম্বন্ধে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদিগের ভ্রান্ত ইমানের প্রতিবাদে আল্লাহ্ জানাইয়াছেন যে তাঁহার মৃত্যুর ঘটনার সহিত অভিশাপ সংযুক্ত ছিল না, পরন্তু শান্তি সংযুক্ত ছিল। তাঁহার পুনরুত্থান সম্বন্ধে ইহুদীদিগের বিশ্বাস (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি জাহান্নামি হইয়াছেন এবং খৃীষ্টানদিগের বিশ্বাস (নাউযুবিল্লাহ) ক্রুশে মৃত্যুর পর তিন দিন জাহান্নাম ভোগ করিয়া তিনি পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন। উভয় দলের ঈদৃশ অভিশপ্ত ইমান ও ধারণার প্রতিবাদে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন যে তাঁহার পুনরুত্থানের সহিত চিরস্থায়ী বা অল্পকালস্থায়ী কোন প্রকার অভিশাপের সংস্পর্শ ছিল না, পরন্তু তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর ন্যায়, তাঁহার পুনরুত্থানের সহিতও শান্তি সংযুক্ত ছিল।

মানবের ইহজীবনের আরম্ভ জন্মের সহিত, পরলোকের আরম্ভ মৃত্যুর সহিত ও আধ্যাত্মিক জীবনের আরম্ভ পুনরুত্থানের সহিত। প্রত্যেক মানবের জীবন এই তিন অঙ্কে বিভক্ত। হযরত ঈসা আঃ-এর জীবনও যে এই তিন অঙ্ক লইয়া গঠিত, তাহাই আলোচ্য আয়াতে বলা হইয়েছে। তাঁহার জীবনের এই তিনটি অঙ্কের প্রত্যেকটির উদঘাটন শান্তির দ্বারা হইয়াছে—জানাইয়া বিরুদ্ধবাদী ও বিপথগামী দলের বিশ্বাসের প্রতিবাদের তাঁহার নিষ্পাপ জীবন ও নিঃষ্কলঙ্ক পরিণাম যাহা নবীর বৈশিষ্ট্য, উহাই সপ্রমাণিত করা হইয়াছে। ইহাতে অপর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যদি হযরত ঈসা আঃ-এর জীবন সকল মানবের ন্যায় নির্দিষ্ট তিন অঙ্কে অভিনীত না হইয়া পঞ্চ অঙ্কে অভিনীত হইত অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু ও পুনরুত্থান ব্যতিরেকে তাঁহার স্বর্গগমন ও স্বশরীরে পুনরাগমন নির্দিষ্ট থাকিত তাহা হইলে আলোচ্য গভীর অর্থবোধক আয়াতে ইহারও সংবাদ দেওয়া থাকিত। কারণ এই দুইটি ঘটনা তাঁহার জীবনে নির্দিষ্ট থাকিলে ইহা অত্যাশ্চর্য ও মানবজাতির ইতিহাসে অতুলনীয় বিধায় ইহার সংবাদ খুব ফলাও করিয়া বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল; নচেৎ বলিতে হয় (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁহার জীবনের এই দুইটি ঘটনার সহিত শান্তি সংযুক্ত নয়। তবে কি (নাউযুবিল্লাহ্) খ্রীষ্টান ও ইহুদীগণের কথা মত তাঁহার জীবনের এই দুইটি ঘটনার সহিত অভিশাপ সংযুক্ত আছে? হে ঈসা আঃ সম্বন্ধে ভুল ধারনা পোষণকারীর দল! অত্র আয়াতে এই দুইটি বিষয়ের অনুল্লেখ কি তোমাদিগের তাঁহার সম্বন্ধে আকাশে যাওয়া ও পুনরায় নামিয়া আসার ধারণার অলীকতা সপ্রমাণ

করিতেছে না ? ফলতঃ আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পরবর্তী অংশ তোমাদিগের সকল অবাস্তব ধারণার মূল কাটিয়া হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর কথাকে একেবারে সন্দেহাতীত করিয়া দিয়াছে।

ذالك عيسى ابن مريم - قول الحق الذى فيه يمترون ০

"ইহাই ঈসা ইবনে মরিয়মের পরিচয় ; ইহা সত্য কথা, যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ কর।" (সুরা মরিয়ম - ২য় রুকু)।

আল্লাহতায়ালার এই কথাগুলি স্পষ্টই ঘোষণা করিতেছে যে, হযরত ঈসা আঃ-এর জীবন কথিত তিনটি শান্তিময় অঙ্কে বিভক্ত। যাহারা ইহার অতিরিক্ত কিছু বলে, তাহারা সত্য বলে না, কেবল মিথ্যা বিবাদ করে। পাঠক, হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যু সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর কি পরিষ্কার প্রমাণ হইতে পারে?

৯। হযরত মোহাম্মদ আঃ-এর ওফাত ঃ

সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য মানবজাতির মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সাঃ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। তাঁহাকে এন্তেকাল করিতে দেখিয়া তাঁহার পূর্বের অপর কোন নবীকে আজও জীবিত কল্পনা করা তাঁহার প্রতি এক অমার্জনীয় অবমাননা। এরূপ অপরাধ কোন মুসলিমের দ্বারা সংঘটিত হওয়া উচিত নহে। ইহা এরূপ এক অপমান, যাহা খোদার নিকটও বিসদৃশ। পবিত্র কোরআনের সুরা

আম্বিয়াতে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে উদ্দেশ্য করিয়া আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد - أفا ئن مت
فهم الخلدون ٥ (الأنبياء ٣٥)

"এবং তোমার পূর্বে কোন বাশার অর্থাৎ মরণশীল মানবের জন্য অমর হওয়া নিদিষ্ট করি নাই। কি, তুমি [হযরত মোহাম্মদ সাঃ] মরিয়া যাইবে, তবুও তাহারা তোমার পূর্বের কোন বাশার রহিয়া যাইবে?" (সুরা আম্বিয়া—৩য় রুকু)।

হে পাঠক! আল্লাহতায়ালার এ প্রশ্নের জবাব আপনার নিকট কি আছে? হযরত ঈসা আঃ কি বাসার ছিলেন না? নবী শ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা আদেশ দিয়াছেন:—

قل انما انا بشر مثلكم -

"বল (হে মোহাম্মদ সাঃ) নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায় এক বাশার।" (সুরা কাহাফ—১২শ রুকু)।

সুতরাং হযরত মোহাম্মদ সাঃ নবী-শ্রেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার জন্য দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকার যে ব্যবস্থা হয় নাই, হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নের বিরুদ্ধে সে ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিলে, তাঁহাকে হযরত মোহাম্মদ সাঃ অপেক্ষা (নাউযুবিল্লাহ) উচ্চ

শ্রেণীর বলিতে হয় এবং তিনি বাশার রসূল না হইয়া, খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাসানুযায়ী (নাউযুবিল্লাহ) খোদার পুত্র হন বলিতে হয়।

হাজার হাজার বৎসর যাবৎ কালের ক্ষয়কারী প্রভাব হইতে কেহ মুক্ত থাকিলে আংশিকভাবেও সে খোদার শরীক হইয়া পড়ে। বুদ্ধিমানগণের জন্য এই ইঙ্গিত আলোচ্য আয়াতের প্রশ্নে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কারণ আমরা দেখিয়া আসিয়াছি আল্লাহতায়ালার স্বত্বা ছাড়া আর কেহ কালের প্রতি মূহুর্তের ক্ষয়কারী প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। কোন বাশারও নহে বা বাশার রসুলও নহেন। সুতরাং আল্লাহতায়ালার আলোচ্য প্রশ্নের জবাবে বলিতেই হইবে, হে প্রভু! হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর পুর্বে কোন নবী বাঁচিয়া নাই, সে হযরত ঈসা আঃ হউন বা হযরত ইলিয়াস আঃ হউন বা অপর কেহ হউন।" আল্লাহ্‌তায়ালার এই প্রশ্ন প্রসঙ্গেই কবি গাহিয়াছেন, যাহা আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই লিখিয়াছি।

بدنیا گر کسے پائندہ بودے
ابو القاسم محمد زندہ بودے

অর্থাৎ "এ মর ধরায় যদি কেহ স্থায়ী হইত, তাহা হইলে কাসেমের পিতা হযরত মোহাম্মদ সাঃ জীবিত থাকিতেন।"

হে পাঠক! পবিত্র কোরআনের সুরা এখলাস পড়িয়া ও বুঝিয়া মনকে শেরক হইতে মুক্ত করুন।

ولم يكن له كفوا احد ٥

"এবং কেহই তাঁহার (আল্লাহর) গুণে গুণান্বিত নহে।"

পাঠক ! পৃথিবীতে বহু জাতি বহু মানবকে অতি ভক্তিতে আজও খোদার আসনে বসাইয়া পূজা ও আরাধনা করিয়া আসিতেছে। হযরত ঈসা আঃ এই সকল ঝুটা উপাস্যের মধ্যে অন্যতম। খ্রীষ্টানগণ তাঁহাকে স্পষ্টাক্ষরে (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ্ বলিয়া ঘোষণা ও উপাসনা করে এবং মুসলমানগণের মধ্যে এক দল তিনি আজও বাঁচিয়া আছেন বলিয়া তাঁহার খোদা হওয়ার প্রমাণ যোগায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم -

"নিশ্চয় তাহারা কুফর করিয়াছে, যাহারা কহে—নিশ্চয় ইবনে মরিয়মই আল্লাহ্।" (সুরা মায়েদা—৩য় রুকু)।

পাঠক ! আপনি কি জানেন, এই সব ঝুটা উপাস্যের খোদা হওয়ার যোগ্যতা আল্লাহ কোন্ যুক্তি দিয়া খণ্ডন করিয়াছেন ? পবিত্র কুরআনে পাঠ করুন :—

والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا
وهم يخلقون ○ اموات غير احياء - وما يشعرون
ايان يبعثون ○ (نحل ٢٢)

"এবং তাহারা (মানবগণ) আল্লাহ্ ব্যতিরেকে যাহাদিগকে আরাধনা করে, তাহারা কোন কিছু সৃষ্টি করে নাই এবং তাহারা স্বয়ং সৃষ্ট, তাহারা মৃত জীবিত নহে এবং তাহারা জানে না কবে তাহাদিগের পুনরুত্থান হইবে।" (সুরা নহল—২য় রুকু)।

আল্ল'হ্ ও ঝুটা উপাস্যের মধ্যে প্রভেদ এই যে. আল্লাহ্তায়ালা সৃষ্টিকর্তা ও চিরঞ্জীব এবং ঝুটা উপাস্যগণ সৃষ্ট ও মৃত। সৃষ্টের ধর্ম-হইল কালের অধীনে নির্ধারিত মেয়াদানুযায়ী মরা। অত্র আয়াতে আল্লাহ্তায়ালা এই যুক্তি দিয়াছেন যে, তিনি ছাড়া আর যাহাদিগকে মানব পূজা করে, তাহারা কেহ জীবিত নাই, মরিয়া গিয়াছে। হযরত ঈসা আঃ-ও আল্লাহ্ বলিয়া অভিহিত ও পূজিত হওয়ার কারণে অত্র আয়াতের মরণবান হইতে নিস্কৃতি লাভ করিয়া আজও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। এ আয়াতে তাঁহার মৃত্যুকে সন্দেহ ও প্রশ্নের অতীত করিয়া দিয়াছে।

১০। মাটির পৃথিবীতেই নবীগণের হেফাজতের ব্যবস্থা

আল্লাহ্তায়ালার কোন কুদরতের প্রকাশ অকারণে হয় না। হযরত ঈসা আঃ-কে আকাশে উঠাইয়া লওয়া হইয়া থাকিলে উহার কারণ কি ছিল? ইহা যদি দুশমন ইহুদীদিগের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য হইয়া থাকে. তাহা হইলে পাঠক, অবহিত হউন আল্লাহ্তায়ালা হযরত আদম ও তাঁহার সন্তানগণের জন্য দুশমনের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য পৃথিবী ছাড়িয়া অপর কোথাও যাইবার ব্যবস্থা করেন নাই। এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল নিয়ম হইতেছে যে, বন্ধু এবং শত্রু আজীবন এই পৃথিবীতে অবস্থান করিবে। হযরত আদম আঃ নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকট যাওয়ার পর আদিষ্ট হইয়া ছিলেন,

৬—

اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الارض مستقر
ومتاع الى حين ○ (البقرة ۲ : ۳۸)

"তোমরা বাহির হইয়া যাও পরস্পরের শত্রু হইয়া; তোমাদিগের জন্য পৃথিবীতে অবস্থান এবং ভরণপোষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত।" (সূরা বকর – ৪র্থ রুকু)।

হযরত আদম আঃ তাঁহার সঙ্গী ও দুশমন সহ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। দুশমনকে পৃথক আটক রাখা হয় নাই এবং আল্লাহ্-তায়ালা সকলকে আমরণ একত্রে বাস করিবার আদেশ দিয়াছেন। অধিকন্তু মুসলমানগণের ধারণা হযরত আদম আঃ-কে স্বর্গ হইতে তাঁহার সঙ্গী ও দুশমনসহ পৃথিবীতে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহার বিপরীত হযরত ঈসা আঃ-কে কোন্ নিয়মের বলে দুশমনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্ৃথিবী হইতে আকাশে লইয়া যাওয়া হয়? উচিত ছিল এ জগতে নুতন বলিয়া প্রথম নবী-পিতা হযরত আদম আঃ-এর জন্যই এরূপ কোন কুদরত দেখান বা নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর জন্য এ কুদরত দেখান। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর জীবনে হযরত ঈসা আঃ অপেক্ষা বহুগুণে গুরুতর বিপদ বহুবার দেখা দিয়াছিল,—কিন্তু তাঁহার জন্য এরূপ কোন কুদরত না দেখাইয়া এই মাটির প্ৃথিবীতে স্বাভাবিক যুক্তিসঙ্গত উপায়ে তাঁহাকে রক্ষা করা হইয়াছিল। সুতরাং উক্ত আয়াতে বর্ণিত আদেশ প্ৃথিবীর আর কাহারও জন্য শিথিল না করিয়া হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য কোন্ যুক্তিতে কি ভাবে শিথিল হইতে পারে কেহ কি আমায় বলিতে

পারেন? এ আয়াত কুদরতের সকল দোহাইকে ঝুটা করিয়া দিয়াছে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন :—

وان اخذ الله ميثاق النبين لما اتيتكم من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه — قال أ اقررتم واخذتم على ذلكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين o

(ال عمران ع ٩)

"এবং যখন আল্লহ নবীগণের সহিত চুক্তি করিলেন : তোমাদিগকে আমি পুস্তক ও জ্ঞান হইতে যাহা দিয়াছি, তৎপরে তোমাদিগের নিকট যাহা আছে তাহার তসদিক করিতে কোন নবী আসে, তাহার উপর ঈমান আনা ও তাহাকে সাহায্য করা তোমাদিগের উপর বাধ্যকর ; তোমরা কি একরার করিতেছ ? তাহারা (নবীগণ) বলিল আমরা একরার করিলাম। তিনি আল্লাহ্ বলিলেন তাহা হইলে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদিগের সহিত সাক্ষী থাকিলাম।" (সুরা আল্-এমরান—৯ম রুকূ)!

পাঠক! আল্লাহ্‌তায়ালা হযরত আদম আঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল নবীর সহিত এই চুক্তি করিয়াছেন। হযরত ঈসা আঃ-কে এ চুক্তি হইতে বাদ দেওয়া হয় নাই। এই চুক্তি অনুযায়ী

প্রত্যেক পরবর্তী তসদিককারী নবীর উপর ইমান আনা ও তাহাকে সাহায্য করা প্রত্যেক নবীর স্বয়ং ও তাহার অবর্তমানে তাহার উম্মতের প্রত্যেকের উপর বাধ্যকর। সুতরাং হযরত ঈসা আঃ থাকিলে এই অলঙ্ঘনীয় চুক্তি পালনার্থে তাহার অব্যবহিত পরবর্তী নবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর উপর ইমান আনিবার ও তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য অদ্য হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্ব অবতরণ করা উচিত ছিল। যেহেতু আল্লাহ্ স্বয়ং নিজেকেও এই চুক্তির এক সাক্ষী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও হযরত ঈসা আঃ-কে জীবিত আকাশে বা স্বর্গে তুলিয়া রাখিয়া থাকিলে এই চুক্তি পুরণার্থে অবশ্যই তাঁহাকে আকাশ হইতে যথাসময়ে নামাইয়া দিতেন। নচেৎ একযোগে (নাউযুবিল্লাহ) হযরত ঈসা আঃ ও আল্লাহতায়ালা স্বয়ং চুক্তিভঙ্গকারী হইয়া পড়েন। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর জীবদ্দশায় তাহার সাহায্যের জন্য হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশ বা স্বর্গ হইতে আগমন না করাই কি তাঁহার মৃত্যুর জ্বলন্ত প্রমাণ নহে?

চতুর্থ অধ্যায়

হযরত ঈসা আঃ-এর ওফাত প্রসঙ্গে আরও কিছু তথ্য

১। আকাশে গমনের ধারণার উৎস ঃ

শেষে প্রশ্ন ইহা রহিয়া যায় যে, হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশে যাওয়ার ধারনা ইসলামের মধ্যে কোথা হইতে আসিল। ইহার উত্তর এই যে, ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশে গমনে বিশ্বাসী বহু খ্রীষ্টান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। তখন হযরত ঈসা আঃ-এর আগমনের যুগ না থাকায় তাহাদিগের এই আকিদার ভ্রান্তি সম্বন্ধে কোন আলোচনা বা বিরোধ উপস্থিত হয় নাই। ইহার ফলে এই আকিদা ধীরে ধীরে মুসলমানদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। পক্ষান্তরে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে তাঁহার উম্মতে এক ঈসা আঃ-এর নামধারী নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দেখিয়া এবং তাঁহার আগমনের প্রকৃত স্বরূপ তখন কেহ অবগত না থাকায়, উক্ত খ্রীষ্টানি আকিদা ইসলামি আকিদার রূপ ধরিয়া অনেকের মনে বদ্ধমূল হইয়া যায়। 'ফতহুল বাইয়ান' তৃতীয় খণ্ড ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে :—

ففی زاد المعاد للحافظ ابن قیم رحمه الله تعالی

ما يذكر ان عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة
لا يعرف به أثر يجب المصير اليه قال الشامى وهو
كما قال فان ذلك انما يروى عن النصارى -

"হাফেজ ইবনে কাইয়েম তাঁহার পুস্তক জাহুল মায়াদে লিখিয়াছেন যে হযরত ঈসা আঃ-এর ৩৩ বৎসর বয়সে উঠাইয়া লওয়ার প্রমাণ হাদিস হইতে পাওয়া যায় না, যে জন্য ইহা মানা ওয়াজেব হইতে পারে। শামী বলিয়াছেন উহাই ঠিক। এই আকিদা হযরত রসুল সাঃ-এর কোন হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহা খৃষ্টানগণের রেওয়ায়েত এবং এ আকিদা তাহাদিগের নিকট হইতে আসিয়াছে।" ভবিষ্যদ্বাণী সকল সময় রূপকে বর্ণিত হইয়া থাকে। চিরকাল প্রত্যেক নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী রূপকে বর্ণিত হইয়া আসিয়াছে। জড়বাদী মানব সমাজ উহার তাৎপর্য বুঝিতে পারে নাই। সেইজন্য সকল নবীর বিরুদ্ধতা হইয়াছে এবং চিরকাল বিরুদ্ধবাদীরা ইহাই আপত্তি করিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত লক্ষণাবলী পূর্ণ হয় নাই। একই কারণে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কেও অবিশ্বাসীগণ অস্বীকার করিয়াছিল। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, কাফেরগণ মোহাম্মদ সাঃ কে তাঁহার সত্যতার প্রমাণ দর্শনার্থে স্বশরীরে আকাশে যাইয়া সেখান হইতে লেখা পুস্তক আনয়ন করিতে বলিয়াছিল। ইহুদীগণের ষড়যন্ত্রের জবাবে আল্লাহতায়ালার কুদরতের প্রকাশে যদি হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে আকাশের দিকে উড়িয়া গিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহুদীগণের তাঁহার নবুওত সম্বন্ধে সন্দেহ

করিবার আর কিছুই থাকিত না এবং আজ দুনিয়াতে একটি ইহুদীও দেখা যাইত না। কারণ এত বড় অলৌকিক ঘটনা দেখিয়া সে যুগের লোক ভয়ে ও ভক্তিতে অভিভূত না হইয়া পারিত না! পক্ষান্তরে হযরত ঈসা আঃ যদি সত্যই আকাশে গিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহুদীগণ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে এই কথাই বলিত যে, হযরত ঈসা আঃ যখন আকাশে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অপেক্ষা বড় নবী হইয়া ইহা পারিলেন না কেন? এরূপ কোন প্রশ্নের অবর্তমানতা ইহাই প্রমাণ করিতেছে যে, হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশ গমনের কথা ভিত্তিহীন। কাফেরগণ হযরত ঈসা আঃ-এর স্বশরীরে আকাশে গমন সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের আকিদার অনুসরণে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে আকাশে যাওয়ার নিদর্শন দেখাইতে বলিয়াছিলেন, যাহার উত্তরে হযরত মোহাম্মদ সাঃ উহার অসম্ভবতা ঘোষণা করিয়া হযরত ঈসা আঃ-এর স্বশরীরে আকাশ গমনের ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

২। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর মেরাজ ঃ

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কাহারও মনে হয়ত হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর স্বশরীরে মেরাজ গমনের প্রশ্ন জাগিতেছে। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহার পর আর এ কথা কাহারও মনে উঠা উচিত নহে। তথাপি হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর মেরাজ

যে এক প্রাঞ্জল রুহানী অভিজ্ঞান ছিল, সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ দিতেছি: (১) ইবনে হিশামে বর্ণিত আছে যে, মেরাজের রাত্রে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর দেহ বিছানা ছাড়িয়া মুহূর্তের জন্যও সরিয়া যায় নাই। (২) মেরাজ দৃষ্ট ঘটনাবলীর বর্ণনার পরে সহি বুখারীর হাদিসে আছে "তৎপরে হযরত মোহাম্মদ সাঃ জাগিয়া উঠিলেন।" (৩) মেরাজের গতি পথে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে কতিপয় সুসজ্জিতা স্ত্রীলোকের ডাকা ও তাহাদিগের ডাকে তাঁহার সাড়া না দেওয়া। জীবরাইল আঃ কর্তৃক মধু, শারাব ও দুগ্ধ প্রদত্ত হইলে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর দুগ্ধ পান করা এবং জীবরাইল আঃ কর্তৃক এই সকল বিষয়ের তাবির করিয়া হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে অর্থ বুঝান মেরাজের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করিয়া দিয়াছে। স্বশরীরে চর্ম চক্ষু দ্বারা দেখা জিনিস বা কার্যের তাবির হয় না। (৪) পবিত্র কোরআনে মেরাজ সম্বন্ধে বর্ণিত আছে :—

وما جعلنا الرؤيا التى اريناك الا فتنة للناس
(سورة بنى اسرائيل ع ٦)

"এবং আমরা করি নাই ঐ স্বপ্নকে যাহা আমরা তোমাকে দেখাইয়াছিলাম পরন্তু মানবগণের জন্য এক পরীক্ষা।

(সুরা বনি ইসরাইল—৬ষ্ঠ রুকু)।

হাদিস ও কোরআনের এই সকল অকাট্য সাক্ষ্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর মেরাজ এক উচ্চাঙ্গের স্বপ্ন বা কাশ্‌ফ ছিল। তাজকিরাতুল আউলিয়া পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন হযরত বায়েজীদ বোস্তামী রহঃ-এরও মেরাজ হইয়াছিল। ইহাকে কেহ স্বশরীরে হইয়াছিল বলিয়া মনে করে না। ইহাও ঐ একই জাতীয় উচ্চাঙ্গের স্বপ্ন বা কাশ্‌ক। তবে নবী এবং গয়ের নবীর মেরাজের মধ্যে প্রভেদ অনেক।

৩। পূর্বে কোন নবী আকাশে স্বশরীরে যান নাই ঃ

পাঠক! অদ্যাবধি কখনও আকাশ হইতে কোন নবী নাযেল হন নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان
قالوا أبعث الله بشرا رسولا ○ قل لو كان فى الارض
ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا
رسولا ○

এবং কিছুই প্রতিরোধ করে নাই মানবকে বিশ্বাস আনিতে, যখন তাহাদিগের নিকট হেদায়েত পৌঁছিয়াছে, পরন্তু তাহারা বলিয়াছে, কি! আল্লাহতায়ালা একজন মরণশীল মানবকে নবী হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন! বল: যদি পৃথিবীতে ফেরেস্তাগণ অধিবাসী হইয়া বিচরণ করিত, তাঁহা হইলে নিশ্চয় আমরা আকাশ হইতে একজন ফেরেস্তাকে নবী করিয়া পাঠাইতাম।"

(সুরা বানি ইসরাইল—১১শ রুকু)

... ...انظر كيف ضربوا لك الامثال
فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ٥

"এবং তাহারা বলে, এ কেমন ধারা নবী যে, সে আহার করে এবং বাজারে ফিরিয়া বেড়ায়, তাহার প্রতি একজন ফেরেস্তা কেন প্রেরণ করা হয় নাই? তাহা হইলে সে তাহার সহিত সতর্ক করিয়া ফিরিত।......দেখ, তাহারা তোমার নিকট এরূপ দৃষ্টান্ত দেয়? তাহারা বিপথগামী হইয়াছে, সুতরাং তাহারা পথ পাইতে সক্ষম হইবে না।" (সুরা ফুরকান ১ম রুকু)।

পাঠক দেখুন! উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আল্লাহতায়ালা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, আকাশ হইতে নবী আসিলে মানব-রসূল না হইয়া ফেরেস্তা-রসুল আসিতেন। কারণ মানবের হেদায়েতের জন্য পৃথিবীতে বিচরণশীল মানব-রসুলই আদর্শ, যিনি তাহাদিগের ন্যায় আহার করেন ও বাজারে চলাফেরা করেন। অবশ্য যদি ফেরেস্তাগণ পৃথিবীতে অধিবাসী হইত, যাহারা আকাশেও বিচরণ করিতে সক্ষম, তাহা হইলে তাহাদিগের জন্য আকাশ হইতে ফেরেস্তা রসূল প্রেরণ করা হইত। সমজাতীয় না হইলে কোন আদর্শ আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে না। আকাশ হইতে কল্পিত কোন মানব-রসুল আসিলেও তিনি মানবের নিকট যুক্তিমূলে আদর্শরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ তাঁহাকে সকল মানব স্বতন্ত্র শক্তি ও গুণ বিশিষ্ট দেখিয়া তিনি অনুগমনের উর্ধে অবস্থিত থাকার যুক্তিতে মানব সাধারণ সহজেই তাঁহাকে গ্রহণ ও তাঁহাকে অনুসরণ করার দায়

হইতে এক কথায় নিজদিগকে মুক্ত করিয়া লইত। সেইজন্য আল্লাহ্তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে বলিয়াছেন যে, যাহারা আকাশ হইতে নবীর আগমন চাহে, তাহারা বিপথগামী এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাহারা পথ পাইতে সক্ষম হইবে না। কারণ ঐরূপ নবী আসিলে সকলের আগে তাহারাই তাঁহাকে গ্রহণের উর্ধে বলিয়া বিদায় করিয়া দিবে। সুতরাং মুখে মানব-রসূল চাওয়া এবং দৃষ্টি আকাশে স্থাপন করিয়া রাখা, পুর্ণ বিপথগামীর লক্ষণ।

আকাশ হইতে নবী আসা নির্দিষ্ট থাকিলে পবিত্র কোরআনে ইহার উল্লেখ থাকিত। আমরা দেখিয়াছি পবিত্র কোরআনে কোথাও এরূপ কথা নাই। সমগ্র কোরআনে ইহার বিপরীত কথাই বলা আছে। পাঠকের অবগতির জন্য এখানে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আরও একটি নির্দেশ বর্ণনা করিব। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন নবীর আগমন সম্বন্ধে কোন কথা অজানা থাকিলে অন্য আহলে কিতাবগণকে জিজ্ঞাসা কর। যথা :—

وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم
فسئلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ٥

"এবং আমরা তোমার [হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর] পূর্বে মানব ব্যতিরেকে আর কাহাকেও নবী করিয়া পাঠাই নাই। যদি তোমরা না জান তাহা হইলে জিজ্ঞাসা কর আহলে-জিকরকে —প্রকাশ্য যুক্তি ও শাস্ত্রধারীদিগকে।" (সুরা নহল - ৭ম রুকু।)

উর্ধ্বে আলোচনা অনুযায়ী আদর্শের নিমিত্ত অপরাপর মানবের ন্যায় নবীর আগমন যুক্তির ধারাতেই হইয়া থাকে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে মুসায়ী শরিয়তধারী ইহুদীগণ সর্ব প্রথম অযুক্তির ধারায় আকাশ হইতে এক নবীর আগমন প্রতীক্ষা করে। কিন্তু তাহাদিগের দুর্ভাগ্য প্রত্যাশিত নবী ইলিয়াস আঃ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না, অথচ তাহাদিগেরই একদল হযরত ইয়াহ্‌ইয়া আঃ-কে ইলিয়াস-রূপে গ্রহণ করিয়া হেদায়েত লাভ করিয়াছে। হে ভক্তের দল। শেষযুগে হযরত ঈসা আঃ-এর আগমনের স্বরূপ নির্ধারণে আহলে কিতাবদের মধ্যে তোমরা কোন্ দলের মীমাংসা গ্রহণ করিবে? তোমরা যদি হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য আকাশে তাকাইয়া থাকিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে ইহুদীগণের মীমাংসা গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা করিতে হইলে তোমাদিগকে এত আগাইয়া আসিয়া আকাশের দিকে চাহিলে চলিবে না। তোমাদিগকে অনেকখানি পিছাইয়া ইহুদিগের সঙ্গে এক লাইনে দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে তাকাইতে হইবে। আকাশ হইতে স্বশরীরে নবী আসার নিয়ম মানিলে, নবী হযরত ইলিয়াস আঃ আজও আকাশ হইতে স্বশরীরে অবতরণ না করায়, হযরত ঈসা আঃ-এর দাবী বাতিল হইয়া যায় এবং হযরত ঈসা আঃ-এর আগমন না হইয়া থাকিলে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর আগমন সাব্যস্ত হয় না এবং হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর সত্যতা সাব্যস্ত না হইলে তোমাদিগের মুসলমান হওয়া সাব্যস্ত হয় না। কারণ হযরত ইলিয়াস আঃ-এর পরে হযরত ঈসা আঃ-এর আগমন এবং হযরত ঈসা আঃ-এর পর হযরত

মোহাম্মদ সাঃ-এর আগমনের কথা ছিল। হযরত ইলিয়াস আঃ এর পরে হযরত ঈসা আঃ-এর আগমনের কথা আমরা ইঞ্জীল হইতে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-সম্বন্ধে হযরত ঈসা আঃ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন "... আমি তোমাদিগকে সত্য কথা বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদিগের জন্য মঙ্গলজনক। কারণ আমি গত না হইলে (ফারকুলিত শান্তিদাতা মোহাম্মদ সাঃ) আসিবেন না। কিন্তু আমি গত হইলে তাঁহাকে আমি প্রেরণ করিব।"— জন ১৬:৭। এই ভবিষ্যদ্বাণী হইতেও বুঝা যাইতেছে যে, হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পর হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর আগমনের কথা, তাহার জীবদ্দশায় নহে। সুতরাং হযরত ঈসা আঃ এর স্বশরীরে আকাশে জীবিত থাকা ও আগমনের কথা সত্য হইলে, তোমাদিগের বিশ্বাস ও যুক্তিমূলে ইহুদী ধর্মই আজ সচল এবং তোমাদিগের ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করা উচিত এবং শেষ যুগের মুসলমানগণের জন্য হযরত মোহাম্মদ সাঃ প্রদত্ত হুবহু ইহুদী আখ্যাই তোমাদিগের জন্য উপযুক্ত। এখন চিন্তা করিয়া দেখ, হযরত ঈসা আঃকে আকাশে জীবিত কল্পনা করার বিশ্বাস তোমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতেছে। ইহা করিলে, তোমাদিগকে তোমাদিগের হযরত ঈসা আঃ-কে ও স্বীয় নবী হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কেও অস্বীকার করিতে হইবে। হায়! তোমাদিগের বড় সাধের বিশ্বাস তোমাদিগের ললাটে অবিশ্বাসীর টিকাই পরাইয়া দিয়াছে। সত্বর এরূপ আত্মধ্বংসকারী বিশ্বাস পরিত্যাগ কর।

পাঠক! আপনি দেখিলেন, পুরাতন নবীর নামে নূতন এক নবীর আগমন ধর্মের ইতিহাসে নূতন নহে। ইহুদীগণের অভিশপ্ত হওয়ার দুঃখময় কাহিনীর মূল ইহাই। একজনের নামে কি আমরা অপর জনের নাম রাখি না? যখন আমরা আপন কোন সন্তানের নাম রাখি, তখন কোন গুণীব্যক্তির নামে তাহার নাম রাখি। উদ্দেশ্য এই যে আমাদিগের সন্তান যেন নামের গুণে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির গুণে গুণান্বিত হয়। আমরা এক আশা নিয়া নিজ কোন সন্তানের নাম রাখি, কিন্তু আল্লাহ্ যিনি ভবিষ্যদ্বিষয়ে পূর্ণ অবগত, তিনি যদি ভবিষ্যতে আগমনকারী কোন ব্যক্তির গুণে গুণান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহার নামে নাম রাখিয়া দেন, ইহাতে অপরাধ কি হয় বলিতে পারেন? নবীর মাহাত্ম্য তাঁহার দেহে নাই। পরন্তু তাঁহার মধ্যস্থিত আত্মায়। এক নবীর অনুরূপ শক্তি দিয়া আল্লাহতায়ালা যেহেতু অপর এক নবী সৃষ্টি করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম সুতরাং কোন সমগুণ বিশিষ্ট নবীকে একই নামে স্মরণ করিলে কি অপরাধ ঘটে? পক্ষান্তরে এ বিষয়ে হযরত ইলিয়াস আঃ-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া ও মানিয়া আর ভুল করার বা আশ্চর্য্য হওয়ার কারণ নাই। জগতে কোন জাতি পরীক্ষার হাত এড়ায় নাই। ইহুদীগণের নিকট ঈদৃশাকারে এক নবীর নামে অপর এক নবীর আগমনের কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। তথাপি তাহাদিগকে এ পরীক্ষায়ও উহার শাস্তি হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই।

৪। উম্মতের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ

হে মুসলমান! বিনা পরীক্ষায় কোন পুরস্কার লাভ হয় না। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর পরও মানবগণকে পরীক্ষা হইতে রেহাই দেওয়া হয় নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন,

احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ○

"মানবগণ কি মনে করে যে, তাহাদিগকে ইহা বলিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে যে তাহারা বিশ্বাস করে, অথচ তাহাদিগকে পরীক্ষা করা হইবে না? (সূরা আনকবুত-১ম রুকু)।

সুতরাং ইহুদীগণের জন্য পরীক্ষার বিষয় যখন সহজ করা হয় নাই, তখন শ্রেষ্ঠ উম্মতের জন্য পরীক্ষা কিভাবে সহজ হইবে? সূরা ফাতেহায়

غير المغضوب عليهم

"আমাদিগকে অভিশপ্ত (অর্থাৎ ইহুদীদিগের ন্যায়) করিও না" প্রার্থনায় এই পরীক্ষার দিকেই ইঙ্গিত রহিয়াছে। হযরত ঈসা আঃ কে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করার জন্যই ইহুদীগণ অভিশপ্ত। সুতরাং মুসলমানগণেরও মোহাম্মদী

ঈসা-আঃ-এর প্রতি ঈদৃশ আচরণ করার আশঙ্কা ছিল বলিয়াই আল্লাহতায়ালা সুরা ফাতেহায় মুসলমানগণকে সাবধান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আবার প্রাথমিক খ্রীষ্টানগণ হযরত ঈসা আঃ-এর উপর ঈমান আনিয়া পুরাতন কোন নবীর বাঁচিয়া থাকা ও আকাশ হইতে তাঁহার অবতরণ করার ধারণার অসারতা প্রতিপন্ন করিলেও ভাগ্যের অদ্ভুত পরিহাসে তাহাদিগের উত্তরাধিকারীগণ আবার ইহুদীগণের পুরাতন ধারণা নূতন রঙে রঞ্জিত করিয়া স্বয়ং হযরত ঈসা আঃ-এর আকাশে গমন ও আকাশ হইতে শেষ যুগে আগমনের বিশ্বাস পোষণ করিয়া বিপথগামী হইয়াছে। তাহারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে হযরত ঈসা আঃ-কে অস্বীকার করার মূলে রহিয়াছে আকাশ হইতে কোন নবীর আগমনে অস্বীকার। মুসলমান গণেরও ইহুদীগণের অনুকরণ করার আশঙ্কা ছিল। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর মৃত্যু উপলক্ষে সকল নবীর মৃত্যু সম্বন্ধে সকল সাহাবার একমত দেখিয়াও আবার একদল মুসলমান আকাশ হইতে এক পুরাতন নবীর আগমন চাহে। এইজন্য আল্লাহ আমাদিগকে সুরা ফাতেহায়, وَلَا الضَّالِّيْنَ

"আমাদিগকে বিপথগামীদের (অর্থাৎ—খ্রীষ্টানদের) পথে চালাইও না" প্রার্থনা শিখাইয়াছেন। কিন্তু ঈদৃশ প্রার্থনা করা সত্বেও যুক্তিকে হাত হইতে ছাড়িয়া দেওয়ার দোষে তাহারাও এ ব্যধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। তাই হযরত মোহাম্মদ সাঃ তাঁহার উম্মতের সম্বন্ধে ভবিষ্যাণী করিযাছেন :—

ليأتين على امتى ما اتى على بنى اسرائيل
حذ و النعل بالنعل حتى اذا كان منهم من اتى امه
علانية لكان فى امتى من يصنع ذالك (ترمذى)

"নিশ্চয় আমার উম্মতের উপর ঐসব কিছু ঘটিবে যাহা বনি ইসরাইলগণের মধ্যে হইয়াছিল, এক পায়ের জুতা যেরূপ আর এক পায়ের জুতার মত হয়, এমনকি শেষোক্তদিগের মধ্যে যদি কেহ আপন মাতার সহিত ব্যভিচার করিয়া থাকে তাহা হইলে আমার উম্মতের মধ্যেও কেহ কেহ এইরূপ হইবে যাহারা এরূপ অপকর্ম করে।" (তিরমিজি)

সুতরাং যে দুই উম্মতের মধ্যে ক্রিয়াকলাপে এতখানি মিল দৃষ্ট হওয়ার কথা, তাহাদিগের মধ্যে নবীকে অস্বীকার করার বিষয়ে কখনও গরমিল থাকিতে পারে না। আকাশে কোন নবীর অবস্থান ও পুনরাগমনের ধারণা পুরাতন ইহুদী ব্যাধি। ইহার হাত হইতে খ্রীষ্টানগণও রেহাই পায় নাই এবং মুসলমান জাতির মধ্যেও একদল-এ ব্যাধির আক্রমণে পীড়িত। এ পীড়ার চিকিৎসা অতীতে যে ঔষধ দ্বারা হইয়াছিল মুসলমানগণের জন্যও আজ আবার সেই ঔষধের প্রয়োজন। হযরত ঈসা আঃ-এর আধ্যাত্মিকতা ছিল ইহুদী ব্যাধির ঔষধ। হযরত মোহাম্মদ সাঃ সেইজন্য শেষ যুগের ইহুদী সদৃশ মুসলমানগণের উদ্ধার কর্তার রূপক বা আধ্যাত্মিক নাম ঈসা ইবনে মরিয়ম রাখিয়াছেন। যেরূপ শেষ যুগের

ইহুদী সদৃশ্য ভ্রান্ত মুসলমানগণ প্রকৃত পুরাতন ইহুদী নহে, সেইরূপ শেষযুগের প্রতিশ্রুত ঈসা আঃ পুরাতন বনি-ইসরাইলি ঈসা আঃ নহেন। বিগত ঈসা আঃ পবিত্র কোরআনের কথা অনুযায়ী মাত্র বনি ইসরাইলগণের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি মুসলমানগণের জন্য নবী হইতে পারেন না। আল্লাহতায়ালা নূতন ইহুদীগণের জন্য নূতন ঈসা আঃ-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য ঈসা আঃ নাম রাখা, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান তিনটি জাতির আধ্যাত্মিক ব্যাধি সংশোধনের জন্য প্রয়োজন ছিল। ইহুদীগণের জন্য এই উদ্দেশ্যে যে, অতীতে একবার তাহাদিগের চিকিৎসার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, সেই সত্য পন্থাতে আজ আবার নূতন করিয়া তাহাদিগের পুরাতন ব্যাধির প্রতিষেধকের পুরাতন নাম দিয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল এবং এতদ্বারা তাহাদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, যাহাকে তাহারা ক্রুশে চাপাইয়াছিল, তিনি প্রকৃত ঈসা আঃ-ই ছিলেন। খ্রীষ্টান জাতির জন্য এই উদ্দেশ্যে যে এই নামেই যাহাকে তাহারা উদ্ধারকর্তা মানিয়া ইহুদীগণকে যে যুক্তিতে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করিয়াছিল, সেই নামেই পুরাতন ধারায় আজ আবার তাহাদিগের প্রত্যাশিত এক নূতন উদ্ধারকর্তা আসিয়াছেন। মুসলমানের জন্য এই উদ্দেশ্যে যে ইহুদীগণের সর্বোতমুখী অধঃপতনে যে ব্যবস্থার দ্বারা তাহাদিগের উদ্ধারের উপায় করা হইয়াছিল, তাহারা আজ ইহুদীগণের দশা প্রাপ্ত হওয়ায়, সেই পুরাতন নামেই

আজ তাহাদিগের নূতন ব্যাধির নূতন করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সুতরাং এই তিনটি জাতির আধ্যাত্মিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্য যে মহাপুরুষের আগমনের কথা তাঁহার আধ্যাত্মিক নাম ঈসা ইবনে মরিয়মই একমাত্র উপযোগী।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রতিশ্রুত মসীহ আঃ এবং বনী ইস্রায়েলী মসীহ আঃ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি

হযরত মোহাম্মদ সাঃ শেষ যুগে যে ঈসা মসিহ আঃ-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তিনি যে ভিন্ন ব্যক্তি, তাহা তাঁহার আগমনের লক্ষণাবলি পাঠ করিলে সহজে বুঝা যায়। সহি বুখারী লিখিত মোটামুটি তাঁহার দশটি লক্ষণের আলোচনা করিয়া পাঠককে ইহার সত্যতা দেখাইতে চাই। লক্ষণগুলি ও উহাদিগের আলোচনা নিম্নে দফায় দফায় প্রদত্ত হইল।

১। সহি বুখারী লিখিত দশটি লক্ষণ

(১) প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ আঃ দুইখানি হলদে রঙের চাদর গায়ে জড়াইয়া অবতীর্ণ হইবেন।

হযরত ঈসা আঃ-এর ক্রুশের ঘটনার সময় তাঁহার অঙ্গে হলুদ রঙের চাদর ছিল না, পরন্তু গায়ে বেগুনে রঙের কাপড় ছিল।

অধিকন্তু তাঁহার ক্রুশের ঘটনা ঘটিয়াছিল এপ্রিল মাসে গ্রীষ্মের সময়। এমতে তাঁহার আকাশে যাইবার সময় গায়ে দুইখানি চাদর জড়াইয়া যাইবার প্রশ্ন উঠে না এবং যান নাই। অতএব আকাশ হইতে নামিবার সময় দুইখানি হলুদ রঙের চাদর তিনি কোথা হইতে আনিবেন এবং কেন জড়াইয়া আসিবেন? পাঠক, ভবিষ্যদ্বাণী বুঝিবার জন্য তাবির করিয়া লইতে হয়। তাবিরের পুস্তকে আছে, স্বপ্নে কাহাকেও হলুদ রঙের কাপড় পরিহিত দেখিলে তাহাকে পীড়িত বুঝায়। সুতরাং এই লক্ষণ হইতে বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত মসিহের দেহে দুইটি পীড়া থাকিবে। কিন্তু বিগত হযরত ঈসা আঃ-এর দেহে কোন চিররোগ ছিল না।

(২) তিনি দুইজন ফেরেস্তার স্কন্ধে হাত স্থাপন করিয়া অবতীর্ণ হইবেন।

ফেরেস্তারা অশরীরী হইয়া থাকেন। সুতরাং ফেরেস্তার স্কন্ধে হস্ত রাখিয়া তিনি অবতীর্ণ হইলেও সাধারণের তাঁহাদের দেখার কথা নহে। সুতরাং ইহাও রূপক এবং ইহার তাবির করিতে হইবে। ফেরেস্তাগণ নবীর জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য স্বরূপ হইয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য এই লক্ষণে ফেরেস্তা অর্থে সাধারণের বোধগম্য হয় এরূপ কোন বিশেষ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক নবীর সত্যতার দুইটি প্রমাণ সংগে থাকে। যথা—(ক) বাইয়েনাত বা অকাট্য যুক্তি ও (খ) আয়াত বা নিদর্শন অর্থাৎ মোজেযা। এতদুভয়ের সাহায্যে

তিনি দুইটি ক্রিয়া সাধন করিয়া থাকেন। একটি হইল মানবের পার্থিব দৃষ্টিকোণের আমূল পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাকে জড় বাসনা হইতে মুক্ত করা ও অপরটি হইল তাহার আধ্যাত্মিক সংশোধন করিয়া তাহাকে ফেরেস্তায় পরিণত করা। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের এই বৈশিষ্টের কথা আলোচ্য লক্ষণে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

(৩) কাফেরগণ তাঁহার নিশ্বাসে মারা যাইবে।

হে পাঠক! হযরত ঈসা আঃ-এর যদি এই শক্তিই ছিল, তাহা হইলে ইহুদীদিগের ভয়ে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহাকে আকাশে তুলিয়া লইবার (নাউযুবিল্লাহ্) কি প্রয়োজন ছিল? যে সকল দুষ্ট ইহুদী তাঁহাকে ক্রুশে দিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে এই শক্তির প্রয়োগে মারিয়া ফেলিলেই সব আপদ চুকিয়া যাইত এবং তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে আর কেহ সন্দেহ করিতে পারিত না এবং মাত্র কয়েকজনকে মরিতে দেখিলেই বাকি সকলে তাঁহার উপর ঈমান আনিত। তবে কি হযরত ঈসা আঃ-এর প্রথম আগমনে এ শক্তি ছিল না এবং আকাশে যাইয়া তিনি এ শক্তি অর্জন করিয়া আসিবেন? কোন কোন বন্ধু একথাও বলিয়া থাকেন যে, প্রথম আগমনে তিনি নবী ছিলেন এবং দ্বিতীয় আগমনের সময় তাঁহার নবুওত থাকিবে না। তবে কি তিনি নবুওতের বিনিময়ে এই শক্তিলাভ করিয়া আসিবেন! তিনি কি নিম্নপদে স্খলিত হইয়া উচ্চতর শক্তিলাভ করিয়া আসিবেন? ইহা একেবারে হাস্যাস্পদ কথা। এ লক্ষণেরও আমাদিগকে তাবির করিতে হইবে। যে নিঃশ্বাসে কেহ মারা যায় উহাকে বদ্‌দোয়া কহে। সূরা জুমার

প্রথম রুকুতে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। অবিশ্বাসীগণের বিরুদ্ধে নবীর চরম যুক্তিবাণ হইল মোবাহেলা অর্থাৎ প্রার্থনা যুদ্ধের আহ্বান। ইহাতে মিথ্যাবাদী মারা যায় ও সত্য প্রকাশিত হয়। অত্র লক্ষণে ইহাই নির্দিষ্ট আছে যে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সহিত যে কোন বিরুদ্ধবাদী মোবাহেলায় আসিলে, সে মৃত্যুর মুখ দেখিবে ও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সত্যতা তাহাতে সূর্যের আলোর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া উঠিবে।

(৪) তাঁহাকে সদা গোসল অবস্থায় দেখা যাইবে এবং যখনই তিনি মস্তক অনবত করিবেন, তাঁহার ললাটদেশ হইতে মুক্তার ন্যায় পানির বিন্দু ঝর-ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িবে।

হে পাঠক, সত্য সত্যই এরূপ ঘটিলে মহা বিপদের কথা। মুখ নিচু করিয়া পান আহার ওকাজ-কর্ম করাও নামাজ পড়া তাঁহারজন্য মুস্কিল হইয়া পড়িবে। অনবরত তাঁহার ললাটের পানিতে আহার্য বস্তু, বিছানা, কাপড় চোপড়ও জায়নামায ভিজিয়া যাইবে ও উহা অনবরত বদলাইতে হইবে। সুতরাং এ লক্ষণকেও আমাদিগকে তাবির করিয়া লইতে হইবে। হযরত মোহাম্মদ সাঃ নামায ও আল্লাহ্তায়ালার স্মরণকে গোসলের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। তদনুযায়ী এই লক্ষণের অর্থ হইবে যে, তিনি সদা আল্লাহর স্মরণে এরূপ নিমগ্ন থাকিবেন, তাঁহার চরিত্রের কোথাও বিন্দুমাত্র কালিমা দেখা যাইবে না এবং পবিত্রতায় তাঁহার চেহারা সদা সমুজ্জ্বল থাকিবে।

(৫) দাজ্জাল কাবা গৃহের চারিদিকে তাওয়াফ করিবে এবং প্রতিশ্রুত মহাপুরুষও কাবা গৃহের চারিদিকে তাওয়াফ করিবেন।

হে পাঠক! দাজ্জালের কাবাগৃহের নিকটে যাওয়া কিরূপে সম্ভব? হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে দাজ্জাল মক্কা ও মদীনাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এ লক্ষণকে তাবির করিয়া লইতে হইবে। পাঠক! আবু দাউদের সহি হাদিসানুযায়ী পবিত্র কোরআনের সুরা কাহাফের ১ম রুকুতে দাজ্জালের পরিচয় নির্দিষ্ট আছে। পাঠ করিয়া দেখুন, বিকৃত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীগণ হইল প্রতিশ্রুত দাজ্জাল। শেষ যুগের খ্রীষ্টানগণের ইসলামের বিকৃত পাঠ ও বিরুদ্ধ প্রচারণার দ্বারা ইসলামকে ধ্বংস করার চেষ্টাকেই তাহাদিগের কাবার তাওয়াফ বলা হইয়াছে। ইহার বিপক্ষে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ কর্তৃক ইসলামের সঠিক পাঠ ও প্রচারণার দ্বারা তাহাদিগের সকল চেষ্টার ব্যর্থতার ইঙ্গিত তাঁহার কাবার তাওয়াফ করার দ্বারা বুঝান হইয়াছে। কোন চোর যেমন গৃহস্থের বাড়ীর চারিদিকে রাত্রির অন্ধকারে ঘুরে এবং চৌকিদারও ঘুরে, অথচ উভয়ের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত, তদ্রুপ আলোচ্য লক্ষণে দাজ্জাল ও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের যথাক্রমে ইসলামের বিপক্ষে ও সপক্ষে পাঠ ও প্রচারণার কথা বলা হইয়াছে।

(৬) তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন।

এই ক্রুশ যদি বাহ্যিক কাষ্ঠ বা ধাতু নির্মিত ক্রুশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে হযরত ঈসা আঃ-কে ইহুদীগণ যে ক্রুশে

বিদ্ধ করিয়াছিল, উহাতে বিদ্ধ হইবার উপক্রমেই যদি তিনি তাহা ধ্বংস করিয়া দিতেন, তাহা হইলে সব আপদ চুকিয়া যাইত। মূল ধ্বংস হইয়া গেলে তাহার আর নকল তৈয়ার হইতে পারিত না। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের মূলে ছিল একটি মাত্র ক্রুশ। উহাকে উপলক্ষ্য করিয়া দিনে দিনে চক্র-বৃদ্ধিহারে ক্রুশের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে। একদিন যিনি যৌবনের পূর্ণশক্তি নিয়াও একটি মাত্র ক্রুশকে ধ্বংস করিতে পারেন নাই, অতি বার্ধক্যে এখন তিনি জগৎ জোড়া অগণিত ক্রুশের অনুসন্ধান করিবেন কিভাবে এবং সে সব ধ্বংসই বা করিবেন কিরূপে? তখন কয়েকজন ইহুদী ও সিপাহীর উপস্থিতিতে তিনি মাত্র একটি ক্রুশ ধ্বংস করিবার কল্পনা করিতে পারেন নাই। আজ তিনি অগণিত খ্রীষ্টান ও মহাশক্তিশালী খ্রীষ্টান রাজ-শক্তিবর্গের মোকাবেলায় কিভাবে অগণিত ক্রুশ ধ্বংস করিবেন? সে যুগে মুষ্টিমেয় রাজ-শক্তিহীন ইহুদী তাঁহার শত্রু ছিল। এখন স্বয়ং তাঁহার অনুসরণের দাবীদার খ্রীষ্টান জগত ক্রুশ ধ্বংসের অভিযানে তাঁহার শত্রু হইবে। খ্রীষ্টানগণ ক্রুশকে পবিত্র চিহ্ন হিসাবে ধারণ ও রক্ষা করে। সুতরাং হযরত ঈসা আঃ ইহার ধ্বংস-কার্যে হস্তক্ষেপ করিবামাত্রই তাঁহার মহাবিপদ অনিবার্য।

হযরত ঈসা আঃ-কে দিয়া যদি আল্লাহতালায়ালা বাহ্যিক ক্রুশ ধ্বংস করার কাজ নির্দিষ্ট করিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে যুক্তি-যুক্ত-ভাবে ইহা তিনি প্রথম দিনেই করিতেন। রক্তবীজের বংশের ন্যায় ক্রুশের সংখ্যাকে বাড়িতে দিয়া মহাযুদ্ধের জন্য তিনি একি মহাবিপদের

বোঝা সৃষ্টি করিতেছেন ? জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কিভাবে এ কাজ সম্পন্ন করিবেন ? ইহাতে বুদ্ধিমত্তা ও আধ্যাত্মিকতারই বা কি আছে ? সুতরাং ইহার বাহ্যিক অর্থ একেবারে অসম্ভব। আজ কত কোটি ক্রুশ আছে তাহার ইয়াত্তা নাই এবং সেগুলি সব ধ্বংস করা কাহারও জন্য সম্ভব নহে এবং ইহা কোন নবীর কার্য হইতে পারে না। অতীতে মুসলমানগণ যখন কোন খ্রীষ্টান দেশ জয় করিয়াছে, তখন তাহারা তত্রত্য ক্রুশ বিনষ্ট করিয়াছিল। প্রতিশ্রুত মসিহের দ্বারা যদি স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, কাষ্ঠ ইত্যাদি নির্মিত প্রকাশ্য ক্রুশ ভঙ্গ করা নির্দিষ্ট থাকিত, তাহা হইলে তাহারা গুরুতর অপরাধ করিযাছিল। কারণ হযরত মোহাম্মদ সাঃ এ কাজ তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট করেন নাই। আশ্চর্য এই যে, তাহাদিগের এইরূপ ক্রুশ ধ্বংসের কার্যে কোন মৌলবী বা আলেম তাহাদিগকে বাধা পর্যন্ত দেয় নাই এবং এজন্য কেহ তাহাদিগকে তিরস্কারও করে নাই যে, তাহারা এরূপ অনধিকার চর্চায় লিপ্ত কেন ? যে কার্য তাহাদিগের জন্য নির্দিষ্ট নয় সে কার্যে তাহারা হাত দেয় কেন ? পক্ষান্তরে এ কার্যের জন্য তাহাদিগকে কেহ ঈসা মসিহ আখ্যায় ভূষিতও করে নাই। সুতরাং প্রতিশ্রুত মসিহের দ্বারা এ লক্ষণ শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হওয়ার প্রত্যাশা করা বাতুলতা। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, তিনি আসিয়া যুক্তিসহকারে ক্রুশের আকিদা ধ্বংস করিবেন। পাঠক ! হযরত ঈসা আঃ-কে যদি ক্রুশে একেবারে না দেওয়া হইয়া থাকিত, যে কথা অন্যেরা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিশ্রুত মসিহ আসিয়া আর নূতন করিয়া কিভাবে ক্রুশের আকিদা ধ্বংস করিবেন ? কারণ তাহারা যখন ক্রুশের কথা একেবারে উড়াইয়া

দিতে চায়, তখন আর নূতন কি যুক্তি প্রতিশ্রুত মসিহ দিতে আসিবেন? তাহাদিগের এরূপ অকাট্য যুক্তি সত্ত্বেও যখন ক্রুশের প্রায়শ্চিত্তবাদের আকিদা হিমালয় পর্বতের ন্যায় এতকাল অচল অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং মুসলমান শাসিত দেশগুলিতে নূতন করিয়া ক্রুশের আস্তানা গাড়িয়া আজও সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ক্রুশের আকিদার ভিত্তি অন্যত্র স্থাপিত এবং তাহার খণ্ডনও অন্যরূপ। বস্তুতঃ হযরত ঈসা আঃ-এর স্বাভাবিক মৃত্যু, যাহা আমরা সাব্যস্ত করিয়া আসিয়াছি উহাতেই ক্রুশের আকিদার খণ্ডন রহিয়াছে। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য এই কার্যই নির্দিষ্ট ছিল এবং তিনি ইহা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই যুক্তির আলোকে আমি এই পুস্তক লিখিলাম।

(৭) তিনি সকল শুকর হত্যা করিবেন।

আলেমগণের ভ্রান্ত বিশ্বাস, প্রতিশ্রুত মসিহ আসিয়া একদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর সকল শুকর মারিয়া ফেলিবেন। পাঠক! কার্যতঃ ইহা সম্পন্ন করিতে কতদিন লাগিবে? ইহা কি একজনের কার্য? বিজয়ী মুসলমানগণ যেরূপ বিজিত দেশের ক্রুশ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিত, হযরত মসীহ আঃ-এর আগমনের পূর্বে সকলে মিলিয়া শুকর হত্যার কার্য যথাসম্ভব আগাইয়া রাখিলে কি ভাল হইত না? পাঠক! আল্লাহতায়ালার একটা সৃষ্টিকে সমূলে বিনষ্ট করিবার হেতু কি? অতীতে কি কোন নবী এরূপ কোন সৃষ্টি ধ্বংসের কার্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন? পাঠক! কোন সৎ ব্যক্তি শুকর হত্যার ন্যায় নোঙরা কাজ পছন্দ

করিতে পারে? অবশেষে এই নোংরা কাজ কি একজন মহা সম্মানিত নবীর জন্য আমাদের আলেমগণ ঠিক করিয়া রাখিবেন? না, ইহা কখনো হইতে পারে না। সুতরাং আমরা এই ভবিষ্যদ্বাণীর তাবির না করিয়া পারি না। আধ্যাত্মিক ভাষায় হারামখোর ও বদজবান ব্যক্তিকে শূকর কহে এবং যুক্তির দ্বারা তাহাদিগের ঈদৃশ বদ অভ্যাস দুর করাকে কতল করা কহে। সুতরাং আলোচ্য লক্ষণে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের দ্বারা এরূপ সুন্দর ও অকাট্য যুক্তির ধারায় সত্য প্রকাশের সংবাদ দেওয়া আছে যদ্বারা হারামখোর ব্যক্তি হারাম খাওয়া ছাড়িবে ও বদ জবান ব্যক্তির জিহ্বা পরিস্কার হইয়া যাইবে।

(৮) তিনি বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তান-সন্ততি হইবে।

পাঠক! জরাজীর্ণ ও অথর্ব হযরত ঈসা আঃ-এর পুনরাগমন হইলে তাঁহার বিবাহের কি প্রয়োজন এবং কে তাঁহাকে বিবাহ করিবে? যিনি যৌবনে বিবাহ করিলেন কি না বর্ণিত হল না, তিনি আয়ু-জ্জরিত অবস্থায় আসিয়া বিবাহ করিবেন ও পুত্র সন্তান লাভ করিবেন বলার তাৎপর্য কি? এই লক্ষণ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছে যে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ অপর ব্যক্তি। তাঁহার সন্তান লাভের সংবাদেরও এক বিশেষ অর্থ আছে। কোন মহাপুরুষের যখন কোন সন্তান-লাভের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, তখন তদ্বারা বুঝা যায় যে, প্রতিশ্রুত সন্তান এমন কোন বিশেষ শক্তি ও গুণের অধিকারী হইবেন, যদ্বারা তিনি তাঁহার পিতার আরদ্ধ কার্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিবেন। সুতরাং আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীতে একদিকে যেমন বিগত হযরত ঈসা

আঃ হইতে পৃথক অপর এক মহাপুরুষের আগমনের সংবাদ দেওয়া আছে, অপরদিকে তেমনি তাঁহার গৌরবোজ্জল সন্তান সন্ততি লাভ হইবার সংবাদ দেওয়া আছে।

(৯) তিনি দাজ্জালকে নিহত করিবেন যেরূপ লবণ পানির মধ্যে গলিয়া যায়।

পাঠক! এই ভবিষ্যদ্বাণীর বর্ণনা বুঝাইয়া দিতেছে যে, দাজ্জালের নিহত হওযার সহিত তরবারির কোন সম্বন্ধ নাই। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি বিনষ্ট হইবার সে পরিষ্কার প্রমাণ দ্বারা মরে এবং যে ব্যক্তি বাঁচিবার, সে পরিষ্কার প্রমাণ দ্বারা বাঁচে। (সুরা আনফাল-৫ম রুকু)।

সুতরাং অত্র লক্ষণে এই সংবাদ নিহিত আছে যে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ এরূপ যুক্তি প্রমাণ দিবেন, যদ্বারা বিপদগামী খ্রীষ্টানগণের প্রায়শ্চিত্তবাদের পৃথিবীজোড়া ফেতনা তিরোহিত হইয়া যাইবে এবং অচিরে তাহারাও ইসলাম কবুল করিতে বাধ্য হইবে। লবন যেমন পানিতে গলিয়া পানি হইয়া যায়, তেমনি ভ্রান্ত খ্রীষ্টানগণ প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের ইসলামি যুক্তির সম্মুখে গলিয়া মুসলমান হইয়া যাইবে।

(১০) তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যাইবেন এবং হযরত ঈসা আঃ মোহাম্মদ সাঃ-এর সহিত তাঁহার নিজ কবরে হযরত আবু বকর রাঃ ও উমর রাঃ-এর মধ্যে সমাহিত হইবেন।

প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের স্বাভাবিক মৃত্যু হইবে বলার তাৎপর্য এই যে, তাঁহার ভীষণ বিরুদ্ধতা হইবে ও বিরুদ্ধবাদীগণ তাঁহর মৃত্যু কামনা করিবে ও তাঁহাকে মারিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু তাহাদি-গের সকল প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবে এবং তিনি আল্লাহতায়ালার আদেশে স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যাইবেন। কিন্তু তাঁহার গোরের কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। অত্র ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মোহাম্মদ সাঃ হযরত ওমর রাঃ ও হযরত আবুবকর রাঃ-এর কবরের যে ক্রমে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে উক্ত ক্রমে এই মহাপুরুষগণের কবরগুলি নাই। ভবিষ্যদ্বাণীতে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবরকে হযরত আবুবকর রা ও হযরত ওমর রাঃ-র কবরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত বলা হইয়াছে, পরন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবর, তাহার পর হযরত আবুবকর রাঃ-র ও তৎপরে হযরত ওমর রাঃ-র কবর। পক্ষান্তরে শেষোক্ত দুই মহাপুরুষের কবরের মধ্যবর্তী কোন ফাঁকা স্থানে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সমাহিত হওয়ার কথা নাই, পরন্তু উক্ত দুই ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে অবস্থিত স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর কবরে তাঁহার সমাহিত হওয়ার কথা। পাঠক! সমস্যার এইখানেই শেষ নহে। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কবর সম্বন্ধে অনেকে যেরূপ অর্থ করিতে চাহে যে, উহা হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবর-স্থানে হইবে তাহা ঠিক নহে। কারণ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবর হইয়াছিল হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাঃ-এর গৃহে। সেখানে মাত্র তিনটি কবরের স্থান ছিল। হযরত মোহাম্মদ সাঃ ও আবুবকর রাঃ-এর গোর হওয়ার পর যে তৃতীয় কবরের স্থানটি খালি ছিল,

উহা হযরত আয়েশা রাঃ নিজের জন্য রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হযরত উমর রাঃ-এর মৃত্যুকাল সন্নিকট হইলে, তিনি ঐ স্থানটুকু নিজের জন্য ভিক্ষা চাহেন। হযরত আয়েশা রাঃ তাঁহার ঐ প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। ইহার পর সেখানে চতুর্থ কবরের আর জায়গা না থাকায় হযরত আয়েশা রাঃ-এর কবর অপর স্থানে হয়। মৌলানা শিবলী নোমানী লেখা আল-ফারুক পুস্তক দ্রষ্টব্য। সুতরাং হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবরস্থানে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের বাহ্যতঃ কবর হওয়া অসম্ভব। ইহা ব্যতিরেকে আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁহার কবরস্থানে উক্ত মহাপুরুষের কবর হওয়ার কথা নাই। হাদিসটি হইতেছে :—

يدفن معى فى قبرى

অর্থাৎ "তিনি সমাহিত হইবেন আমার [হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর] সহিত আমার কবরের মধ্যে।" পাঠক ! হযরত মোহাম্মদ সাঃ আজ হইতে চৌদ্দ শত বৎসর পূর্বেই সমাহিত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার সহিত প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের সমাহিত হওয়া বাহ্যতঃ অসম্ভব। আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীটির শেষ কথা হইল হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর নিজ কবরের মধ্যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কবর হইবে। পাঠক ! ব্যহ্যতঃ ইহাও পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। সাধারণ মানুষের বেলা আমরা দেখি ঘটনা চক্রে কোন স্থানে করব খুদিতে যদি পুরান কবর বাহির হয়, তাহা হইলে পারতপক্ষে সেখানে দ্বিতীয় লাশ দাফন করা হয় না, অথচ জানিয়া শুনিয়া মানবকুল শিরোমণি নবীশ্রেষ্ঠ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবর খুদিয়া তাঁহার কবরে

অপর কাহারও লাশ দাফন করার কথা, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে, হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবর খুঁড়িতে সাহসী হয় এবং পৃথিবীতে যতদিন পর্যন্ত একজন মাত্র মুসলমান জীবিত থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত এরূপ কার্য সে প্রাণ থাকিতে কাহাকেও করিতে দিবে না। প্রকাশ্যতঃ এরূপ কথা সম্পূর্ণ যুক্তিহীন ও হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর জন্য গুরুতর অসম্মানজনক। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নবীর কবরে আর এক নবীকে দাফন করার একটিও দৃষ্টান্ত নাই এবং ইহাতে কোন হিকমতও নাই। দুনিয়ার বুকে কখনও স্থানের এরূপ অসঙ্কুলান হওয়ার আশঙ্কা নাই, যাহার জন্য কখনও ঈদৃশ কার্য করার কারণ ঘটে। সারা দুনিয়া কবরে ভরিয়া গেলেও হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর কবরে দ্বিতীয় লাশ দাফনের কথা উঠে না। পাঠক! এখনও কি আপনার বুঝিতে বাকী আছে যে, আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেকটি অংশ রূপকে ভরা? আসুন, এখন আমরা ইহার তাবির করি। মরণের পরপারে যে অবস্থায় কাহারও রূহ রক্ষিত হয়, উহাকেই রুহানী পরিভাষার তাহার কবর কহে। আধ্যাত্মিকতা ভেদে কাহারও উচ্চ বা নীচ মার্গ লাভ হয়। ইহাদিগের মধ্যে নবীদের মার্গ হইল সর্ব উচ্চ এবং উহাকে 'লেকায়ে ইলাহি' অর্থাৎ 'আল্লাহর সদ্য সান্নিধ্যের অবস্থা, বুঝায়। ইহ জগতেই এই মার্গ নবীগণ লাভ করিয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা সকল প্রকার পার্থিবতা হইতে মনকে মুক্ত করিয়া মরার

আগে সম্পূর্ণ মরিয়া যান। এই মার্গে হযরত মোহাম্মদ সাঃ শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, যাহা ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ ফল। সুতরাং প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের কবর, হযরত মোহাম্মদসাঃ-এর কবরে হইবে বলার তাৎপর্য এই যে, তিনিও নবুওতের মর্যাদা লাভ করিবেন এবং উহা ইসলামী নবুওত হইবে। কিন্তু এই নবুওত কোন স্বাধীন প্রকৃতির হইবে না, পরন্তু "আমার সহিত সমাহিত হইবে" কথাগুলির মধ্যে নিদিষ্ট 'ফানাফির-রসূল'-এর পথে অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর অনুগমন করিয়া ও তাঁহাতে আত্মবিলীন হইয়া উক্ত নবুওতের মর্যাদা লাভ ঘটিবে। এক কথায়, তিনি ইসলামের একজন উম্মতি নবী হইবেন। চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী যেমন প্রত্যেক নবীর সেলসেলা সিদ্দিক ও শহীদগণের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে, এই মহাপুরুষের জন্যও সেইরূপ নিদিষ্ট আছে। হযরত আবুবকর রাঃ ছিলেন সিদ্দিক যিনি বিনা প্রমাণে হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর নবুওতে ঈমান আনিয়াছিলেন এবং উমর রাঃ ছিলেন শহীদ এবং তিনি ঘোর বিরোধিতা করিয়া পরে তাঁহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন এবং তাঁহারা দুইজনেই হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর খলিফা ছিলেন। প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত আববুকর রাঃ ও উমর রাঃ-এর মধ্যে সমাহিত হইবেন বলার তাৎপর্য এই যে, মোহাম্মদ সাঃ-এর ন্যায় তাঁহার সেলসেলাও খেলা-ফত দ্বারা কায়েম হইবে এবং তাঁহার দ্বারা ইসলামের লুপ্ত খেলাফত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাঁহার খলিফাগণের মধ্যে সিদ্দিক ও শহীদ

থাকিবেন এবং একদল লোক তাঁহাকে বিনা প্রমাণে মানিয়া লইবে। এবং আর একদল বিরোধিতা করিয়া মানিবে। কিন্তু তাঁহার ঘোর বিরুদ্ধাচরণ হইলেও কেহ তাঁহার প্রাণনাশ করিতে সক্ষম হইবে না। তিনি স্বাভাবিক মৃত্যুতে মারা যাইবেন। পুনরায় কবর যেহেতু মানব জীবনের পরিণাম, সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত মহা-পুরুষের পরিণাম হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর অনুরূপ হইবার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার ডাহিনে হযরত আবুবকর রাঃ ও বামে হযরত উমর রাঃ-এর উপস্থিতি দ্বারা হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর সহিত তাঁহার প্রকাশের মিল এরূপ সর্বোতভাবে পূর্ণ হওয়া নির্দিষ্ট যে, তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা দেখিতে যেন হুবহু হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর আধ্যাত্মিক অবস্থা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। পবিত্র কোরআনে সুরা জুমার,

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

"এবং তাহাদিগের শেষের দল, যাহারা এখনও আসিয়া পৌঁছে নাই," আয়েতের মধ্যেও এই মহাপুরুষের ঈদৃশভাবে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর প্রতিচ্ছবি হওয়ার প্রতিজ্ঞা রহিয়াছে। এই আয়াতের মধ্যে বর্ণনার এক সূক্ষ্মতা রহিয়াছে। এই শেষের যে দলকে সাহাবা গণ্য করা হইয়াছে, তাঁহাদের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহা-দিগের মধ্যে আগমনকারী বুজুর্গের পৃথক উল্লেখ নাই যাঁহার দ্বারা তাঁহারা সাহাবাদের শ্রেণীভুক্ত হইবেন এবং যাঁহাদিগকে সাহাবা রাঃ-দের ন্যায় হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর শিক্ষার অধীন গণ্য করা

হইয়াছে। ইহা উল্লেখ না করার মধ্যে ইঙ্গিত রহিয়াছে যে, নির্দিষ্ট মহাপুরুষের নিজের কোন পৃথক স্বত্বা নাই। তাই উল্লিখিত আয়াতের মধ্যে তাঁহাকে অস্তিত্ববিহীনরূপে রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার পরিবর্তে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে পেশ করা হইয়াছে। তাঁহারই মধ্যে আগমনকারীর অস্তিত্ব মিলাইয়া রহিয়াছে। এইজন্য সুফীগণ মোহাম্মদী ঈসা ইমাম মাহদী আঃ-কে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর রূপে বর্ণনা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপ, যাহারা হযরত ঈসা আঃ-এর মরণশীল দেহ সম্বন্ধে সকল প্রকার অসম্ভব, অপ্রাকৃতিক ও বিসদৃশ কথা আল্লাহ্তায়ালার স্বীয় নিয়মের বিরুদ্ধে তাঁহারই কুদরতের অসার দোহাই দিয়া চালাইতে কিছু মাত্র দ্বিধা বোধ করে না, তাহারা প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আগমন ও নবুওত লাভ আল্লাহতায়ালার চিরন্তন স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়াছে শুনিলে মাথা গরম করিয়া উঠে। তাহাদিগের মতে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর পর তাঁহার পূর্বের এক পুরাতন দেহ লইয়া যত প্রকার অসম্ভব কুদরতের খেলা আছে, তাহা সম্ভবপর এবং তাহাতে হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর সম্মানের হানি হয় না; কিন্তু একান্ত স্বাভাবিক উপায়ে আল্লাহতায়ালার আধ্যাত্মিক দানের কুদরতের প্রকাশ হইয়াছে বলিলে কোরআন অশুদ্ধ হইয়া যায়। আল্লাহ্তায়ালার কুদরতের সীমা নির্দিষ্ট করার ভার যেন তাহাদিগেরই হস্তে ন্যাস্ত। বুদ্ধি ও বিবেচনার কি অচিন্তনীয় অধঃপতন!

পাঠক! এখন দেখিলেন যে, প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের জন্য যতগুলি লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে, তাহাদিগের সবগুলিকে তাবির না করিয়া

লইলে বাহ্যিকভাবে পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অনুধাবন করুন যাঁহার আগমনের সমস্ত লক্ষণকে তাবির করিয়া লইতে হয়, আগমনের স্বরূপ বিনা তাবিরে কিরূপে প্রকাশিত হইতে পারে ?

প্রতিশ্রুত ঈসা আঃ যে সত্যই অন্য ব্যক্তি, তাহা হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর অপর দুইটি হাদিস হইতে বুঝা যায়। তিনি যখন মেরাজের মধ্যে হযরত ঈসা আঃ-কে দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মাথার চুল কোঁকড়ানো ও গাঁয়ের রঙ লাল দেখিয়াছিলেন, কিন্তু যখন প্রতিশ্রুত ঈসা আঃ-কে দাজ্জালের বিপক্ষে কাবা তাওয়াফ করিতে দেখিয়াছিলেন তখন তাঁহার মাথার চুল সোজা ও গায়ের রঙ গন্দম বর্ণের দেখিয়াছিলেন। (বোখারী শরীফ, ২য় খণ্ড)

পাঠক! এই লক্ষণদ্বয়ের পার্থক্য কি একই নামের দুই ব্যক্তির স্বরূপকে সুস্পষ্ট করিয়া দেয় না ? নিশ্চয়ই হযরত ঈসা আঃ তাঁহার মাথার চুল ও গায়ের রং বদলাইবার জন্য আকাশে যান নাই। ইহা সকল যুক্তি, নিয়ম ও আল্লাহ্‌তায়ালার সুন্নতের বিরোধী কথা।

২। প্রতিশ্রুত মসীহ আঃ আবির্ভূত হইয়াছেন ঃ

এখনও কি, হে হযরত ঈসা আঃ সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণকারী দল, তোমাদিগের সন্দেহের কিছু বাকী আছে ? ইহার পরও কি তোমাদিগের ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবে ; মনে রাখিও, যে কথা যত অসাধারণ তার প্রমাণও তত মজবুত হওয়া চাই এবং অস্বাভাবিক কথার অকাট্য দলিল হওয়া চাই, নচেৎ কোন যুক্তি ধারী মানব উহা গ্রহণ করিতে পারে না। ইসলামী শিক্ষায় যুক্তি বিরোধী শিক্ষা একটিও নাই। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখ, হযরত ঈসা আঃ কে জীবিত কল্পনা করিতে হইলে পবিত্র কোরআনের কত আয়েত বাদ দিতে হয়, হাদিসের কত কথা অমান্য করিতে হয়, ইঞ্জীলের কথাকে অস্বীকার করিতে হয়, ঘটনার সাক্ষী ক্রুশের সময় উপস্থিত ইহুদী ও খ্রীষ্টানগণকে অবিশ্বাস করিতে হয়, ইতিহাসকে বাদ দিতে হয়, অতীত ও বর্তমান যুগের বিখ্যাত বুজুর্গ, জ্ঞানী ও আলেমগণের অভিমতকে উপেক্ষা করিতে হয় এবং যুক্তিকে বিদায় দিতে হয়। সদ্য আবিষ্কৃত ক্রুশের ঘটনার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় প্রমাণিত পুরাতন স্মরণচিহ্নকে অগ্রাহ্য করিতে হয় এবং স্বয়ং হযরত ঈসা আঃ-এর লিখিত সদ্য আবিষ্কৃত ইঞ্জীলে ক্রুশের ঘটনা হইতে তাঁহার উদ্ধার পাওয়ার আপন স্বাক্ষ্যকেও অস্বীকার করিতে হয়। ইহার পর বিশ্বাস ও প্রমাণের যোগ্য আর কি থাকে ? পবিত্র কোরআন সম্বন্ধে সুরা বকরের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ্তায়ালা দাবী করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হযরত ঈসা আঃ-কে আকাশে

জীবিত কল্পনা করিলে পবিত্র কোরআনের কতগুলি আয়াতকে অস্বীকার ও সন্দেহ করিতে হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। ঈদৃশ ধারণা দ্বারা এতগুলি আয়াতকে সন্দেহ করিতে হয়, তাহা চিন্তা করিয়া দেখ। ঈদৃশ ধারণা দ্বারা এতগুলি আয়াতকে সন্দেহপূর্ণ করিলে পবিত্র কোরআনের সর্বপ্রথম দাবী নাকচ হইয়া (নাউযুবিল্লাহ) উহা গ্রহণের অযোগ্য হইয়া যায়। হযরত ঈসা আঃ-এর জন্য পবিত্র কোরআনকে কোরবানী করিয়া ও তাঁহাকে জীবিত কল্পনা করিয়া তোমরা ইসলামকে আর কতকাল মৃত্যুমুখে রাখিবে! ইসলাম ও সত্যকে জলাঞ্জলি দিয়া আর কতকাল ভ্রান্ত খ্রীষ্টানগণের মিথ্যা প্রচারের সহায়তা করিবে? তোমাদের যে বিশ্বাসের জন্য পবিত্র কোরআন, হাদিস, ইতিহাস, সত্য সাক্ষ্য, যুক্তি, নিদর্শন সবকিছু জলাঞ্জলি দিতে হয়, সে ইসলামে কোন্ মুর্খ ঈমান আনিবে? যাঁহার আসিবার কথা ছিল, তিনি চিরাচরিত নবজন্মের পথ দিয়া ইসলামের ঘরে আসিয়াছেন। মিথ্যা ও ভুলের হিমালয় সদৃশ যবনিকা অপসারিত করিয়া তিনি সত্যে হেমোজ্জল করভাতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর দাস হযরত মির্যা গোলাম আহম্মদ আঃ। তিনিই প্রতিশ্রুত ঈসা মসিহ বা ইমাম মাহদী আঃ। হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর দ্বার খুলিয়াই তাঁহার প্রকাশ হইয়াছে। হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর মধ্যেই ইসলামের জীবন। ইসলামের প্রথম অভ্যুদয় হইয়াছিল হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পর। ইসলামের দ্বিতীয় অভ্যুদয় নির্ধারিত ছিল হযরত

ঈসা আঃ-এর জীবিত থাকার ভ্রান্ত কল্পনা মৃত্যুর পর। ঈদৃশ ভ্রান্ত বিশ্বাসের মৃত্যুর মধ্য দিয়া মুসলমানগণের প্রকৃত মুসলমানে পরিণত হইবার ও সমস্ত খ্রীষ্টান ও ইহুদীগণের ইসলামের মধ্যে আগমনের আজ সিংহদ্বার খুলিয়াছে। হযরত ঈসা আঃ-এর জীবিত আকাশে থাকার সম্বন্ধে মুসলমানগণের ভ্রান্ত প্রচারনার মধ্য দিয়া একদিন তাহাদিগের অধঃপতিত ও খ্রীষ্টান হওয়ার পথ খুলিয়াছিল। হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে তাঁহার দ্বিতীয় আগমনে আসিয়া অবিশ্বাসীগণকে মারিয়া সমস্ত দুনিয়াকে মুসলমান করিবেন, এই ভ্রান্ত ধারণা মুসলমান জাতিকে পরলোকের কাজ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া দিয়াছিল এবং তাঁহার দ্বারা রাজ্য দান ও সাধারণ্যে প্রভূত অর্থ বিলি করার ধারণা তাহাদিগকে দুনিয়ার কাজ সম্বন্ধে উদাসীন করিয়া দিয়া একযোগে তাহাদিগের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব পতন সম্পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল। আজ আবার তাঁহার মৃত্যুর সঠিক প্রমাণ প্রচার ও আমলি আদর্শ স্থাপনের মধ্য দিয়া মুসলমানগণের স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এবং খ্রীষ্টান ও ইহুদী জাতির জন্য ইসলামে প্রবেশের পথ খুলিয়াছে।

হযরত ঈসা আঃ তাঁহার পর দুই নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। একজন হইলেন হযরত মোহাম্মদ সাঃ ও অপর জন হযরত ইমাম মাহদী আঃ। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে তিনি ফারকুলিত বা শান্তি দাতা অর্থাৎ ইসলাম ধর্মদাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরবর্তী কালে মক্কার মোশরেকগণ তাঁহাকে আবতার

অর্থাৎ অপুত্রক বলিয়া যে আখ্যা দিয়াছিল তাহারই খণ্ডনে হযরত ঈসা আঃ মোহাম্মদী ঈসা আঃ-কে পূর্ব হইতে মানবপুত্র বলিয়া অবিহিত করিয়াছেন, যাহার ভবিষ্যদ্বাণী পবিত্র কোরআনের সূরা কওসরে রহিয়াছে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা হযরত মোহাম্মদ সাঃ-কে ইয়াসিন অর্থাৎ "হে মানব" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এখানে "হে মানব" এর অর্থ "হে পূর্ণ মানব।" ইবনে আব্বাস ইত্যাদি তফসীরকারকগণ ইহার এই অর্থই করিয়াছেন। ইহার সূত্র ধরিয়া হযরত ইমাম মাহদী আঃ-কে মানবপুত্র বলার অর্থ পূর্ণ মানব হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর পূর্ণ আধ্যাত্মিক পুত্র বা নবী। হযরত ঈসা আঃ তাঁহার এক বাণীতে এই দুই মহাপুরুষের ঈদৃশ আধ্যাত্মিক পিতা ও পুত্রের সম্বন্ধ ও উভয়ের প্রকাশ একই জাতীয় ও অনুরূপ হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন। মানব পুত্র পিতার গৌরবে ভূষিত হইয়া আপন ফেরেস্তাগণ সহ আবির্ভূত হইবেন।" (মথি—১৬:২৭)। এখানেও সেই একই কথা যে, হযরত ইমাম মাহদী আঃ-এর আগমন যেন হযরত মোহাম্মদ সাঃ এর স্বয়ং আগমন যাহা আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। ইঞ্জীলে হযরত ঈসা আঃ নিজেকেও কোন কোন স্থানে মানবপুত্র বলিয়াছেন। ইহার প্রথম উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ খ্রীষ্টান-দিগের তাঁহার সম্বন্ধে (নাউযুবিল্লাহ) ভাবি ঈশ্বরত্বের আকিদার খণ্ডন। ইহার দ্বিতীয় কারণ আল্লাহতায়ালা মুসায়ী ও মোহাম্মদী শরিয়তদ্বয়কে অনুরূপ দুইটি গৃহের ন্যায় করিয়াছেন এবং পবিত্র কোরআন ও তৌরাতে ইহা বলিয়াছেন। সেই সূত্রে হযরত

মোহাম্মদ সাঃ যেমন সমগ্র মানব জাতির জন্য মনোনীত বিশ্বজনীন ইসলাম ধর্মের পূর্ণ মানব এবং প্রতিশ্রুত মোহাম্মদী মসীহ আঃ বনি আদমের হারান মেষের উদ্ধার কর্তা হিসাবে মানব বা তাঁহার পূর্ণ পুত্র,—তেমনি অতীতে বনি ইসরাইল জাতির জন্য মনোনীত তৌরাতের শরিয়তে হযরত মুসা আঃ পূর্ণ মানব ছিলেন এবং হযরত ঈসা আঃ বনি ইসরাইলের হারান মেষের উদ্ধারকারী হিসাবে মানবপুত্র অর্থাৎ হযরত মুসা আঃ-এর পূর্ণ পুত্র ছিলেন। যেরূপ উপযুক্ত পুত্রের কার্য হইল, আপন পিতার ত্যক্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা, তেমনি এই দুই সেলসেলার দুই মসীহ শরিয়ত দাতা আপন আপন রুহানী পিতার কওমের উদ্ধারকারী। এইভাবে এই দুই সেলসেলার সৌসাদৃশ্য পূর্ণ হইয়াছে।

মোহাম্মদী ঈসা আঃ-এর আগমণের জন্যও যে মুসলমানগণ আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিবে তাহাও হযরত ঈসা আঃ-এর এই ভবিষ্যদ্বাণীতে রহিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে অত্র পুস্তকে যেখানে মথি হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ইলিয়াস আঃ-এর আবির্ভাবের স্বরূপ দেখাইয়াছি, যদ্বারা হযরত ঈসা আঃ আপন দাবীর সত্যতা সাব্যস্ত করিয়াছেন, উহার মধ্য হইতে ১২ নং শ্লোকের কিছু অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ শ্লোকে মোহাম্মদী ঈসা আঃ-এর আগমন হযরত ইলিয়াস আঃ-এর আগমনের অনুরূপ হইবে এবং তজ্জন্য তিনি হযরত ঈসা আঃ-এর ন্যায় প্রশ্নবাণে জর্জরিত হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, যথা "অনুরূপ ভোগ মানুষের হস্তে মানবপুত্রও ভুগিবে।" (মথি—১৭ : ১২)।

পবিত্র কোরআনে এই মহাপুরুষের নাম বলা আছে। হযরত ঈসা আঃ বলিয়াছেন :-

و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد

"এবং আমি শুভ সংবাদ দিতেছি তোমাদিগকে এক রসূলের যিনি আমার পরে আসিবেন, যাঁহার নাম আহমদ (হইবে)।"

(সুরা আস-সাফ—১ম রুকু)।

অত্র আয়াতে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের পরিচয়ে "ইসমহু আহমদ" বলা হইয়াছে। আরবীতে "ইসম" শব্দ পিতৃদত্ত নামকে কহে। হযরত মোহাম্মদ সাঃ-এর পিতৃদত্ত নাম আহমদ ছিল না এবং তিনি কোন পত্রে বা দলিলে নিজের জন্য আহমদ নামের ব্যবহার করেন নাই। ইহা তাঁহার আধ্যাত্মিক উপাধি ছিল। পক্ষান্তরে ইহার পরবর্তী আয়াতগুলি পাঠ করিলেই দেখা যাইবে অত্র আয়েতে বর্ণিত আহমদ আঃ হযরত মোহাম্মদ সাঃ নহেন, পরন্তু তিনি মসিহ বা ইমাম মাহদী আঃ। হযরত ঈসা আঃ নিজের তিরোধানের পর এই মহাপুরুষের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। হে জগতবাসী। সাক্ষী থাক, নাসেরা নিবাসী হযরত ঈসা আঃ মৃত্যুলাভ করিয়াছেন এবং হযরত আহমদ আঃ কাদিয়ানে আবির্ভূত হইয়াছেন। আকাশের পানে কেয়ামত পর্য্যন্ত তাকাইয়া দৃষ্টি তোমাদিগের ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে, তথাপি আকাশ হইতে অতীতে যেমন কোন নবী আসেন নাই, তেমনি ভবিষ্যতেও আর কেহ আসিবেন না। যাহারা হযরত ঈসা আঃ এর পূজা করে, তাহারা জানিয়া লউক যে অপরাপর সকল নবীর ন্যায় হযরত ঈসা আঃ মারা গিয়াছেন এবং জান্নাতবাসী হইয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।" যাহারা প্রকৃত মুসলিম ও বিশ্বাসী

এবং আল্লাহতায়ালার উপাসনা করে তাহারা জানিয়া রাখুক যে, আল্লাহতায়ালার সৃষ্টি করার কুদরত শেষ হইয়া যায় নাই এবং তাহারা আনন্দিত হউক ও শুভসংবাদ গ্রহণ করুক যে আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রতিশ্রুত মোহাম্মদী ঈসা আহমদ আঃ-কে যথাসময়ে নবী-সুলভ স্বাভাবিক পদ্ধতিতে প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহো আকবর! ইসলাম জিন্দাবাদ।

মোহাম্মদী ঈসা হযরত মির্যা গোলাম আহম্মদ আঃ

হে মুসলিম জগৎ! আল্লাহর প্রেরিত পুরুষকে গ্রহণ করিয়া জীবন ও জগতকে ধন্য কর। আমরা প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ সকল মুসলিম ভাইয়ের হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া তাহাদিগকে সত্য গ্রহণ করিতে ও সমগ্র জগতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করেন। আমীন!

—সমাপ্ত—

পরিশিষ্ট

১। হযরত মসীহ মওউদ আঃ এর ঐতিহাসিক ঘোষণা

"আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসিহর অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবে, কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবে না। আমাদের যত সব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবত আছেন, তাঁহারা সকলেই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ-কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ-কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবে না। তারপর তাহাদের সন্তানের সন্তানেরাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে—'ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে, বিশ্ব পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা আঃ আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না। তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবী আঃ-এর অপেক্ষারত কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া (আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) ও একই ধর্ম-নেতা মোহাম্মদ সাঃ হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব, আমার দ্বারা বীজ বপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে। কেহই ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না"।

('তাজকেরাতুশ-শাহদাতাইন,' ১৯০৩ সনে মুদ্রিত)

২। বিশ হাজার টাকা পুরস্কারের ঐতিহাসিক চ্যালেঞ্জ

উক্ত দাবীর প্রমাণ স্বরূপ হযরত ইমাম মাহদী আঃ-এর পক্ষ হইতে বিশ হাজার টাকা পুরস্কারের একটি চ্যালেঞ্জ, যাহা তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত তাঁহার "কিতাবুল বারিয়া" পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নেপ্রদত্ত হইল :—

"যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত ঈসা আঃ যে স্বশরীরে আকাশে উত্থিত হইয়াছেন, ইহার প্রমান কি? তখন তাঁহারা না কোন আয়াত পেশ করিতে পারেন, না কোন হাদীস দেখাইতে পারেন।

.. যদি ইসলামের বিভিন্ন ফেরকা বা দলের হাদিস-গ্রন্থ সমুহ খুঁজিয়া দেখ, তবে সহিহ্ (প্রামাণিক) হাদীস ত দুরের কথা এমন কোন কৃত্রিম (জাল) হাদীসও পাইবে না, যাহাতে ইহা লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে আকাশে চলিয়া গিয়াছিলেন এবং পুনরায় কোন সময়ে জমীনের দিকে ফিরিয়া আসিবেন। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ হাদিস পেশ করিতে পারে, আমরা তাহাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করিব। এতদ্ব্যতীত তৌবা করিব এবং আমার যাবতীয় পুস্তক জ্বালাইয়া ফেলিব। যে প্রকারে ইচ্ছা সন্দেহ মোচন করিতে পারেন।" (কেতাবুল বারিয়া, ১৯২ পৃঃ)

এই চ্যালেঞ্জ প্রায় ৮৬ বৎসর যাবৎ বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। আজ পর্যন্ত উহাকে খণ্ডন করিয়া উক্ত বিশ হাজার টাকার পুরস্কার লাভ করিবার সৌভাগ্য কাহারও হয় নাই। অতীতে যেমন এই চ্যালেঞ্জ অখণ্ডনীয় রহিয়াছে, তেমনি ইহা ভবিষ্যতেও কেয়ামত পর্যন্ত অখণ্ডনীয় রহিবে, ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইঃ কর্ত্তৃক প্রদত্ত চ্যালেঞ্জ

লণ্ডনের আহমদীয়া জামাতের সালানা জলসায় ৭ই এপ্রিল, ১৯৮৫ ইং তারিখে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ রাবে আইঃ তাঁহার সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন :—

"একশত বৎসর ধরিয়া তোমরা আমাদের সংগে বিবাদ করিতেছ এবং একশত বৎসর ধরিয়া তোমরা আহমদীয়া জামাতের উপর জুলুম চালাইয়া যাইতেছ। আজও তোমরা এই জুলুম হইতে বিরত হও নাই। পৃথিবী কোথা হইতে কোথায় পেঁীছিয়া গিয়াছে? আজ হইতে একশত বৎসর পূর্বে বরং ইহারও পূর্ব হইতে তোমাদের আলেমগণ বলিয়া আসিতেছেন যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া গিয়াছ এবং ইসলামের নাম নিশানাও তোমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নাই। তাহা হইলে ঈসা আঃ আকাশে বসিয়া করিতেছেন কি? তিনি নামিয়া আসেন না কেন? তোমরা আহমদীদিগকে মারার পরিবর্তে একজন মৃতকে জিন্দা করিয়া দেখাইয়া দাও। তাহা হইলে এই বিবাদের অবসান হইয়া যাইবে। আহমদীয়া জামাতের পক্ষ হইতে আমি তোমাদিগকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি, যদি হযরত ঈসা আঃ-কে তোমরা আকাশ হইতে জিন্দা নামাইয়া দাও, তাহা হইলে খোদার কসম আমি এবং আমার গোটা জামাত সর্বাগ্রে বয়াত করিব।

সকলের পূর্বে আমরা বয়াত করিব। আমরা আমাদের পুরাতন আকীদা ধর্ম বিশ্বাস) হইতে তওবা করিব এবং তাঁহার সম্মুখেও লড়িব এবং তাঁহার পশ্চাতেও লড়িব। আমরা তাঁহার ডাইনেও লড়িব এবং তাঁহার বাঁয়েও লড়িব।

ঐ খোদা যাঁহার হস্তে আমার এবং সকল আহমদীর জীবন রহিয়াছে, আমি তাঁহার ইজ্জত ও জালালের কসম খাইয়া বলিতেছি যে, যদি প্রকৃত ঈসা আঃ জিন্দা আছেন এবং আমরা আহমদীরা মিথ্যাবাদী হই তাহা হইলে, হে খোদা! আমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দাও এবং আমাদিগকে নেস্ত নাবুদ করিয়া দাও। কিন্তু খোদার কসম করিয়া বলিতেছি যে ঈসা আঃ মরিয়া গিয়াছেন এবং ইসলাম জিন্দা রহিয়াছে। আজ ইসলামের জীবন তোমাদের নিকট হইতে একটি ফিদিয়া দাবী করে। উহা কি? উহা হইল ঈসা আঃ-এর মৃত্যু। অতএব ঈসা আঃ-কে মরিতে দাও। ইহার মধ্যেই ইসলামের জীবন রহিয়াছে।"

৪। হযরত ঈসা আঃ-এর ওফাত সম্বন্ধে বর্তমান যুগের বিখ্যাত উলেমার তিনটি সুস্পষ্ট অভিমত :

১। মিশরের আল আযহার ইউনিভার্সিটির রেকটর আল্লামা শেলতুতের অভিমত—"খোদাতায়ালার সমস্ত মামুর-মুরসাল নবী যেভাবে মারা গিয়াছেন, মসিহ আঃ-ও ঠিক সেই ভাবেই মারা গিয়াছেন।"

২। মৌলানা মোহাম্মদ আসাদ সাহেবের সম্পাদনায় ইদানিং মক্কার মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগের পক্ষ হইতে ইংরাজিতে কোরআনের একটি তরজমা বাহির হইয়াছে। এই তরজমা প্রকাশে মক্কার বহু খ্যাতনামা উলেমাও অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উহাতে হযরত ঈসা আঃ-সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

"অধিকাংশ মুসলমান যেভাবে বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে আকাশে যাওয়ার কোন সনদ কোরআন মজিদে নাই।

এ সম্বন্ধে মুসলমানগণের মধ্যে অনেক আশ্চর্য গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহারও কোন সনদ কোরআন বা সহি হাদিসে পাওয়া যায় না।

এ বিষয়ে মুফাস্‌সেরগণ যে সব গল্প লিখিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য।"

৩। বাঙলার বিখ্যাত আলেম মৌলানা আকরাম খা কোরআন মজিদের সুরা আলে-এমরানের তফসীরে ৩৯ নং টীকায় হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুকে অকাট্যভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন।

(দ্বিতীয় খণ্ড—৪৬৬ হইতে ৪৭৫ পৃঃ দৃষ্টব্য)

৫। হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমনের তাৎপর্য *

(পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে)

আজ থেকে প্রায় ১৯শত বৎসর পূর্বে প্যালেষ্টাইনে একটি ইহুদী পরিবারে হযরত মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ঈসা আঃ এবং যৌবনে পদার্পন করলে আল্লহতায়ালা তাঁকে তৎকালীন ইহুদীদের মধ্যে তাদের অঙ্গীকৃত মসীহ তথা উদ্ধারকর্তা এবং তাদের নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। তাঁর প্রেরিতত্বের ঐ সময়টি ছিল হযরত মূসা আঃ থেকে চৌদ্দশত বছরের মাথায়। অধিকাংশ ইহুদী তাঁকে গ্রহণ করল না বরং তাদের আলেম-উলামা তাঁর ঘোর শত্রু হয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী ও কাফের বলে প্রত্যাখ্যান করল। তারা তাঁকে চুড়ান্তভাবে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে শূলে দিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করল। কেননা তৌরিতে বর্ণিত শিক্ষা অনুযায়ী যে ব্যক্তি শূলবিদ্ধ হয়ে মারা যায় সে অভিশপ্ত বলে সাব্যস্ত হয়।

তিনটি বিশ্বাস ঃ

ইহুদীদের দাবী ও বিশ্বাস এই যে, তারা তাদের চেষ্টায় সফল হয়েছিল অর্থাৎ তারা তাঁকে ক্রুশ বিদ্ধ করে মেরে ফেলেছিল।

---

* প্রবন্ধটির রচয়িতা সদর মুরুব্বি মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। তিনি ৯ই নভেম্বর '৮৪ বাদ জুমা দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত মাসিক তবলীগী অধিবেশনে প্রবন্ধটি পাঠ করেন।

খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে যে হযরত ঈসা আঃ অবশ্য ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যান এবং তাঁর এই অভিশপ্ত মৃত্যু ঘটেছিল মানুষের পাপ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে এবং তিনি যেহেতু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'খোদার পুত্র, ছিলেন সেজন্য ঐ মৃত্যুজনিত তিন দিন স্থায়ী শাস্তি ভোগের পর পরই তিনি এক ভিন্ন ধরণের দেহ ধারণ করে আকাশের দিকে গাত্রোত্থান করেন। এবং শেষ যুগে ইহুদীদের শাস্তি বিধানের উদ্দেশ্যে আকাশ থেকে তিনি পৃথিবীর বুকে নেমে আসবেন।

অধিকাংশ মুসলমান আলেমদের বিশ্বাস এই যে, হযরত ঈসা আঃ-কে ক্রুশে ঝুলানো কাহারো পক্ষে সম্ভব হয় নাই কেননা যে গৃহে তিনি আত্মরক্ষার্থে লুকিয়ে ছিলেন আল্লাহতায়ালা উহার ছাদ বিদীর্ণ করে তাঁকে আকাশে তথা চৌথা আসমানে তুলে নিয়ে যান। আর অন্যদিকে, ফিরেস্তাদের পাঠিয়ে তাঁর অস্বীকারকারী একজন ইহুদীর দৈহিক রূপান্তর ঘটিয়ে তাঁকে নাউযুবিল্লাহ হযরত ঈসা আঃ-এর অবিকল রূপ দান করেন, ফলে সেই পাপিষ্ঠ ইহুদী দৈহিকভাবে নাউযুবিল্লাহ আল্লাহ্‌র পবিত্র নবী হযরত ঈসা আঃ-এর মসীল বা প্রতিরূপ হয়ে যায়। আর তাকেই ইহুদীরা হযরত ঈসা বলে মনে করে শূলবিদ্ধ করে এবং সে শূলবিদ্ধ হয়ে মারা গেলে পর তাকেই খ্রীষ্টানরা অজান্তে ঈসা আঃ-এর লাশ মনে করে শোকাভিভূত চিত্তে পরম শ্রদ্ধাভরে বয়ে নিয়ে গিয়ে কবরে রাখে। আলেমদের বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নবী আসল ঈসা সেই থেকে ১৯শত বছর ধরে অবিকলাবস্থায় দৈহিকভাবেই চৌথা আসমানে জীবিত আছেন এবং

আখেরী জামানায় ইসলামের চরম অধঃপতন ও বিপদসংকুল যুগে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। তখন তিনি মুসলমানদের ইমাম ও ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী ন্যায় বিচারক হয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দুনিয়া জাহানের সকল কাফেরদের সহিত যুদ্ধ করবেন এবং তাদের সকলকে বধ করে জগতের বুকে ইসলামের বিজয়-পতাকা স্থাপন করবেন।

পারস্পরিক মিল ও অমিল ঃ

উপরে উল্লিখিত তিনটি জাতির বিশ্বাসত্রয় অনুযায়ী খ্রীষ্টান ও সাধারণ অধিকাংশ মুসলমান উভয়ে হযরত ঈসা আঃ-এর দৈহিক উর্ধারোহণে বিশ্বাসী ; পার্থক্য শুধু এটুকুই যে খ্রীষ্টানরা বিশ্বাস করে হযরত ঈসা আঃ ক্রুশে মারা যাওয়ার পর এক ধরণের জালালী দেহ ধারণ করে আকাশে গমন করেন এবং সাধারণ মুসলমান আলেমরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি আদৌ মরেন নাই বরং অবিকল ভৌতিক দেহ সহকারেই চৌথা আসমানে উত্তোলিত হয়েছেন। এছাড়া তাঁর অবতরণ বা দ্বিতীয় আগমনের প্রকার-পদ্ধতির ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে অভিন্ন মতাদর্শ বিরাজ করছে, অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ আকাশ থেকে ভৌতিক দেহ সহকারেই অবতীর্ণ হবেন ; এক্ষেত্রে পার্থক্য শুধু আগমন উদ্দেশ্যের। ইহুদী ও খ্রীষ্টান—যারা প্রকৃতপক্ষে ক্রুশীয় ঘটনার সহিত জড়িত এবং ইহার ঐতিহাসিক প্রত্যক্ষ সাক্ষী—তাদের মধ্যে অভিন্ন মতাদর্শ হলো ঐ বিষয়ে যে, হযরত ঈসা আঃ স্বয়ং ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন, রূপ পরিবর্তিত অন্য কোন ব্যক্তিকে তাঁর স্থলে

ক্রুশে ঝোলানো হয়েছিল এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তারা অজ্ঞাত, ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও অবান্তর বরং তাদের মতে ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে নাউযুবিল্লাহ হযরত ঈসা আঃ-এর অভিশপ্ত মৃত্যু ঘটেছিল।

উপরোক্ত বিশ্বাস তিনটিতে বর্ণিত সকল দিক ও বিষয়ের সত্যাসত্য বা যৌক্তিকতা যাচাই ও পর্যালোচনার দিকে না গিয়ে আমি শুধু আলোচ্য বিষয়টি অর্থাৎ হযরত ঈসা আঃ-এর দ্বিতীয় আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানীর তাৎপর্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ ঃ

ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে. কুরআন এবং বহুল বর্ণিত প্রামাণিক হাদিসাবলীতে শেষ যুগে এই উম্মতে একজন অসাধারণ রুহানী সংস্কারকের আবির্ভাব সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সর্বস্বীকৃত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেই প্রতিশ্রুত রুহানী সংস্কারককে হাদীস শরীফে মসীহ ইবনে মরিয়ম এবং ইমাম মাহদী নামে অভিহিত করা হয়েছে। মুসমলান মাত্রই ইহা জানে এবং সকল যুগের সকল ফের্কার সকল আলেম-উলামাও ইহা স্বীকার করেন এবং ইহার উপর সদা গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন।

হযরত ঈসার আকাশে স্বশরীরে উত্তোলন সম্পর্কে কোন আয়াত বা হাদীস নাই ঃ

সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ ও সকল সহি হাদিস দৃষ্টে সন্দেহাতীতরূপে ও অকাট্যভাবে প্রতীয়মান হয় যে বনি-ইস্রাইল অর্থাৎ ইহুদীদের

প্রতি প্রেরিত নবী হযরত ঈসা আঃ ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে শূলবিদ্ধ হলেও ক্রুশে তাঁর মৃত্যু ঘটে নাই তেমনি উহার পূর্বে বা পরেও কখনই তিনি ভৌতিক দেহ সহকারে আকাশে উত্তোলিত হন নাই। কুরআন শরীফের কোন একটিও আয়াত বা সহী হাদিস তো দূরের কথা, এরূপ কোন জয়ীফ ও জাল হাদীসও কারো পক্ষে বের করে দেখানো সম্ভব নয়, যেখানে ব্যক্ত হয়েছে যে হযরত ঈসা আঃ-কে ভৌতিক দেহ সহকারে আকাশের দিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তিনি আবার ভৌতিক দেহ সহ আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ কোন আয়াত বা হাদিস আজ পর্যন্ত কেউ পেশ করতে সক্ষম হয় নাই এবং কেউ পেশ করতে পারবে এমন আশা করাও নিতান্ত ভুল।

অপ্রতিহত চ্যালেঞ্জ ঃ

আজ থেকে প্রায় ৮২ বছর পূর্বে আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ আঃ তাঁর প্রণীত গ্রন্থ 'কিতাবুল বারীয়া -এর ২০৭ ও ২০৮ এবং ২২৫ ও ২২৬ পৃষ্ঠায় উক্ত রূপ আয়াত বা হাদিস দেখাতে পারে এমন ব্যক্তিকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদানের চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করেছিলেন যা এখনও অপ্রতিহত রয়েছে। তেমনি, অতীত কালের সুবিখ্যাত ইমাম রইসুল মুহাদ্দেসিন হযরত হাফেজ ইবনে কাইয়েম রহঃ ও তাঁর প্রণীত 'যাদুল মায়াদ' গ্রন্থে লিখেছেন :

"হযরত মসীহ আঃ সম্বন্ধে যে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি তেত্রিশ বৎসর বয়সে আকাশে উত্তোলিত হয়েছেন ইহার সমর্থনে কোন মুত্তাসিল (প্রামানিক) হাদিস বিদ্যামান নাই।"

আহমদীয়া জামাতের বিশ্বাস ও দাবী ঃ

অতএব জামাত আহমদীয়া বিশ্বাস করে যে, এমন কোন আয়াত বা হাদিস নাই যদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে আকাশে উত্তোলিত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি যখন আকাশে যানই নাই তখন সেখানে তিনি জীবিত আছেন এবং সেখান থেকে কোন সময় স্বশরীরে অবতীর্ণ হবেন এমন কথার মোটেও কোন ভিত্তি নাই। বরং পবিত্র কুরআনের ৩০টি আয়াত এবং বহু প্রামানিক হাদিসের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত যে, সুনিশ্চিত অন্যান্য সকল নবীর ন্যায় হযরত ঈসা আঃ-এরও স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যু ঘটেছে। এবং মৃত্যু ঘটেছে বলে কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত আল্লাহর অমোঘ নিয়মানুসারে ওফাত প্রাপ্ত ইস্রাইলী নবী হযরত ঈসা আঃ আবার জগতে দৈহিকরূপে আসতে পারেন না।

ভবিষ্যদ্বাণীটি অনস্বীকার্য সত্য ঃ

এর অর্থ এটাও নয় যে, এই উম্মতে প্রতিশ্রুত মসীহ ইবনে মরিয়মের নজুল বা আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীটি ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। বস্তুতঃ এরূপ ধারণা নিঃসন্দেহে কুরআন-হাদিসে সুনিশ্চিত ভাবে বহুল বর্ণিত এবং সর্বস্বীকৃত একটি পরম সত্যকে নেহাৎ ধৃষ্টতার সহিত অস্বীকার ও প্রত্যাখান করার নামান্তর। কাজেই এরূপ

ধারণা অবাঞ্ছিত ও পরিত্যাজ্য। অতএব মোদ্দা কথা এই যে প্রতিশ্রুত মসীহ ইবনে মরিয়মের নুজুল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী একটি অনস্বীকার্য সত্য এবং এ প্রসঙ্গে হযরত সারওয়ারে কায়েনাত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর মুখনিঃসৃত বাণী নিশ্চয় গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

ঈসা আঃ এর দ্বিতীয় আগমনের প্রকৃত তাৎপর্য্য ঃ

একদিকে যেমন তিনি এবং আল্লহতায়ালা নিঃসন্দেহে ইহা বলেন নাই যে, হযরত ঈসা আঃ স্বশরীরে আকাশে উত্থিত হয়েছিলেন এবং তিনি স্বশরীরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন, অন্যদিকে কুরআন ও হাদিসে তাঁর ওফাত অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর দ্বিতীয় আগমনে প্রকৃত তাৎপর্য ইহাই দাঁড়ায় যে এই উম্মতে আগমনকারী মসীহ ইবনে মরিয়ম নিশ্চয় কোন ভিন্ন ব্যক্তি হবেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীতে এই নামটি অর্থাৎ 'ঈসা বা মসীহ ইবনে মরিয়ম'—একটি গুণবাচক বা সিফাতি নাম। যেমন জগতের বিভিন্ন ভাষার বাগধারায় সাধারণভাবেই এ ধরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, কোন সাদৃশ্যের কারণে একজনকে আর একজনের নামে অভিহিত করা হয়। যেমন কোন দানশীল ব্যক্তিকে 'হাতেম তাই' অথবা কোন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে 'আফ্লাতুন' কিংবা কোন বীর পুরুষকে 'রুসতম' নামে অভিহিত করা হয়। তাই বলে কেহ ইহা মনে করে না যে, অতীত কালের হাতেম তাই বা আফ্লাতুন কিংবা রুস্তমকে স্বশরীরে উপস্থিত করতে হবে।

ধর্ম জগতের অকাট্য দৃষ্টান্ত ঃ

এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় যে, ধর্মের ইতিহাসেও কি এমন কোন দৃষ্টান্ত আছে যে, কোন বিশেষ নবীর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে কিন্তু তাঁর পরিবর্তে তাঁর গুণে গুণান্বিত ও তাঁর রঙে রঙীন অন্য কোন ব্যক্তির আগমন ঘটেছে ?

এ প্রশ্নটির উত্তর পেতে আমাদের লেশমাত্র বেগ পেতে হয় না, বরং অনায়াশেই আমরা এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং হযরত ঈসা আঃ-এর সাক্ষ্য মওজুদ পাই যা থেকে সন্দেহাতীতরূপে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম জগতেও অবিকল এরূপ ঘটে থাকে। সুতরাং বাইবেলে মথি কর্তৃক সংকলিত ইঞ্জিলে লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা আঃ যখন বনি ইস্রাইলের প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবী করলেন তখন ইহুদী আলেমরা আপত্তি উত্থাপন করলো যে আপনি কিরূপে 'মসীহ' হতে পারেন যখন কিনা প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র পূর্বে এলিয়া নবী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, যিনি প্রথমে এসে মসীহ্‌র আগমনের বার্তা প্রচার করবেন। হযরত ঈসা আঃ ঐ আপত্তির এই উত্তরই দিয়েছিলেন যে বপ্তিস্মা দানকারী যোহন অর্থাৎ ইয়াহিয়াই সেই এলিয়া নবী—তারই গুণে গুণান্বিত ও তাঁরই রঙে রঙীন হয়ে তিনি এসেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহুদী আলেমরা তাঁর ঐ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নিতে পারলো না এই অজুহাতে যে, এলিয়া অবতীর্ণ হবে আকাশ থেকে কিন্তু ইয়াহিয়া পয়দা হলেন এ ধরাধামেই এবং উভয়েই হলেন ভিন্ন ব্যক্তি। হযরত ঈসা

আঃ তাদের এই তীব্র আপত্তির উত্তরে ইহাই বলেন যে, যে এলিয়া নবী আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল নিঃসন্দেহে তিনি ইয়াহিয়াই বটে। উক্ত বচসায় হযরত ঈসা আঃ সত্যবাদী ছিলেন, না ইহুদী আলেমগণ—নিশ্চয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'নুযূল' শব্দের অর্থ :

উক্ত দৃষ্টান্ত এবং হযরত ঈসা আঃ-এর ফয়সালা পেশ করার পর আমরা এখন কুরআন শরীফের দিকে ফিরে আসছি। হাদিসাবলীতে আগমনকারী মসীহ বা ঈসার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 'নুযুল' অর্থাৎ অবতীর্ণ হওয়া শব্দটি কুরআন করীমে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? আল্লাহতায়ালা বলেছেন :

انا انزلنا لكم الحديد (سورة حديد - ع ٣)

انا نزلنا لكم الانعام (سورة زمر ع ١)

অর্থাৎ "আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি, আমরা গবাদি পশু অবতীর্ণ করেছি।"

ইহা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না যে, জামা-কুর্তা, জুব্বা আলখেল্লা, পাগড়ী-টুপি বা কোট-প্যান্ট ইত্যাদি বারিধারা বা শীলার ন্যায় আকাশ থেকে বর্ষিত হয় না।

এ সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা সুস্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, খোদা-তায়ালার নুযুল শব্দটি ঐ সকল জিনিষ বা পশুর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন যেগুলি তিনি মানব জাতির বিশেষ উপকারার্থে এ পৃথিবী-তেই সৃষ্টি বা উদ্ভব করেছেন। এ সকল দৃষ্টান্ত অপেক্ষা বড় দৃষ্টান্ত

হলো স্বয়ং হযরত খাতামান্নাবীয়ীন মোহাম্মদ মোস্তফা সাঃ আঃ-এর আবির্ভাবের ক্ষেত্রেও আল্লাহতায়ালা নুযূল শব্দের প্রয়োগ করে বলেছেন :—

قد انزل الله اليكم ذكرا رسولا يتلوا عليكم
ايات الله—(سورة طلاق : ع ٢)

অর্থাৎ —"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের দিকে একজন মহান উপদেশ-দানকারী রসূল নাযেল করেছেন যিনি তোমাদিগকে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে শুনান।"

হযরত ঈসা আঃ আকাশে জীবিত আছেন এবং আকাশ থেকেই নাযেল হবেন আলেমগণ তাঁদের এই দাবীর সপক্ষে হাদিসে বর্ণিত মসীহ ইবনে মরিয়মের আগমন বার্তা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত নুযুল শব্দটিকেই প্রধান দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। উল্লিখিত দৃষ্টান্তটির পরও কি আমাদের আলেমগণ হযরত ঈসার বেলায় 'নাযেল হওয়া বলতে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হওয়া অর্থকেই ধরে রাখবেন এবং নবী সম্রাট হযরত খাতামান্নাবীয়ীন সাঃ আঃ-এর বেলায় সেই অর্থ নাজায়েজ বলে ফতোয়া দেবেন ?

রূপক নামকরণ ঃ

উল্লিখিত যুক্তি প্রমাণের দ্বারা যদিও সুস্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআন ও হাদিসের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই উম্মতে আগমন-কারী 'মসীহ ইবনে-মরিয়ম' রূপকভাবেই ঐ নামটি লাভ করেন অর্থাৎ

ঐ নামটির গুণে গুণান্বিত ও হযরত ঈসার রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে তার মসীল বা অনুরূপ হিসাবে এই উম্মতেরই কোন একজন ব্যক্তি আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত ও প্রেরিত হবেন।

আয়াতে-ইস্তেখলাফে হযরত ঈসার মসীল বা সদৃশের আগমনেরই ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

সুতরাং কুরআন শরীফে সুরা নূরের সপ্তম রুকুতে বর্ণিত ৫৫নং আয়াতে আল্লাহতায়ালা এই উম্মতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেছেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, খেলাফতের ধারাবাহিক শৃঙ্খলে আগমনকারী সকল খলিফা পূর্ববর্তী উম্মত অর্থাৎ বনী ইস্রাইলে আগত খলিফাদের মসীল বা অনুরূপ হবেন। বনী ইস্রাইলের মধ্যে হযরত মুসা আঃ-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীর শিরো-ভাগে এসেছিলেন হযরত ঈসা আঃ এবং মুসায়ী খেলাফত শৃঙ্খলে তিনিই ছিলেন মুসা আঃ-এর খাতামুল খোলাফা—শ্রেষ্ঠ খলিফা। এই আয়াতে ইস্তেখলাফে বর্ণিত ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই উম্মতেও হযরত রসুল করীম সাঃ-এ'র পর চতুর্দশ শতাব্দীর শিরো-ভাগে খাতামাল খোলাফা হিসাবে তাঁর একজন বিশেষ খলিফার আগমন জরুরী ছিল, যিনি ঈসা আঃ-এর মসীল বা অনুরূপ হবেন, মোহাম্মদীয় খেলাফত শৃঙ্খলে ইস্রাইলী নবী ঈসা স্বয়ং আসবেন না, আসতে পারে না। উক্ত আয়াত তাঁর আগমণের পথ রুদ্ধ করে; কেননা তিনি স্বয়ং আসলে আয়াত অনুযায়ী তার মসীলের আগমন সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়ে যায়। উক্ত ওয়াদা ও ভবিষ্যদ্বাণী

অনুযায়ী এই উম্মতের খলিফাগণ এই উম্মতের ব্যক্তিরাই হবেন বলে বর্ণনা করা হয়েছে যদিও তাঁরা পূর্ববর্তীদের অনুরূপ বা মসীল হবেন।

সন্দেহমুক্ত হওয়ার একটি চুড়ান্ত প্রমাণ ঃ

হযরত নবী আকরাম সাঃ আঃ অতীতের ইস্রাইলী নবী হযরত ঈসা আঃ-এর অবয়ব এবং এই উম্মতে ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসাবে আগমনকারী মসীহ ইবনে মরিয়মের অবয়ব ও আকার আকৃতি পরস্পর ভিন্নতর বলে বর্ণনা করে গেছেন :—

প্রথমতঃ বোখারী শরীফের ২য় খণ্ড কিতাবু বাদয়িল-খাল্ক অধ্যায়ে নিম্নরূপ হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে :—

رأيت عيسى و موسى فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر فاما موسى فادم جسيم وسبط الشعر كأنه من رجال الزط -

অর্থাৎ—আমি (স্বপ্নে) ঈসা ও মুসাকে দেখিলাম। ঈসা তো লহিত বর্ণের ছিলেন, তাঁহার কেশ কুঁকড়ানো ছিল এবং তাঁহার বক্ষ ছিল প্রশস্ত। কিন্তু মুসা গধ্‌ম (আমাদের দেশে যাকে ফর্শা বলা হয়—অনুবাদক) বর্ণের ভারী দেহধারী ছিলেন, মনে হইতেছিল যেন তিনি 'যুত' গোত্রের কোন একজন ব্যক্তি।"

উক্ত অবয়বটির প্রতি লক্ষ্য রাখুন। তারপর বোখারী শরীফেই বর্ণিত অপর হাদিসটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, যে হাদিসটিতে এই উম্মতে আখেরী যুগে আগমনকারী মসীহর ভিন্নতর অবয়ব বর্ণনা

করা হয়েছে। ঐ হাদিসটি কিতাবুল ফেতানে বাব যিকরুদ দজ্জাল এর অধীনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, অর্থাৎ হাদীসটিতে উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ফেৎনার উদ্ভব এবং দাজ্জাল অভ্যুত্থান সম্পর্কীয় অধ্যায়ের ফেৎনা সমুহ ও দাজ্জালের উল্লেখের পাশাপাশি এই উম্মতে আগমনকারী মসীহ ইবনে মরিয়মের কথা বর্ণনা করা হয়েছে :—

হযরত নবী করীম সাঃ বলেছেন :—

بينما انا نائم اطوف بالكعبة فاذا رجل آدم
سبط الشعر ... فقلت من هذا قالوا ابن مريم -

অর্থাৎ—'আমি স্বপ্নে দেখিলাম আমি যেন কা'বা শরীফের তওয়াফ করিতেছি। সেই সময় সহসা এক ব্যক্তি আমার সামনে আসিলেন, যিনি গধুম রঙের ছিলেন এবং তাঁহার কেশ সরল এবং লম্বা ছিল।...আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইনি কে?" আমাকে বলা হইল যে, ইনি হইলেন (মসীহ) ইবনে মরিয়ম।"

মুসার কালের ঈসার অবয়ব এবং এই উম্মতে আগমনকারী ও দাজ্জালের মুলোৎপাটনকারি মসীহ ইবনে মরিয়মের অবয়ব ভিন্নতর বর্ণনা করে হযরত নবী করীম সাঃ আঃ দ্ব্যার্থহীনরূপে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে অতীতকালের ঈসা আঃ এবং এই উম্মতে আগমনকারী মসীহ একই ব্যক্তি নন। মুসার কালের ঈসা আঃ-ই যদি আকাশ থেকে স্বশরীরে আসবেন বলে নির্ধারিত ছিল তাহলে আগমনকারী মসীহ ইবনে মরিয়মের অবয়ব তাঁর থেকে ভিন্নরূপ হতে পারে না।

এতদ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রতীয়মান হল যে, এই উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ এই উম্মত থেকেই পয়দা হবেন।

চুড়ান্ত ফয়সালা ঃ

সুতরাং বোখারী শরিফে এই আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ইবনে-মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, তিনি এই উম্মতেরই মধ্যে থেকে পয়দা হবেন এবং এই উম্মতের ইমাম বা নেতা হবেন। যেমন ঃ—

كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم

জামেয়া কুরআনীয়া, লালবাগ মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মৌলানা আজিজুল হক সাহেব কর্তৃক প্রণীত ও হামিদিয়া লাইব্রেরী, চক বাজার ঢাকা কতৃক প্রকাশিত 'বোখারী শরীফের বঙ্গানুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা' শীর্ষক গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের ১৫৯ পৃষ্ঠায় হাদিসটির অর্থ ও ব্যাখ্যায় লিখেছেন :

"ব্যাখ্যা— و امامكم منكم এই বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত আছে। অগ্রগণ্য এই যে, হযরত ঈসা আঃ অবতরণ করিয়া মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন, নামাযের ইমামতীও তিনি করিবেন। অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে নবী থাকিলেও, তাঁহার তৎকালীন জীবন উম্মতে মোহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

মুসলিম শরীফে উক্ত হাদিসটিরই শেষ অংশ নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে : فامكم منكم অর্থাৎ "তোমাদের অবস্থা তখন কিরূপ হইবে যখন তোমাদের মধ্যে নাজেল হইবেন মসীহ ইবনে মরিয়ম। সুতরাং তোমাদের মধ্য হইতেই তিনি তোমাদিগকে নেতৃত্ব দান করিবেন।"

উক্ত হাদিস দুটির প্রেক্ষিতে আর কোন সন্দেহের আদৌ অবকাশ থাকতে পারে না যে, এই উম্মতের প্রতিশ্রুত মসীহ ইবনে মরিয়ম এই উম্মত থেকেই পয়দা হবেন। বাহির থেকে আসবেন না—এরূপ ব্যক্তির আগমন সম্বন্ধেই হযরত নবী করিম সাঃ উক্ত হাদিসদ্বয়ে সংবাদ দিয়েছেন, অন্যথা বলতেন যে, ইস্রাইলী নবী ঈসা আঃ আসমান থেকে তোমাদের ইমাম হয়ে অবতীর্ণ হবেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী একই ব্যক্তি এবং মসীহ ইমাম মাহদীরই একটি উপাধি ঃ

একটি শেষ প্রশ্নের উদ্ভব হতে পারে এই যে, হযরত ঈসা আঃ তো নিঃসন্দেহে ইন্তেকাল করেছেন, এই উম্মতে আগমনকারী যে ইমামকে ঈসা আঃ ইবনে মরিয়ম বা মসীহ নামটি রূপক ভাবে উপাধি হিসেবে দান করা হবে তাহা কি হযরত ইমাম মাহদী আঃ কেই দান করা হবে, না অপর কোন ব্যক্তিকে? বস্তুতঃ সুস্পষ্টত যুক্তির সিদ্ধান্তের দিক দিয়ে উক্ত উপাধি হযরত ইমাম মাহদী আঃ এরই প্রাপ্য। কেননা মুসলিম উম্মাহায় তাঁহা অপেক্ষা বুজুর্গ ব্যক্তি আর কে হতে পারেন, যিনি উক্ত মহামর্যাপূর্ণ উপাধিতে ভূষিত হওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত হবেন? এতদ্ব্যতীত, অপর একটি হাদিসে হযরত নবী করীম সাঃ আঃ প্রতিশ্রুত আগমনকারীকে নবীউল্লাহ (আল্লাহর নবী) বলেও অভিহিত করেছেন। যেমন, মুসলীম শরীফে 'বাব যিকরিত-দাজ্জাল'-এর অধীনে লিপিবদ্ধ হাদীসে আগমনকারী ঈসাকে চারিবার 'আল্লাহর নবী' বলে আখ্যাত করা হয়েছে।

এতএব, স্বতঃসিদ্ধ ভাবে উক্ত সুমহান উপাধিটিতে ভূষিত হওয়ার উপযুক্ত পাত্র ইমাম আখেরুজ্জামান হযরত ইমাম মাহদী আঃ-ই হতে পারেন, অন্য কেউ নয়। এখন লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যুক্তির দিক থেকে স্থির এ সিদ্ধান্তটির সপক্ষে হাদীস শরীফেও কোন স্পষ্ট সমর্থন আছে কিনা? সুতরাং এরূপ একাধিক হাদিস বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলিতে ইমাম মাহদীই 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' উপাধিতে ভূষিত হবেন বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন, 'মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বলে' লিপিবদ্ধ একটি হাদিস হলো এই যে—

يوشك من عاش فيكم ان يلقى عيسى ابن مريم اماما مهديا حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير -
(২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১১)

অর্থাৎ—"তোমাদের মধ্যে তখন যাহারা জীবিত থাকিবেন তাহারা অচিরেই ইবনে মরিয়মকে ন্যায় বিচারক মাহদী মীমাংসাকারী হিসেবে দেখিতে পাইবে।"

ইবনে মাজার হাদিসগ্রন্থে আরও একটি হাদিস হলো এই যে— لا المهدى الا عيسى ابن مريم অর্থাৎ—"ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত অন্য কোন মাহদী নাই।" (ইবনে মাজা, পৃঃ ২৫৭)

সুতরাং উপরে উল্লেখিত হাদিস দু'টিতে শুধু ইঙ্গিতেই নয় বরং সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা হয়েছে যে, 'ঈসা ইবনে মরিয়ম' উপাধিটি

হযরত ইমাম মাহদী আঃ কেই দেওয়া হবে। তিনি উপস্থিত থাকতে অপর কেউ উক্ত উপাধিতে ভূষিত হতে পারেন না। দেখুন, এই হাদিসগুলি যুক্তির এই প্রবল চাহিদাটিকেও সজোরে সমর্থন দান করছে যে, একই সময়ে একজন ইমামই আবির্ভূত হওয়া উচিত, যাঁকে কেন্দ্র করে সমগ্র উম্মতকে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দান করা যায়। তার পর তাঁর বিভিন্ন কাজ ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে তাঁকে দুই/একটি কেন দশ/বিশটি উপাধিতেও যদি ভূষিত করা হয় তাতে আদৌ কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে না। পক্ষান্তরে একই জমা নায় যদি এক ব্যক্তিকে ইমাম মাহদীর খেতাবে ভূষিত করে উম্মতে ইমাম ও নেতা নিযুক্ত করা হয় এবং আর একজনকে আবার 'আল্লা নবী ঈসা' পদে ভূষিত করা হয় এবং امامكم منكم ("ইমামুকু মিনকুম") বলে তাঁর নিকট বয়েত গ্রহন করাও ফরজ করা হ তাহলে বাস্তবিক পক্ষেই ইহা উম্মতের জন্য ভয়াবহ ফেৎনার কার ঘটাতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যখন স্বয়ং হযরত নবী করীম স আঃ উপরোল্লিখিত হাদিসগুলিতে সকল প্রকার শংকার অবস ঘটিয়ে সুস্পষ্ট ফয়সালা দান করে দিয়েছেন তাহলে আর কোন যু তর্কের প্রয়োজন বা অবকাশ নেই।

শুদ্ধিপত্র

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
সশরীরে	স্বশরীরে	৬	১৬
”	”	৭	১৯
”	”	৮	১১
(মাতৃজঠরস্থ পুর্ণগঠিত দেহকে	(মাতৃজঠরস্থ পূর্ণগঠিত দেহকে)	১৫	১১
করয়া	করিয়া	১৭	১২
প্রভো	প্রভু	”	১৪
আধ্যাত্মিত	আধ্যাত্মিক	২১	১
গ্রীষ্টানয	যে সকল গ্রীষ্টান	২৫	১
দঁড়াইয়া	দাঁড়াইয়া	২৬	১৩
যাঁহার জন্য আকাশে— উঠাইয়া	যাঁহার জন্য আকাশে যাওয়ার প্রশ্ন করা হইল না তাঁহাকে স্বশরীরে আকাশে উঠাইয়া	৩৩	১৭
পরে না	পারে না	৩৯	১
ইসা	ঈসা	ঐ	২
কাহারাও	কাহারও	৪৪	৬
নিহিত	নিহত	ঐ	৭
ব্যাক্তি	ব্যক্তি	৪৭	১০
মরহুমে	মরহমে	৫৪	১৬
মেহাম্মদ	মোহাম্মদ	৭৭	১৩
তাহায়	তাহার	৯৪	৫
সন্তান-সন্তুতি	সন্তান-সন্ততি	১০৭	১০
রা	রাঃ	১০৯	১০
কল্পনা	কল্পনার	১১৮	১৬

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	লাইন
অবিহিত	অভিহিত	১১৯	৩
গেছে	গেলে	১২৯	১৭
আগমনে	আগমনের	১৩৪	১১
মহামর্যাপূর্ণ	মহামর্য্যাদাপূর্ণ	১৪২	১৯
پا یا دہ	پا یندہ	১	৬
بشر	بشرا	৮	৭
جسد	جسدا	৯	২
والا وت	والا موات	১০	৫
قوة لم	قوة ثم	১০	১২
الی : ارذل	الی ارذل	১১	১
علبها	علبها	১২	৪
لیس	البس	১৩	১৫
الدین	الذین	৩৭	
اتخدو	اتخذو	৪১	
دفسی	نفسی	৪১	
فو دبیقفی	تو فیتنفی	৪১	
قبب علبهم	قیب علیهم	৪১	
سمعنا وعصنا	سمعنا وعصینا	৪২	
وما لمبہ	ما لمبصح	৪৩	
او فتل القلبتم	او قتل انقلبتم	৪৫	
دیف	کیف	৪৫	
ذه	انه	৫১	
لبین	ببین	৫৯	
جیار	جبار	৭০	
پا ئند	یا یند	৭৯	
لبهم	الیهم	৯১	

৬
৫
৭
১০
১০
১৫
৬
১৬
৭
৭
১৭
১৪
১৫
১৬